মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৩তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০১০

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষ	১১শ সংখ্যা
শা'বান-রামাযান	১৪৩১ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪১৭ বাং
আগষ্ট	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোন : ৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোন: ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়া : ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৩/২ কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ যাকাত ও ছাদাক্বা : আর্থিক পরিশুদ্ধির অনন্য মাধ্যম ১৪
- ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

❑ মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২০
- ড. মুহাম্মাদ আলী

❑ ইসলামে ভ্রাতৃত্ব *(২য় কিস্তি)* ২৩
- ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ

❑ পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার *(২য় কিস্তি)* ২৬
- ড. মুহাম্মাদ শফীকুল আলম

❑ আদল : মানব জীবনের এক মহৎ গুণ ২৯
- ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান

❑ বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম ৩২
- আ.স.ম. ওয়ালীউল্লাহ

❑ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ৩৪
- আত-তাহরীক ডেস্ক

✡ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩৬

◆ ফ্রান্স ও স্পেনে হিজাব নিষিদ্ধ
-মোবায়েদুর রহমান

✡ **মহিলা ছাহাবী :** ৩৯

◆ উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রাঃ)
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

✡ **মনীষী চরিত :** ৪১

◆ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) *(৩য় কিস্তি)*
-নূরুল ইসলাম

✡ **কবিতা :** ৪৩

◆ মাহে রামাযান ◆ আত্মশুদ্ধির ছিয়াম
◆ ক্বদরের রাতে ◆ বছরের শ্রেষ্ঠ রজনী

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৪
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৫
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৭
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৭
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৮
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

মানবাধিকার দর্শন

প্রত্যেক মানুষের স্বভাবগত মৌলিক অধিকারকেই মানবাধিকার বলা হয়। যেমন জান-মাল-ইযযত, খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সর্বোপরি স্বাধীন ও সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। মানবাধিকার সর্বদা পরস্পর সম্পর্কিত। তা কখনোই এককভাবে অর্জিত হয় না। আর এ কারণেই মানুষ সর্বদা সমাজবদ্ধ থাকতে বাধ্য এবং একইভাবে সে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অপরের অধিকার অর্জনে ও সংরক্ষণে সহযোগিতা করতে বাধ্য। মানুষ পরস্পরের অধিকারের প্রতি যত বেশী যত্নবান হবে, সমাজে তত বেশী শান্তি ও উন্নতি নিশ্চিত হবে। এর বিপরীত হ'লে সমাজে অশান্তি ও অধঃপতন ত্বরান্বিত হবে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, মানবাধিকার অক্ষুণ্ন রাখার উপায় কি? জবাব এই যে, ব্যক্তি এমন কাজ করবে না যা সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে সমাজ এমন কাজ করবে না, যা ব্যক্তির সম্মান ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে। এখন প্রশ্ন হ'ল, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার উপায় কি? এর জবাব দু'ভাবে পাওয়া যায়। ১. মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত জবাব ২. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত জবাব। আল্লাহ্র বিধান যেহেতু সবার জন্য সমান, তাই স্বেচ্ছাচারী লোকেরা তা অস্বীকার করে কিংবা এড়িয়ে চলে। ফলে সুবিধাবাদী মানুষ নিজের মনমত জবাব তৈরী করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে। কারণ মানুষ নিজেই নিজের পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ। সে কে? তার মর্যাদা কি? তার অধিকার কি? সঠিকভাবে সে কিছুই বলতে পারে না। কেউ বলেন, সে একটি সামাজিক জীব। কেউ বলেন, অর্থনৈতিক জীব। কেউ বলেন, সে একটি যৌন প্রাণী। কেউ বলেন, সে আসলে মানুষই নয়, বরং বানরের বংশধর। এক্ষণে যদি মানুষ তার নিজের পরিচয়ই না জানে, তাহ'লে তার অধিকার সে কিভাবে নির্ণয় করবে? বিগত যুগে শক্তিশালী গোত্র ও সমাজনেতারা যেভাবে নিজেরা কিছু বিধান রচনা করে নিজেদের স্বার্থ পাকাপোক্ত করে নিত, এ যুগেও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজবিদ বিভিন্ন পথ বাৎলিয়েছেন। যা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যুগে যুগে হাযারো মানুষের জীবন গিয়েছে। কিন্তু মানুষ কোনটাতে স্থির থাকেনি। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জীবন নদীর এ তীরে ধাক্কা খেয়ে মানুষ অনেক আশা নিয়ে অপর তীরে গিয়েছে। কিন্তু আশাহত হয়ে পুনরায় ফিরে মাঝনদীতে হাবুডুবু খেয়েছে। বর্তমানে যার দার্শনিক নাম দেওয়া হয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। যা থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথেসিসের সমন্বিত নাম। চমৎকার এই আকর্ষণীয় মোড়কের মধ্যে রয়েছে কেবল বিংশ শতাব্দীর কয়েক কোটি নিহত বনু আদমের শুকনো রক্তের গুড়া পাউডার। অতঃপর বর্তমানে বিভিন্ন ইযম ও তন্ত্র-মন্ত্রের নামে মানবাধিকার রক্ষার ধুয়া তুলে নিজ দেশের নিরীহ জনগণের মানবাধিকার প্রতিনিয়ত হরণ করা হচ্ছে। সাথে সাথে অন্য দেশের মাটি ও মানুষের উপর অবিশ্রান্ত ধারায় গুলি ও বোমা নিক্ষেপ করে বিরামহীনভাবে রক্ত ঝরিয়ে অথবা কূটনৈতিক প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মানুষের মৌলিক অধিকার লুণ্ঠন করা হচ্ছে। সেই সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের অর্থে পুষ্ট শত শত মিডিয়া অহরহ তাদের বন্দনায় মুখর হচ্ছে। ফলে মানবতা ও মানবাধিকার নীরবে নিভৃতে গুমরে মরছে।

২- অতঃপর মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণে এলাহী জবাব এই যে, মানুষ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট এবং মাখলূক্বাতের শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী। আকাশ, পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু সে নিজে আল্লাহ্র কর্তৃত্বের অধীন। আল্লাহ্র দাসত্বে সকল মানুষ স্বাধীন। আল্লাহ্র বিধানের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। এখানে উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, কিংবা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আইনগত কোন ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি তথা তাওহীদ বিশ্বাসের মধ্যে মানুষের নৈতিক সমানাধিকার যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি আল্লাহ্র বিধান সমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার আইনগত সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস বেলাল নিমেষে সকলের ভাই হয়ে গেলেন। এমনকি তার মর্যাদা বেড়ে এতদূর পৌঁছল যে, কা'বা গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার ও পরবর্তীতে মদীনার মসজিদে নববীর স্থায়ী মুওয়াযযিন হওয়ার শ্রেষ্ঠতম গৌরবের অধিকারী হলেন। খেলাফতের বায়'আত অনুষ্ঠানের ভাষণে আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট অধিক শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকটে অধিক দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার থেকে দুর্বলের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারি'। মৃত্যুকালে কপর্দকহীন আবুবকর নিজের কাফনের জন্য কন্যা আয়েশাকে বললেন, আমার পরনের কাপড় দিয়ে আমার কাফনের ব্যবস্থা করো। কেননা জীবিত ব্যক্তিরাই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার'। খেলাফতে রাশেদাহ্র ছত্রে ছত্রে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এমনকি পরবর্তীকালে খেলাফতের ক্ষয়িষ্ণু আমলেও এমন বহু নযীর রয়েছে, আধুনিক বিশ্ব যা কল্পনাও করতে পারে না।

প্রশ্ন হ'ল, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার এই অভূতপূর্ব প্রেরণার মূল উৎস কি? জওয়াব একটাই। আর সেটা হ'ল, তার বিশ্বাসের পরিবর্তন। আগে সে নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস মনে করত। এখন সে আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। আগে সে নিজের রচিত বিধানকে চূড়ান্ত ভাবত। এখন সে আল্লাহ্র বিধানকে চূড়ান্ত সত্যের মানদণ্ড বলে বিশ্বাস করে। আগে সে দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করত। এখন সে আখেরাতকে সবকিছু মনে করে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতে মুক্তি লাভের উদগ্র বাসনা তাকে অন্যের অধিকার সুরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যুদ্ধের ময়দানে আহত মৃত্যুপথযাত্রী তৃষ্ণার্ত সৈনিক কাতরকণ্ঠে 'পানি' 'পানি' বলে কাতরাচ্ছে। পানি আনা হ'লে একই শব্দ ভেসে এল তার কানে। তাই নিজে না খেয়ে ইঙ্গিত করলেন, ঐ ওকে দাও। সেখানে গেলে পাশ থেকে একই শব্দ ভেসে এল। তিনি না খেয়ে ইঙ্গিত করলেন, ঐ ওকে দাও। সেখানে গেলে দেখা গেল তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আখেরাতে পাড়ি জমিয়েছেন। দ্রুত ফিরে এসে দ্বিতীয় জন অতঃপর প্রথম জন কাউকে আর জীবিত পাওয়া গেল না। পানি হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক সাক্ষী! এ দৃশ্য কি পৃথিবী অন্য কারো কাছে দেখেছে?

কেবল মানবাধিকার নয়, একটা নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুরের তৃষ্ণা মেটানোর অধিকার রক্ষার জন্য মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে একজন মহিলা মরুভূমির গভীর কূয়ায় নেমে মোযা ভরে পানি এনে তাকে খাইয়ে বাঁচালেন। এ অভাবনীয় দৃশ্যও মানুষ দেখেছে। একটাই দর্শন সেখানে কাজ করেছে। আর তা হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের দর্শন। সে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দুনিয়াকে সুন্দরভাবে আবাদ করে আখেরাতে মুক্তির জন্য। সে দুনিয়া পূজারী নয়, আখেরাতই তার লক্ষ্য। উক্ত দর্শন দৃঢ়ভাবে ধারণ ও তা যথার্থভাবে বাস্তবায়ন ব্যতীত মানবাধিকার রক্ষার সত্যিকারের কোন উপায় আছে কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *(স.স)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৩/২ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

কিশোর মুহাম্মাদ :

১২ বছর বয়সে চাচার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সর্বপ্রথম সিরিয়া গমন করেন। সেখানে জারজীস ওরফে বুহায়রা নামক জনৈক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাহেব অর্থাৎ খৃষ্টান পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি মক্কার কাফেলাকে গভীর আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন এবং কিশোর মুহাম্মাদের হাত ধরে কাফেলা নেতা আবু ত্বালেবকে বলেন, هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ هَذَا يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ 'এই বালক হ'ল বিশ্ব জাহানের নেতা একে আল্লাহ বিশ্ব চরাচরের রহমত হিসাবে প্রেরণ করবেন'। আবু ত্বালেব বললেন, কিভাবে আপনি একথা বুঝলেন? তিনি বললেন, গিরিপথের অপর প্রান্ত থেকে যখন আপনাদের কাফেলা দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল, তখন আমি খেয়াল করলাম যে, সেখানে এমন কোন প্রস্তরখণ্ড বা বৃক্ষ ছিল না, যে এই বালককে সিজদা করেনি। আর নবী ব্যতীত এরা কাউকে সিজদা করে না। এতদ্ব্যতীত 'মোহরে নবুঅত' দেখে আমি তাকে চিনতে পেরেছি, যা তার স্কন্ধ দেশের নীচে ছোট্ট ফলের আকৃতিতে উঁচু হয়ে আছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থে আখেরী নবীর এসব আলামত সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি। অতএব হে আবু ত্বালেব! আপনি সত্বর একে মক্কায় পাঠিয়ে দিন। নইলে ইহুদীরা জানতে পারলে ওকে মেরে ফেলতে পারে'। অতঃপর চাচা তাকে কিছু গোলামের সাথে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন।

তরুণ মুহাম্মাদ :

তিনি যখন পনের কিংবা বিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন 'ফিজার যুদ্ধ' শুরু হয়। এই যুদ্ধে একপক্ষে ছিল কুরায়েশ ও তাদের মিত্র বনু কিনানাহ এবং অপর পক্ষে ছিল ক্বায়েস আয়লান। যুদ্ধে কুরায়েশ পক্ষের জয় হয়। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলে সম্মানিত মাস (যে মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ) এবং কা'বার পবিত্রতা বিনষ্ট হয় বলে একে 'হারবুল ফিজার' বা দুষ্টদের যুদ্ধ বলা হয়। তরুণ মুহাম্মাদ এই যুদ্ধে চাচাদের তীর যোগান দেবার কাজে সহায়তা করেন। উল্লেখ্য যে, ফিজার যুদ্ধ মোট চারবার হয়। প্রথমটি ছিল কিনানাহ ও হাওয়াযেন গোত্রের মধ্যে। দ্বিতীয়টি ছিল কুরায়েশ ও হাওয়াযেন-এর মধ্যে। তৃতীয়টি ছিল কিনানাহ ও হাওয়ায়েন-এর মধ্যে এবং সর্বশেষ ও চতুর্থটি ছিল কুরায়েশ ও কিনানাহ মিলিতভাবে ক্বায়েস আয়লানের বিরুদ্ধে।

'হিলফুল ফুযূল' বা 'কল্যাণকামীদের সংঘ' :

ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখে দয়াশীল মুহাম্মাদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ ধ্বংসলীলা আর না ঘটে, সেজন্য তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। এই সময় হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে যায়। যুবায়েদ (زبيد) গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় এসে অন্যতম কুরায়েশ নেতা 'আছ বিন ওয়ায়েল-এর নিকটে মালামাল বিক্রয় করেন। কিন্তু তিনি মূল্য পরিশোধ না করে মাল আটকে রাখেন। তখন লোকটি অন্য সব নেতাদের কাছে সাহায্য চাইলে কেউ এগিয়ে আসেনি। ফলে তিনি আবু কুবায়েস পাহাড়ে উঠে সবাইকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে হৃদয় বিদারক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। রাসূলের চাচা যুরায়ের বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব এই আওয়ায শুনে ছুটে যান এবং ঘটনা অবহিত হয়ে তিনি অন্যান্য গোত্র প্রধানদের নিকটে গমন করেন। এই সময় তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা আব্দুল্লাহ বিন জাদ'আন তায়মীর গৃহে বনু হাশেম, বনু মুত্ত্বালিব, বনু আসাদ, বনু যোহরা, বনু তামীম প্রভৃতি গোত্রপ্রধানদের ডেকে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে রাসূলের দাদা ও নানার গোত্র সহ পাঁচটি গোত্র যোগদান করে। তারা হ'ল বনু হাশেম, বনু মুত্ত্বালিব, বনু আসাদ, বনু যোহরা, বনু তামীম। উক্ত বৈঠকে তরুণ মুহাম্মাদ কতগুলি কল্যাণমূলক প্রস্তাব পেশ করেন, যা নেতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে এবং চাচা যোবায়েরের দৃঢ় সমর্থনে বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূলতঃ ভাতিজা মুহাম্মাদ ছিলেন উক্ত কল্যাণচিন্তার উদ্ভাবক এবং পিতৃব্য যোবায়ের ছিলেন তার প্রথম ও প্রধান সমর্থক। চুক্তিগুলি ছিল নিম্নরূপ:

(১) আমরা সমাজ থেকে অশান্তি দূর করব (২) মুসাফিরদের হেফাযত করব (৩) দুর্বল ও গরীবদের সাহায্য করব (৪) যালেমদের প্রতিরোধ করব। হরবুল ফিজারের পরে যুলক্বা'দাহ্র নিষিদ্ধ মাসে আল্লাহ্র নামে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পরপরই তারা 'আছ বিন ওয়ায়েল-এর কাছে যান এবং তার নিকট থেকে উক্ত মযলূম যুবায়দী ব্যবসায়ীর প্রাপ্য হক বুঝে দেন। এরপর থেকে সারা মক্কায় শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। অথচ ইতিপূর্বে নিয়ম ছিল গোত্রীয় বা দলীয় কোন ব্যক্তি শত অন্যায় করলেও তাকে পুরা গোত্র মিলে

সমর্থন ও সহযোগিতা করতেই হ'ত। যেমন আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে দলীয় ব্যক্তির সমর্থনে নেতা-কর্মীরা করে থাকে।

আল-আমীন মুহাম্মাদ :

হিলফুল ফুযূল গঠন ও তার পরপরই যবরদস্ত কুরায়েশ নেতার কাছ থেকে বহিরাগত মযলূমের হক আদায়ের ঘটনায় চারিদিকে তরুণ মুহাম্মাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে মুখে তিনি 'আল-আমীন' অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও আমানতদার বলে অভিহিত হতে থাকেন। অল্পবয়স হওয়া সত্ত্বেও কেউ তার নাম ধরে ডাকতো না। সবাই শ্রদ্ধাভরে 'আল-আমীন' বলে ডাকত।

যুবক ও ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ :

১২ বছর বয়সে পিতৃব্য আবু ত্বালিবের সাথে সর্বপ্রথম ব্যবসা উপলক্ষে শাম বা সিরিয়া সফর করেছিলেন। কিন্তু বোহায়রা রাহেবের কথা শুনে চাচা তাকে সাথে সাথেই মক্কায় ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। এখন তিনি পঁচিশ বছরের পরিণত যুবক। কুরায়েশ বংশে অনেকে ছিলেন, যারা নির্দিষ্ট লভ্যাংশের বিনিময়ে ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতেন। কিন্তু নিজেরা সরাসরি ব্যবসায়িক সফরে যেতেন না। এজন্য তারা সর্বদা বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক তালাশ করতেন। খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ছিলেন এমনই একজন বিদুষী ব্যবসায়ী মহিলা। মুহাম্মাদের সততা ও আমানতদারীর কথা শুনে তিনি তার নিকটে অন্যদের চেয়ে অধিক লভ্যাংশ দেওয়ার অঙ্গীকারে ব্যবসায়ের প্রস্তাব পাঠান। চাচার সাথে পরামর্শক্রমে তিনি এতে রাযী হয়ে যান। অতঃপর খাদীজার গোলাম মায়সারাকে সাথে নিয়ে প্রথম ব্যবসায়িক সফরে তিনি সিরিয়া গমন করেন। ব্যবসা শেষে মক্কায় ফিরে আসার পরে হিসাব-নিকাশ করে মূল পুঁজি সহ এতবেশী লাভ হস্তগত হয় যে, খাদীজা ইতিপূর্বে কারু কাছ থেকে এত লাভ পাননি।

বিবাহ :

ব্যবসায়ে অভাবিত সাফল্যে খাদীজা দারুণ খুশী হন। অন্যদিকে গোলাম মায়সারার কাছে মুহাম্মাদের মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং উন্নত চিন্তা-চেতনার কথা শুনে বিধবা খাদীজা মুহাম্মাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে পরপর দু'জন স্বামী মৃত্যুবরণ করায় মক্কার সেরা নেতৃবৃন্দ তাঁর নিকটে বিয়ের পয়গাম পাঠান। কিন্তু তিনি কোনটাই গ্রহণ করেননি। এবার তিনি নিজেই বান্ধবী নাফীসার মাধ্যমে নিজের বিয়ের পয়গাম পাঠালেন যুবক মুহাম্মাদ-এর নিকটে। তখন উভয় পক্ষের মুরব্বীদের সম্মতিক্রমে শাম থেকে ফিরে আসার মাত্র দু'মাসের মাথায় সমাজ নেতাদের উপস্থিতিতে ধুমধামের সাথে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মুহাম্মাদ স্বীয় বিবাহের মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। এই সময় খাদীজা ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারিণী হিসাবে তিনি 'তাহেরা' (পবিত্রা) নামে খ্যাত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ এবং মুহাম্মাদের বয়স ছিল ২৫। মুহাম্মাদ ছিলেন খাদীজার তৃতীয় স্বামী। অন্যদিকে খাদীজা ছিলেন মুহাম্মাদের প্রথমা স্ত্রী।

সন্তান-সন্ততি :

পঁচিশ বছর তাঁদের দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়। ইবরাহীম ব্যতীত রাসূলের সকল সন্তান ছিলেন খাদীজার গর্ভজাত। তিনি বেঁচে থাকা অবধি রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে বিয়ের সময় খাদীজা পূর্ব স্বামীদ্বয়ের কয়েকজন মৃত ও জীবিত সন্তানের মা ছিলেন। তার গর্ভজাত ও পূর্বস্বামীর তিন ছেলে হালাহ, তাহের ও হিন্দ সকলে ছাহাবী ছিলেন। খাদীজার গর্ভে রাসূলের প্রথম সন্তান ছিল ক্বাসেম। তার নামেই রাসূলের উপনাম ছিল আবুল ক্বাসেম। অতঃপর কন্যা যয়নব, রুক্বাইয়া, উম্মে কুলছূম, ফাতেমা সবশেষে পুত্র আব্দুল্লাহ, যার লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহের। রাসূলের সকল পুত্র সন্তান শৈশবেই মারা যান। কন্যাগণ সবাই বিবাহিত হন ও হিজরত করেন। কিন্তু ফাতেমা ব্যতীত সবাই রাসূলের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলের মৃত্যুর ছয় মাস পরে ফাতেমা মৃত্যু বরণ করেন। রাসূলের অন্য পুত্র 'ইবরাহীম' ছিলেন অন্য স্ত্রী মারিয়া ক্বিবতীয়ার গর্ভজাত। যিনি মদীনায় সর্বশেষ সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুধ ছাড়ার আগেই ১০ম হিজরীর ২৯ শাওয়াল সোমবার মাত্র ১৮ মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন।

কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণ ও মুহাম্মাদের মধ্যস্থতা

আল-আমীন মুহাম্মাদ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কুরায়েশ নেতাগণ কা'বাগৃহ ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ইবরাহীম ও ইসমাঈলের হাতে গড়া ন্যূনাধিক আড়াই হাযার বছরের স্মৃতিসমৃদ্ধ এই মহা পবিত্র গৃহ সংস্কারের ও পুনর্নির্মাণের পবিত্র কাজে সকলে অংশ নিতে চায়।

ইবরাহীমী যুগ থেকেই কা'বা গৃহ ৯ হাত উঁচু চার দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর ছিল, যার কোন ছাদ ছিল না। কা'বা অর্থই হ'ল চতুর্দেওয়াল বিশিষ্ট ঘর। চার পাশের উঁচু পাহাড় থেকে নামা বৃষ্টির তীব্র স্রোতের আঘাতে কা'বার দেওয়াল ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। অধিকন্তু একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঐ সময় ঘটে যায়, যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি এবং যা কা'বা পুনর্নির্মাণে প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করে। ঘটনাটি ছিল এই যে, কিছু চোর দেওয়াল টপকে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং সেখানে রক্ষিত মূল্যবান মালামাল ও অলংকারাদি চুরি করে

নিয়ে যায়।

অতঃপর কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে স্থির করেন যে, কারু কোনরূপ হারাম মাল এর নির্মাণ কাজে লাগানো যাবে না। কোন্ কোন্ গোত্র কোন্ পাশের দেওয়াল নির্মাণ করবে সে সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে এবার ছাদ নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু কে আগে দেওয়াল ভাঙ্গার সূচনা করবে? অবশেষে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযূমী সাহস করে প্রথম ভাঙ্গা শুরু করেন। তারপর সকলে মিলে দেওয়াল ভাঙ্গা শেষ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্থাপিত ভিত পর্যন্ত গিয়ে ভাঙ্গা বন্ধ করে দেন। অতঃপর সেখান থেকে নতুনভাবে সর্বোত্তম পাথর দিয়ে 'বাকুম' (باقوم بنّاء رومـــى) নামক জনৈক রোমক কারিগরের তত্ত্বাবধানে নির্মাণকার্য শুরু হয়। কিন্তু গোল বাঁধে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'হাজারে আসওয়াদ' স্থাপনের পবিত্র দায়িত্ব কোন্ গোত্র পালন করবে সেটা নিয়ে। এই বিবাদ অবশেষে রক্তারক্তিতে গড়াবার আশংকা দেখা দিল। এই সময় প্রবীণ নেতা আবু উমাইয়া মাখযূমী প্রস্তাব করলেন যে, আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম 'হারাম' শরীফে প্রবেশ করবেন, তিনিই এই সমস্যার সমাধান করবেন। সবাই এ প্রস্তাব মেনে নিল।

আল্লাহ্র অপার মহিমা। দেখা গেল যে, সকালে সবার আগে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন সকলের প্রিয় আল-আমীন। তাকে দেখে সবাই বলে উঠলো- هذا محمد هذا الأمين قـــد رضـــينابه 'এযে মুহাম্মাদ, এযে আল-আমীন, আমরা সবাই তার উপরে সন্তুষ্ট'। তিনি ঘটনা শুনে সহজেই মীমাংসা করে দিলেন। তিনি একটা চাদর চাইলেন। অতঃপর সেটা বিছিয়ে নিজ হাতে 'হাজারে আসওয়াদ'-টি তার মাঝখানে রেখে দিলেন। অতঃপর নেতাদের বললেন, আপনারা সকলে মিলে চাদরের চারপাশ ধরুন অতঃপর উঠিয়ে নিয়ে চলুন। তাই করা হ'ল। কা'বার নিকটে গেলে তিনি পাথরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। সবাই সন্তুষ্ট হয়ে মুহাম্মাদের তারিফ করতে করতে চলে গেল। আরবরা এমন এক যুদ্ধ থেকে বেঁচে গেল, যা ২০ বছরেও শেষ হ'ত কি-না সন্দেহ। এ ঘটনায় সমগ্র আরবে তাঁর প্রতি ব্যাপক শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠলো। নেতাদের মধ্যে তার প্রতি একটা স্বতন্ত্র সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হ'ল।

কিন্তু নির্মাণের এক পর্যায়ে উত্তরাংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত বনু 'আদী বিন কা'ব বিন লুওয়াই তাদের হালাল অর্থের কমতি থাকায় ব্যর্থ হয়। ফলে মূল ভিতের ঐ অংশের প্রায় ৬ হাত জায়গা বাদ রেখেই দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। যা হাত্বীম (الحطـــيم) বা পরিত্যক্ত নামে আজও ঐভাবে আছে। সেকারণ হাতীমের বাহির দিয়েই ত্বাওয়াফ করতে হয়, ভিতর দিয়ে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের পরে ঐ অংশটুকু কা'বার মধ্যে শামিল করে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নওমুসলিম কুরায়েশরা সেটা মেনে নেবে না ভেবে পুনর্নির্মাণ করেননি। পরে আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ৬৪ হিজরীতে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর মক্কা অবরোধ কালে ৭৩ হিজরীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) শহীদ হ'লে কা'বা পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং পূর্বের ন্যায় হাতীমকে বাইরে রাখা হয়। যা আজও আছে। অথচ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) যেটা করেছিলেন, সেটাই সঠিক ছিল। কিন্তু অন্ধ রেওয়াজ পূজার জয় হ'ল।

কা'বার আকৃতি :

কুরায়েশগণ কর্তৃক নির্মিত কা'বা (যার রূপ বর্তমানে রয়েছে), দেওয়ালের উচ্চতা ১৫ মিটার, ৬টি স্তম্ভের উপরে নির্মিত হয় এবং দরজার নীচের চৌকাঠ ২ মিটার উচ্চতায়, যাতে তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ সহজে প্রবেশ করতে না পারে। অথচ রাসূলের ইচ্ছা ছিল, হাত্বীমকে অন্তর্ভুক্ত করে মূল ভিতের উপর কা'বা গৃহ নির্মাণ করবেন। যা মাটি সমান হবে এবং যার পূর্ব দরজা দিয়ে মুছল্লী প্রবেশ করবে ও ছালাত শেষে পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বাইরে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে'। খালা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এ হাদীছ শোনার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে ৬৪ হিজরী সনে কা'বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূলের ইচ্ছানুযায়ী পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি শহীদ হওয়ার পর ৭৩ হিজরী সনে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত নির্মাণ করেন। যা আজও রয়েছে। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূলের ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) তাদের বলেন, 'আপনারা কা'বা গৃহকে বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করবেন না'।[১] ফলে আজও কা'বাগৃহ একই অবস্থায় রয়েছে। ইবরাহীমী ভিত্তিতে আজও ফিরে আসেনি। শেষনবীর আকাংখাও পূর্ণ হয়নি।

নবুঅতের দ্বারপ্রান্তে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা :

নবুঅত লাভের সময়কাল যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, তাঁর মধ্যে নিঃসঙ্গপ্রিয়তার প্রবণতা ততই বাড়তে লাগল। এক

১. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১২৭-২৮; ঐ, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/২৫৩।*

সময় তিনি কা'বা গৃহ থেকে প্রায় ৬ কিঃ মিঃ উত্তর-পূর্বে হেরা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ৪×১½ গজ আকারের ছোট গুহার নিরিবিলি স্থানকে বেছে নিলেন। বাড়ী থেকে পানি ও ছাতু নিয়ে যেতেন। ফুরিয়ে গেলে আবার আসতেন। কিন্তু বাড়ীতে তার মন বসতো না। কখনো কখনো সেখানে রাত কাটাতেন। পরপর ২টি রামাযান তিনি সেখানে ই'তেকাফে কাটান।

বয়স চল্লিশে পদার্পণ করল। রবীউল আউয়ালের জন্ম মাস থেকে শুরু হ'ল 'সত্য স্বপ্ন' (الرؤيا الصادقة) দেখা। তিনি স্বপ্নে যাই দেখতেন তাই-ই দিবালোকের মত সত্য হয়ে দেখা দিত। এভাবে চলল প্রায় ছয় মাস। যা ছিল ২৩ বছরের নবুঅতকালের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। হাদীছে সম্ভবত একারণেই সত্য স্বপ্নকে নবুঅতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। রাসূলের নির্জনতা ও একাগ্রতা এমনভাবে বেড়ে গেল যে, এখন আর তিনি বাড়ী ফিরতে চান না। ফলে খাদীজা হেরা গুহা থেকে অল্পদূরে অবস্থান করতে থাকলেন। এসে গেল রামাযান মাস। পূর্বের ন্যায় এবারেও তিনি পুরা রামাযান সেখানে এ'তেকাফে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। খাদীজাও তাকে সেমতে খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য সহযোগিতা করতে থাকলেন। স্বগোত্রীয় লোকদের পৌত্তলিক ও বস্তুবাদী ধ্যানধারণা তাকে পাগল করে তুলত। কিন্তু তাদের ফিরানোর কোন পথ তাঁর জানা ছিল না। মূলতঃ হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ অবস্থানের বিষয়টি ছিল আল্লাহ্র মহতী ব্যবস্থাপনারই অংশ।

নুযূলে কুরআন :

এভাবে এসে গেল সেই শুভক্ষণ। ২১শে রামাযান সোমবারের ক্বদরের রাত্রি। ফেরেশতা জিবরীলের আগমন হল। ধ্যানমগ্ন মুহাম্মাদকে বললেন, اِقْرَأْ 'পড়'। বললেন, مَاأَنَا بِقَارِئٍ 'আমি তো পড়তে জানিনা'। অতঃপর তাকে বুকে চেপে ধরলেন ও বললেন, পড়। কিন্তু একই জবাব, 'পড়তে জানিনা'। এভাবে তৃতীয়বার আলিঙ্গন শেষে তিনি পড়তে শুরু করলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ-

(১) 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' (২) 'সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে' (৩) 'পড় এবং তোমার প্রভু বড়ই দয়ালু' (৪) 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দান করেছেন' (৫) 'তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না'।

মাত্র পাঁচটি আয়াত নাযিল হ'ল। তারপর ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রথম কুরআন নাযিলের এই দিনটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সোমবার। ঐ সময় রাসূলের বয়স ছিল চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন এবং সৌরবর্ষ হিসাবে ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন।

নতুনের শিহরণ ও খাদীজার বিচক্ষণতা

নতুন অভিজ্ঞতা লাভে শিহরিত মুহাম্মাদ দ্রুত বাড়ী ফিরলেন। স্ত্রী খাদীজাকে বললেন, زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى 'শিগগীর আমাকে চাদর মুড়ি দাও। চাদর মুড়ি দাও'। কিছুক্ষণ পর ভয়ার্তভাব কেটে গেলে সব কথা খাদীজাকে খুলে বললেন। রাসূলের নিকটে খাদীজা কেবল স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর নির্ভরতার প্রতীক ও সান্ত্বনার স্থান। ছিলেন বিপদের বন্ধু। তিনি অভয় দিয়ে বলে উঠলেন, এটা খারাব কিছু হ'তেই পারে না। كَلاَّ وَاللهِ لاَيُخْزِيْكَ اللهُ اَبَدًا 'কখনোই না। আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করতে পারেন না'।

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

'আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন'। অতঃপর তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে চাচাতো ভাই অরাক্বা বিন নওফেলের কাছে গেলেন। যিনি ইনজীল কিতাবের আলেম ছিলেন এবং ঐ সময় চরম বার্ধক্যে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সবকথা শুনে বলেন, هَذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ نَزَلَ اللهُ عَلَى مُوْسَى، يَا لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعًا، يَا لَيْتَنِىْ أَكُوْنُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، 'এ তো সেই ফেরেশতা যাকে আল্লাহ মূসার প্রতি নাযিল করেছিলেন। হায়! যদি আমি সেদিন তরুণ থাকতাম! হায়! যদি আমি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে'। একথা শুনে চমকে উঠে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اَوَمُخْرِجِىَّ هُمْ 'ওরা কি আমাকে বের করে দিবে'? অরাক্বা বললেন, نَعَمْ 'হ্যাঁ! তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ, তা নিয়ে ইতিপূর্বে এমন কেউ আগমন করেননি, যার সাথে শত্রুতা করা হয়নি'। অতঃপর

অরাক্বা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا 'যদি তোমার সেই দিন আমি পাই, তবে আমি তোমাকে যথাযোগ্য সাহায্য করব'।[২]

অহি-র বিরতিকাল (فترة الوحى) :

অরাক্বা বিন নওফেলের কাছে সবকিছু শুনে নবী করীম (ছাঃ) আশা ও আশংকার দোলায় দোলায়িত হয়ে পুনরায় হেরা গুহায় ই'তেকাফে ফিরে এলেন এবং পুনরায় অহি নাযিলের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এভাবে দশদিন অতিবাহিত করে রামাযান শেষে পূর্বের নিয়মানুযায়ী ১লা শাওয়াল সকালে ই'তেকাফ শেষ করে বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এমন সময় আমি আসমান থেকে একটা আওয়ায পাই। তাকিয়ে দেখি যে, সেদিনের সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে কুরসীর উপরে বসে আছেন। আমি ভীত বিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হই। অতঃপর দ্রুত বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বলি, আমাকে চাদর মুড়ি দাও, চাদর মুড়ি দাও, চাদর মুড়ি দাও'। কিন্তু না অল্পক্ষণের মধ্যেই গুরুগম্ভীর স্বরে 'অহি' নাযিল হ'ল-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَأَنذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ-

(১) 'হে চাদরাবৃত! (২) উঠো, মানুষকে (আল্লাহ্র) ভয় দেখাও, (৩) তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর, (৪) তোমার পোশাক পবিত্র রাখো, (৫) অপবিত্রতা পরিহার কর'*(মুদ্দাছছির ৭৪/১-৫)*। এরপর থেকে 'অহি' চালু হয়ে গেল'।[৩]

২১শে রামাযানের কদর রাতে প্রথম অহি নাযিলের পর থেকে এই দশদিনের বিরতিকালকে فترة الوحى বা অহি-র বিরতিকাল বলা হয়। এটি আড়াই বা তিন বছরের জন্য ছিল না, যা প্রসিদ্ধ আছে। = (*আর-রাহীক্ব পৃঃ ৬৯*)।

অহি-র প্রকারভেদ

'অহি' (الـــوحى) অর্থ প্রত্যাদেশ, যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর নির্বাচিত বান্দার নিকটে হয়ে থাকে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম নবীদের নিকটে অহি-র সাতটি প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন:-

(১) সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। ৪০ বছর বয়সের রবীউল আউয়াল থেকে রামাযান মাস পর্যন্ত প্রথম ছয়মাস যা রাসূল (ছাঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলেন (২) অদৃশ্য থেকে হৃদয়ে অহি-র প্রক্ষেপন, যা জিব্রীল মাঝে-মধ্যে রাসূলের উপরে করতেন (৩) মানুষের রূপ ধারণ করে জিব্রীল এসে অহী বর্ণনা করে শুনাতেন। যেমন একবার দেহিয়াতুল কালবীর রূপ ধারণ করে ছাহাবীগণের মজলিসে এসে রাসূলকে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দেন (৪) ঘণ্টাধ্বনির আওয়ায করে 'অহি' নাযিল হ'ত। এ সময় রাসূল (ছাঃ) খুব কষ্ট অনুভব করতেন। প্রচণ্ড শীতের দিনেও দেহে ঘাম ঝরত। উটের পিঠে থাকলে অধিক ভারবোধে উট বসে পড়ত। রাসূলের উরুর চাপে একবার এ অবস্থায় যায়েদ বিন ছাবিতের উরুর হাড় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল (৫) জিব্রীল (আঃ) স্বরূপে এসে অহি প্রদান করতেন। এটি দু'বার ঘটেছে (৬) মে'রাজ রজনীতে আসমানে অবস্থানকালে আল্লাহ্র সরাসরি অহি-র মাধ্যমে ছালাত ফরয করণ (৭) আল্লাহ স্বীয় নবীর সঙ্গে সরাসরি ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন। যেমন মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তূর পাহাড়ে কথা বলার প্রমাণ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষনবীর সঙ্গে মে'রাজ রজনীতে আরশের নিকটে কথোপকথনের প্রমাণ হাদীছে বিধৃত হয়েছে। =*(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৭০)*।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াতে পড়া ও লেখা এবং তার মাধ্যমে এমন জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে।

২. আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণে গৃহীত শিক্ষা যেন মানুষকে খালেক-এর সন্ধান দেয় এবং তাঁর প্রতি ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে উদ্বুদ্ধ করে। সে বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. সসীম মানবীয় জ্ঞানের সাথে অসীম এলাহী জ্ঞানের হেদায়াত যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কখনোই প্রকৃত সত্য খুঁজে পাবে না- সেকথা স্পষ্টভাবেই সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিশক্তির সাথে চশমা, অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র যুক্ত হ'লে তার দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হয়। বলা বাহুল্য, মানবজাতির প্রতি এটিই ছিল কুরআনের সর্বপ্রথম ইলাহী আহ্বান।

৪. অতঃপর দশদিন বিরতির পর সূরা মুদ্দাছছিরে নাযিল কৃত পাঁচটি আয়াতে পূর্বোক্ত অভ্রান্ত জ্ঞানের তথা তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে

২. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল' অধ্যায়, 'অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৬৭-৬৮।*
৩. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৩।*

এক অপূর্ব অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায়। চাদর ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াও! ভোগবাদী মানুষকে শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচাও। সর্বত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কর। শিরক ও জাহেলিয়াতের কলুষময় পোষাক ঝেড়ে-মুছে ছাফ করে ফেল'। সকল অপবিত্রতা হ'তে মুক্ত হও। অর্থাৎ মানুষের মনোজগতে ও কর্মজগতে আমূল সংস্কার সাধনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে হে চাদরাবৃত মুহাম্মাদ! উঠে দাঁড়াও!!

৫. একই সময়ে একই দরদভরা ভাষায় সূরা মুযযাম্মিল নাযিল করে রাসূল ও ছাহাবীগণের জন্য রাত্রির ছালাত তাহাজ্জুদ আবশ্যিক করে দেওয়া হয়। কেননা পরবর্তী সমাজ বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মানুষ তৈরী করা ছিল প্রধান কাজ। আর আধ্যাত্মিক মানস গঠনে তাহাজ্জুদের ছালাতের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৬. দুনিয়া পূজারী অধঃপতিত জাতিকে উদ্ধারের যেপথ মুহাম্মাদ (ছাঃ) তালাশ করছিলেন, তা তিনি পেয়ে গেলেন আল্লাহ্র অহি-র মাধ্যমে। আর তা হ'ল এই যে, সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান অনুসরণের মধ্যেই কেবল মানবতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব এবং দুনিয়ার পূজা নয়, আখেরাতে মুক্তিই হবে দুনিয়াবী জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অন্য কোন পথে মানবতার মুক্তি নেই।

৭. সত্যিকারের মানবদরদী ব্যক্তির জন্য তাই ইসলামের যথাযথ অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই। আর ইসলাম ব্যতীত বর্তমান পৃথিবীতে আল্লাহ প্রেরিত কোন দ্বীন বা জীবন বিধানের অস্তিত্ব নেই।

এরপর থেকে শুরু হ'ল দীর্ঘ তেইশ বছরের সংগ্রামী নবুঅতী জীবন। তবে মাক্কী জীবনের ১৩ বছর ছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে দাওয়াতী জীবন এবং শেষ দশ বছরের মাদানী জীবন ছিল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য দাওয়াত ও জিহাদের সমন্বিত জীবন।

ছালাতের নির্দেশনা

যেকোন সংস্কার আন্দোলনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংস্কারকের নিজ আক্বীদার মযবুতী। আর এই মযবুতী রক্ষার জন্য চাই নিয়মিত মনোজাগতিক প্রশিক্ষণ। যা সর্বদা সংস্কারককে তার আদর্শমূলে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। সেকারণ অধ্যাত্ম সাধনার প্রাথমিক সিলেবাস হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবুঅতের শুরু থেকেই সকাল ও সন্ধ্যায় দু'বার ছালাত আদায়ের নির্দেশনা দান করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ 'তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন কর সন্ধ্যায় ও সকালে' *(মুমিন/গাফের ৪০/৫৫)*।

প্রথম কুরআন নাযিলের পর জিব্রীলের মাধ্যমে তিনি ওযূ ও ছালাত আদায় শিখেন।[৪] হিজরতের স্বল্পকাল পূর্বে মে'রাজ সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত ফজরের দু'রাক'আত ও মাগরিবের দু'রাক'আত করে ছালাত আদায়ের নিয়ম জারি থাকে। অতঃপর নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয় মে'রাজের রাত্রিতে। উল্লেখ্য যে, পূর্বেকার সকল নবীর সময়ে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত ফরয ছিল। যদিও সেসবের ধরণ ও পদ্ধতি ছিল কিছুটা পৃথক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীগণ প্রথম তিন বছর গোপনে এই ছালাত আদায় করতেন এবং লোকদেরকে গাছ, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির উপাসনা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র ইবাদত শিক্ষা দিতেন। তিনি কখনো কখনো সাথীদের নিয়ে পাহাড়ের গুহাতে গোপনে ছালাত আদায় করতেন। একদিন আবু তালিব স্বীয় পুত্র আলী ও ভাতিজা মুহাম্মাদকে এটা আদায় করতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করেন। সবকিছু শুনে বিষয়টির আধ্যাত্মিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেন। পরে يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (হে বস্ত্রাবৃত!) বলে সূরা মুযযাম্মিল নাযিল করে আল্লাহ রাতে প্রায় সিকি অংশ তাহাজ্জুদের ছালাতে কাটিয়ে দেবার জন্য তাঁর নবী ও সাথীদের উপরে ফরয করে দেন। পরবর্তীতে মে'রাজে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হ'লে তাহাজ্জুদ নফল হয়ে যায়।

দাওয়াতের স্তরসমূহ :

১ম স্তর : গোপন দাওয়াত: যেকোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করতে গেলে প্রথমে গোপনেই শুরু করতে হয়। পুরা সমাজ যেখানে ভোগবাদিতায় ডুবে আছে, সেখানে ভোগলিপ্সাহীন আখেরাত ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হওয়া সাগরের স্রোত পরিবর্তনের ন্যায় কঠিন কাজ। এ পথের দিশা দেওয়া এবং এ পথে মানুষকে ফিরিয়ে আনা দু'টিই কঠিন সাধনার বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেকাজের জন্যই আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি অতি সংগোপনে দাওয়াত শুরু করলেন। প্রথমেই তাঁর দাওয়াত কবুল করে ধন্য হ'লেন তাঁর পুণ্যশীলা স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)। অতঃপর মুক্ত দাস যায়েদ বিন হারেছাহ, আলী ইবনু আবী তালেব, আবুবকর ইবনু আবী কুহাফা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। অতঃপর ইসলাম কবুল করেন বেলাল, আমর ইবনু আম্বাসাহ, খালেদ ইবনু সা'দ ইবনু আছ (রাঃ)। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন ওছমান গণী, যুবায়ের, আবদুর

৪. *আহমাদ, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৩৬৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ।*

রহমান বিন 'আওফ, ত্বালহা, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)। অতঃপর আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ, আবদুল আসাদ বিন বিলাল, ওছমান বিন মায'ঊন, আমের বিন ফুহাইরা, আবু হোযায়ফা বিন ওৎবা, সায়েব বিন ওছমান বিন মায'ঊন, আরক্বাম (রাঃ) প্রমুখ। মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজার পরে রাসূলের চাচা আব্বাস-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল, আবুবকরের মেয়ে আসমা, ওমরের বোন ফাতেমা ও তার স্বামী সাঈদ ইবনু যায়েদ, অতঃপর আবুবকরের স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস (রাঃ) প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত খাব্বাব ইবনুল আরত, আবু সালামাহ ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ সহ প্রথম তিন বছরে চল্লিশ জনের অধিক ভাগ্যবান ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে এরপর পুরুষ এবং মহিলাগণ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকেন। ফলে ইসলাম মক্কায় প্রকাশ্য হয়ে পড়ে ও তা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা হ'তে থাকে।

উপরে যাদের নামের তালিকা দেওয়া হ'ল, তারা কুরায়েশ গোত্রের প্রায় সকল শাখা-প্রশাখার সাথে সরাসরি কিংবা আত্মীয়তা সূত্রে যুক্ত ছিলেন। কুরায়েশ নেতাদের কাছে এঁদের খবর পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তারা এটাকে স্রেফ ব্যক্তিগত ধর্মাচার মনে করে তেমন কোন গুরুত্ব দেননি।

দ্বিতীয় স্তর : প্রকাশ্য দাওয়াত

আত্মীয়-স্বজনের কাছে তিন বছর যাবৎ গোপন দাওয়াত দেওয়ার পর এবার আল্লাহ্র হুকুম হ'ল প্রকাশ্য দাওয়াত দেওয়ার। নাযিল হ'ল, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 'নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় প্রদর্শন করুন' *(শো'আরা ২৬/২১৪)*। কিন্তু প্রকাশ্য দাওয়াত দেওয়ার প্রতিক্রিয়া যে অতীব কষ্টদায়ক হবে, সে বিষয়ে আগেভাগেই স্বীয় নবীর মন-মানসিকতাকে প্রস্তুত করে নেন সূরা শো'আরা নাযিল করে। ২২৭ আয়াত বিশিষ্ট এই সূরার শুরুতেই আল্লাহ তার নবীকে বলেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ-

'লোকেরা ঈমান আনছে না বলে হয়ত আপনি মর্মবেদনায় আত্মঘাতি হবার উপক্রম করেছেন'। 'জেনে রাখুন, আমরা যদি ইচ্ছা করি, তাহ'লে আকাশ থেকে তাদের উপরে এমন নিদর্শন (গযব) অবতীর্ণ করতে পারি, যা দেখে এদের সবার (উদ্ধত) গর্দান অবনত হয়ে যাবে' *(শো'আরা ২৬/৩-৪)*। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, গর্বিত সমাজনেতাদের আচরণে বেদনাহত হয়ে তাওহীদের দাওয়াত থেকে পিছিয়ে আসা যাবে না। বরং আল্লাহ্র উপরে ভরসা রেখে বুকে বল নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এরপরে আল্লাহ অতীতের সাতজন শ্রেষ্ঠ নবীর দাওয়াতী জীবন ও তাদের স্ব স্ব কওমের অবাধ্যাচরণ ও তার পরিণতি সংক্ষেপে আকর্ষণীয় ভাষায় পেশ করেছেন। যাতে আগামীতে প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে শেষনবীর কোনরূপ মনোকষ্ট না হয়। শুরুতেই হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনালেখ্য ১০-৬৮ আয়াত পর্যন্ত, অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ৬৯-১০৪, তারপর নূহ (আঃ) ১০৫-১২২, অতঃপর হূদ (আঃ)-এর কওমে 'আদ ১২৩-১২৪, তারপর হযরত ছালেহ (আঃ)-এর কওমে ছামূদ ১৪১-১৫৯, তারপর হযরত লূত্ব (আঃ)-এর কওম ১৬০-১৭৫, অতঃপর হযরত শু'আয়েব (আঃ)-এর কওম আছহাবুল আইকাহ ১৭৬-১৯১ পর্যন্ত তাদের কওমের উপরে আসমানী গযব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর তিনি স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ- وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ- وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ- فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ-

'অতএব আপনি আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে আপনি আযাবে পতিত হবেন'। 'আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করুন'। 'এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হৌন'। 'যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত'। আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী ও দয়াবান (আল্লাহ্র) উপরে' *(শো'আরা ২৬/২১৩-২১৭)*।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বর্ণিত নবীগণের উপরোক্ত ক্রমধারায় আগপিছ রয়েছে। প্রকৃত ক্রমধারা হবে প্রথমে নূহ (আঃ), অতঃপর হূদ, অতঃপর ছালেহ, অতঃপর ইবরাহীম, লূত্ব, শু'আয়েব ও মূসা (আলাইহিমুস সালাম)। কুরআন তার নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে এরূপ আগপিছ করেছে। কেননা ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করা নয়, বরং বিষয়বস্তু পেশ করাই কুরআনের মূল উদ্দেশ্য।

এলাহী নির্দেশের সারকথা

বর্ণিত পাঁচটি আয়াতের প্রথমটিতে (২১৩) রাসূলকে তাওহীদের উপরে যেকোন মূল্যে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সম্প্রদায়ের ভয়ে শিরকের সাথে আপোষ করলে এলাহী গযবের ধমকি প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে (২১৪) নিজ নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করার

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'। এতে অবশ্যই একদল তাঁর পক্ষে আসবে, একদল তার বিপক্ষে যাবে। এটা নিশ্চিত জেনেই বলা হয়েছে, আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হৌন এবং বিরোধীদের বলে দিন যে, তোমাদের কর্মের ব্যাপারে আমি মুক্ত। আমার দায়িত্ব ছিল তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ডাকা। সে দায়িত্ব আমি পালন করেছি। না মানলে তার ফল ভোগ করবে তোমরাই। শেষে বলা হয়েছে, তাদের বিরোধিতায় আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করুন।

দাওয়াতের কৌশল সমূহ

আত্মীয়দের নিকটে প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের জন্য তিনি একাধিক কৌশল অবলম্বন করেন। যেমন- (১) তিনি নিজ গোত্র বনু হাশেম-এর নেতৃস্থানীয় লোকদের নিজ বাড়ীতে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। ঐ সমাবেশে বনু মুত্ত্বালিবের কিছু লোক সহ সর্বমোট প্রায় ৪৫ জনের মত মেহমান ছিলেন। রাসূলের গোপন দাওয়াত সম্পর্কে নিকটতম প্রতিবেশী আবু লাহাব আগেই জেনে গিয়েছিল। তাই সে মনে মনে খুব ক্রুদ্ধ ছিল। আজকের নেতৃবৃন্দের সমাবেশ দেখে তার সন্দেহ জেগেছিল যে, মুহাম্মাদ তার নতুন দাওয়াত এখানে পেশ করতে পারেন। সেকারণ আগেভাগেই সে রাসূলকে ধমকের সুরে অনেকগুলি আজেবাজে কথা বলল। যাতে কথা বলার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল। ফলে সেদিন নীরবেই তিনি সকলকে বিদায় দিলেন।

(২) কয়েকদিন পরে তিনি দ্বিতীয়বার অনুরূপ সম্মেলন আহ্বান করেন। এইদিন তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপনের পরে স্বীয় গোত্রনেতাদের নিকটে খোলামেলা বলে দেন যে,

إِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ وَاللهِ لَتَمُوْتُنَّ كَمَا تَنَامُوْنَ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُوْنَ وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وإِنَّهَا الجنةُ أَبدًا أَوِ النارُ أَبدًا-

'আমি আপনাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সকল মানুষের জন্য সাধারণভাবে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ্র কসম! আপনারা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবেন যেভাবে ঘুমিয়ে যান এবং অবশ্যই পুনরুত্থিত হবেন যেভাবে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। অতঃপর অবশ্যই আপনাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ হবে। নতুবা চিরস্থায়ী জাহান্নাম'।

এ পর্যন্ত শুনে চাচা ও গোত্রনেতা আবু তালেব কিছু ভূমিকা স্বরূপ বলার পরে বললেন,

فَامضِىْ لما أُمِرْتَ به لاَ أَزَالُ أَحُوْطُكَ وَأَمْنَعُكَ غَيْرَ أَنَّ نَفْسِىْ لاتُطَاوِعُنِىْ على فِرَاقِ دِيْنِ عَبْدِ المطَّلِبِ-

'তোমাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, সেমতে তুমি কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহ্র কসম! আমি অবিরতভাবে তোমার দেখাশুনা করব এবং হেফাযত করব। তবে আবদুল মুত্ত্বালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে আমার অন্তর সায় দেয় না'। তখন আবু লাহাব লাফিয়ে উঠে রাসূলের উদ্দেশ্যে বাজে উক্তি করে তাকে গ্রেফতার করতে বলল। সাথে সাথে আবু তালেব বলে উঠলেন, واللهِ لَنَمْنَعُهُ مَابَقِيْنَا 'আল্লাহ্র কসম! যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, তার হেফাযত করব'।

এভাবে রাসূলের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও দ্বিতীয় প্রচেষ্টা এক অর্থে সফল হ'ল এজন্য যে, কেউ না হৌক অন্ততঃ চাচা ও গোত্রনেতা আবু তালেবের প্রকাশ্য সমর্থন নিশ্চিত হ'ল।

(৩) এবারে তিনি কুরায়েশ বংশের সকল গোত্রকে একত্রিত করে তাদের সামনে দাওয়াত দিতে মনস্থ করলেন। তৎকালীন সময়ে নিয়ম ছিল যে, বিপদসূচক কোন খবর থাকলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে আহ্বান করতে হত। আসন্ন কোন বিপদের আশংকা করে তখন সবাই সেখানে ছুটে আসত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেমতে একদিন ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে ডাক দিলেন, يَاصَبَاحَاه (প্রত্যুষে সবাই সমবেত হও!)। কুরায়েশ বংশের সকল গোত্রের লোক দ্রুত সেখানে জমা হয়ে গেল। এবার তিনি তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপরে ঈমান আনার আহ্বান জানালেন। অতঃপর বললেন, হে কুরায়েশগণ! যদি আমি বলি যে, এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল পরাক্রান্ত শত্রুসৈন্য তোমাদের উপরে হামলার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহ'লে তোমরা কি কথা বিশ্বাস করতে? সকলে সমস্বরে বলে উঠল, অবশ্যই করব। কেননা مَاجَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّصِدْقًا 'আমরা এযাবৎ আপনার নিকট থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই পাইনি'। তখন রাসূল বললেন, فَإِنِّىْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ 'আমি কিয়ামতের কঠিন আযাবের প্রাক্কালে তোমাদের নিকটে ভয় প্রদর্শনকারী রূপে আগমন করেছি'।[৫]

অতঃপর তিনি আবেগভরে এক একটি গোত্রের নাম ধরে ধরে ডেকে বলতে থাকলেন, يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَنْقِذُوْا

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪৬।*

أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ‘হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা‘ব বিন লুওয়াই! হে বনু আবদে মানাফ! ... হে বনু আবদে শাম্স! .. হে বনু হাশেম! ... হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। অতঃপর ব্যক্তির নাম ধরে ধরে বলেন, হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব! আপনি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান! হে ছাফিয়াহ, রাসূলুল্লাহ্র ফুফু! আপনি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ، وَاللهِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا– হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! তুমি আমার মাল সম্পদ থেকে যা খুশী নাও! কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ’তে রক্ষা করতে পারব না’।[৬]

এই মর্মস্পর্শী আবেদন গর্বোদ্ধত আবু লাহাবের অন্তরে দাগ কাটেনি। সে মুখের উপরে বলে দিল- تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ ‘সকল দিনে তোমার উপরে ধ্বংস আপতিত হৌক! এজন্য তুমি আমাদের জমা করেছ’? অতঃপর সূরা লাহাব নাযিল হয় تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ‘আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হৌক এবং সে ধ্বংস হয়েছে’।

তিনি নিজ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বাজারে-ঘাটে সর্বত্র বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا ‘তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ’লে তোমরা সফলকাম হবে’।

আবু লাহাবের পরিচয় ও তার পরিণতি :

আবু লাহাব ছিল আব্দুল মুত্ত্বালিবের অন্যতম পুত্র। তার নাম ছিল আব্দুল উযযা। লালিমা যুক্ত গৌরবর্ণ ও সুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ার কারণে তাকে ‘আবু লাহাব’ অর্থাৎ ‘অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ওয়ালা’ বলা হ’ত। আল্লাহ তার জন্য এই নামই পসন্দ করেছেন। কেননা এর মধ্যে তার জাহান্নামী হবার দুঃসংবাদটাও লুকিয়ে রয়েছে। তাছাড়া ‘আব্দুল ওযযা’ নাম কুরআনে থাকাটা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। তার স্ত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের বোন আরওয়া (أروى) অথবা ‘আওরা’ (العوراء) ওরফে উম্মে জামীল বা সুন্দরের উৎস। তবে তার চোখ ‘ট্যারা’ ছিল বিধায় ইবনুল ‘আরাবী উক্ত মহিলাকে ‘আওরা উম্মে ক্বাবীহ’ (عوراء ام قبيح) মন্দের উৎস বলেন’ *(কুরতুবী)*। তিনিও স্বামীর অকপট সহযোগী ছিলেন এবং সর্বদা রাসূলের বিরুদ্ধে গীবত-তোহমত ও নিন্দাবাদে মুখর থাকতেন। চোগলখুরী ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে সংসারে বা সমাজে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তিকে আরবদের পরিভাষায় حمالة الحطب বা খড়িবাহক বলা হ’ত। অর্থাৎ ঐ শুষ্ককাঠ যাতে আগুন লাগালে দ্রুত আগুন বিস্তার লাভ করে। আবু লাহাবের স্ত্রী একাজটিই করতেন আড়ালে থেকে। সেকারণ আল্লাহ তাকেও স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন। রাসূলের বিরুদ্ধে হেন অপপ্রচার নেই, যা আবু লাহাব করত না। আবু লাহাব ছিল রাসূলের আপন চাচা এবং নিকটতম প্রতিবেশী। (১) তার দুই ছেলে উৎবা ও উতাইবার সাথে নবুঅত পূর্বকালে রাসূলের দুই মেয়ে রুক্বাইয়া ও উম্মে কুলছূমের বিবাহ হয়। কিন্তু নবী হওয়ার পরে সে তার ছেলেদেরকে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য করে। এই দুই মেয়েই পরবর্তীতে একের পর এক হযরত উছমানের সাথে বিবাহিতা হন। (২) রাসূলের দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ (যার লকব ছিল তাইয়েব ও তাহের) মারা গেলে সে খুশীতে বাগবাগ হয়ে সবার কাছে গিয়ে বলে মুহাম্মাদ এখন লেজকাটা নির্বংশ (الأَبتر) হয়ে গেল। যার প্রেক্ষিতে সূরা কাওছার নাযিল হয়। (৩) হজ্জের মৌসুমে সে রাসূলের পিছে লেগে থাকত। যেখানেই রাসূল দাওয়াত দিতেন, সেখানেই সে তাঁকে গালি দিয়ে লোককে ভাগিয়ে দিত, আর বলত إِنَّهُ صَابِئٌ كَذَّابٌ فَلاَتُصَدِّقُوْهُ ‘এ লোকটি বিধর্মী মিথ্যাবাদী তোমরা এর কথা বিশ্বাস করো না’।[৭] এমনকি ‘যুল মাজায’ নামক বাজারে যখন তিনি লোকদের বলছিলেন, তোমরা বল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তাহ’লে সফলকাম হবে, তখন পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে সে পাথর ছুঁড়ে মারে। তাতে রাসূলের পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যায়।[৮]

(৪) তার স্ত্রী আরওয়া ওরফে উম্মে জামীল রাসূলের বিরুদ্ধে নানাবিধ দুষ্কর্মে পটু ছিল। সে রাসূলের যাতায়াতের পথে বা তাঁর বাড়ীর দরজার মুখে কাঁটা ছড়িয়ে বা পুঁতে রাখত। যাতে রাসূল কষ্ট পান। (৫) অন্যতম কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের বোন এই মহিলা ছিল একজন কবি। নানা ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলত। সূরা লাহাব নাযিল হ’লে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মহিলা হাতে পাথর খণ্ড নিয়ে রাসূলকে মারার উদ্দেশ্যে কা‘বা

৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩।*

৭. *আহমাদ হা/১৬০৬৬, ১৬০৬৯, সনদ হাসান; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯, সনদ ছহীহ।*

৮. *ছহীহ ইবনু হিব্বান, হাকেম ২/৬১১; দ্বারাকুৎনী হা/২৯৫৭, সনদ হাসান; তফসীরে কুরতুবী।*

চত্বরে গমন করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় রাসূল সামনে থাকা সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পায়নি। (৬) তাই পাশে দাঁড়ানো আবুবকরের কাছে তার মনের ঝাল মিটিয়ে কুৎসা মূলক কবিতা বলে ফিরে আসে। উক্ত কবিতায় সে 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত) নামকে বিকৃত করে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলে। যেমন وَأَمْـرَهُ أَبَيْنَـا + مُذَمَّمًا عَصَيْنَا + وَدِيْنَهُ قَلَيْنَـا– 'নিন্দিতের আমরা নাফরমানী করি'। 'তার নির্দেশ আমরা অমান্য করি'। 'তার দ্বীনকে আমরা ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি'।[৯] উল্লেখ্য যে, কুরায়েশরা রাসূলকে গালি দিয়ে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলত।[১০]

পরিণতি :

বদর যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে আবু লাহাবের গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। আজকের ভাষায় যাকে গুটি বসন্ত (Small Pox) বলা যায়। যার প্রভাবে তার সারা দেহে পচন ধরে। সংক্রামক মহামারীর কারণে তার পরিবারের লোকেরা তাকে দূরে নির্জন স্থানে ফেলে রেখে আসে এবং সেখানে সে এক সময় নিঃসঙ্গ-নিঃসহায় অবস্থায় মরে পড়ে থাকে। তার বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যে কোন কাজে লাগেনি, সেটা সে নিজ চোখেই দেখে যায়। তিন দিন যাবৎ তার মৃতদেহ আপনজন কেউ দেখেনি। অবশেষে দুর্গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য সেখানেই গর্ত খুঁড়ে তাকে পুঁতে ফেলা হয়। অহংকারীর পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে।

স্ত্রীর পরিণতি :

মুররাহ আল-হামদানী বলেন, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল প্রতিদিন কাঁটাযুক্ত ঝোপের বোঝা এনে মুসলমানদের চলার পথে ছড়িয়ে দিত। ইবনু যায়েদ ও যাহহাক বলেন, সে রাতের বেলায় একাজ করত। একদিন সে বোঝা বহন করে আনতে অপারগ হয়ে একটা পাথরের উপরে বসে পড়ে। তখন ফেরেশতা তাকে পিছন থেকে টেনে ধরে এবং হালাক করে দেয়' *(কুরতুবী)*।

তৃতীয় স্তর : প্রকাশ্য দাওয়াত মক্কাবাসীদের নিকটে

ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে কুরায়েশ বংশের নিকটে দাওয়াত পৌঁছানোর পর এবার আল্লাহ্‌র রাসূলকে সর্বস্তরের মানুষের নিকটে দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّـا كَفَيْنَـاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ–

'আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।' 'বিদ্রূপকারীদের জন্য আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট' *(হিজর ১৫/৯৪-৯৫)*।

উল্লেখ্য যে, ঐ সময় বিদ্রূপকারীদের নেতা ছিল পাঁচ জন: 'আছ বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্ত্বালিব, আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগূছ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ এবং হারিছ ইবনে তালাতিলা। এই পাঁচ জনই আল্লাহ্‌র হুকুমে একই সময়ে মৃত্যুবরণ করে। এভাবেই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্যে পরিণত হয়।

প্রকাশ্য দাওয়াতের ব্যাপক নির্দেশ পাওয়ার পর আল্লাহ্‌র রাসূল মক্কার হাটে-মাঠে-ঘাটে, বাজারে-বস্তিতে সর্বত্র দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। তিনি ও তাঁর সাথীরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। এই সময় তাঁরা মূর্তিপূজার অসারতা, শিরকী আক্বীদার ক্ষতিকারিতা এবং তাওহীদের উপাকরিতা বুঝাতে থাকেন। সাথে সাথে মানুষকে আখেরাতে জবাবদিহিতার বিষয়ে সচেতন করতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, মাক্কী জীবনে যে ৮৬টি সূরা নাযিল হয়েছে, তার প্রায় সবই ছিল আখেরাত ভিত্তিক। এর মাধ্যমে দুনিয়া পূজারী বস্তুবাদী মানুষকে আখেরাতমুখী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এটাই হ'ল সমাজ পরিবর্তনের ও ইসলামী সমাজ গঠনের প্রধান হাতিয়ার। সেই সাথে আরবের গোত্রীয় হিংসা, দলাদলি ও হানাহানির অবসানকল্পে এবং দাস-মনিব ও সাদা-কালোর উঁচু-নীচু ভেদাভেদ চূর্ণ করার লক্ষ্যে তিনি এক আল্লাহ্‌র গোলামীর অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার ঘোষণা করেন।

প্রকাশ্য দাওয়াতের সাধারণ প্রতিক্রিয়া :

প্রথমে ছাফা পর্বত চূড়ার আহ্বান মক্কানগরী ও তার আশপাশ এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মধ্যে এক নতুনের শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল। অতঃপর সর্বত্র প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায় সকলের মুখে মুখে একই কথার অনুবৃত্তি হ'তে থাকে, কি শুনছি আজ আমরা আব্দুল্লাহ্‌র পুত্রের মুখে। এযে নির্যাতিত মানবতার প্রাণের কথা। এযে মযলূমের হৃদয়ের ভাষা। যে ক্রীতদাস ভাবত এটাই তার নিয়তি, সে এখন নিজেকে স্বাধীন মানুষ ভাবতে লাগল। যে নারী ভাবত, সবলের শয্যাসঙ্গিনী হওয়াই তার নিয়তি, সে এখন নিজেকে অধিকার সচেতন সাহসী নারী হিসাবে ভাবতে লাগল। যে গরীব ভাবত সূদখোর মহাজনের করাল গ্রাস হ'তে মুক্তির কোন পথ নেই, সে এখন মুক্তির দিশা পেল। সর্বত্র যেন একটা জাগরণের শিহরণ। এ যেন নিদ্রাভঙ্গের পূর্বক্ষণে ছুবহে ছাদিকের আগমন। ভারতের উর্দূ কবি আলতাফ হোসায়েন হালী (১৮৩৭-১৯১৪ খৃঃ)

৯. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৮৭।*
১০. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৭৭৮।*

এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی
عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی

'এটি বিদ্যুতের বজ্রধ্বনি ছিল, না পথপ্রদর্শকের ঘোষণা ছিল; আরবের মাটিকে যা নিমেষে কাঁপিয়ে দিল'।

সমাজ নেতাদের প্রতিক্রিয়া

রাসূলের আহ্বানের সত্যতা ও যথার্থতার বিষয়ে সমাজ নেতাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিমত ছিল না। কিন্তু ধুরন্ধর নেতারা তাওহীদের এ অমর আহ্বানের মধ্যে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থের নিশ্চিত অপমৃত্যু দেখতে পেয়েছিল। এক আল্লাহকে মেনে নিলে শিরক বিলুপ্ত হবে। দেব-দেবীর পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে সারা আরবের উপর তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পৌরহিত্যের মর্যাদা শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া লোকেরা যে পূজার অর্ঘ্য সেখানে নিবেদন করে, তা ভোগ করা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। আল্লাহ্র বিধানকে মানতে গেলে তাদের রচিত শোষণমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান সমূহ বাতিল হয়ে যাবে। ঘরে বসে দাদন ব্যবসার মাধ্যমে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ নিয়ে তারা যেভাবে জোঁকের মত গরীবের রক্ত শোষণ করছিল, তা বন্ধ হয়ে যাবে। যে নারীকে তারা ভোগের সামগ্রী হিসাবে মনে করে, তাকে পূর্ণ সম্মানে অধিষ্ঠিত করতে হবে। এমনকি তাকে নিজ কষ্টার্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিতে হবে। কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসগুলোকে ভাই হিসাবে সমান ভাবতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা যুগ যুগ ধরে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব আমরা দিয়ে আসছি, তা নিমেষে হারিয়ে যাবে এবং মুহাম্মাদকে নবী মেনে নিলে কেবল তারই আনুগত্য করতে হবে। অতএব মুহাম্মাদ দিন-রাত কা'বা গৃহে বসে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকুক, আমরাও তার সাথী হ'তে রাযী আছি। কিন্তু তাওহীদের এ সাম্য ও মৈত্রীর আহ্বান আমরা কোনমতেই মানতে রাযী নই। এইভাবে প্রধানতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরোধী বিবেচনা করে তারা রাসূলের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে 'জ্ঞানের চূড়া' বলে পরিচিত কুরায়েশ নেতা 'আবুল হেকাম' এরপর থেকে মুসলমানদের নিকটে 'মূর্খতার চূড়া' বা 'আবু জাহ্ল' নামে পরিচিত হয়। আল্লাহ বলেন, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ- 'তারা যেসব কথা বলে তা যে তোমাকে খুবই কষ্ট দেয়, তা আমরা জানি। তবে ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরং যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*।

বিরোধিতার কৌশল সমূহ নির্ধারণ

তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন পথ-পন্থা উদ্ভাবন করল। (১) প্রথম পন্থা হিসাবে বেছে নিল মুহাম্মাদের আশ্রয়দাতা আবু ত্বালেবকে দলে টানা। সেমতে নেতৃবৃন্দ সেখানে গেলেন এবং তাঁর নিকটে বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই দিয়ে ও সামাজিক ঐক্য বিনষ্টের কথা বলে মুহাম্মাদকে বিরত রাখার দাবী জানালেন। আবু ত্বালিব স্থিরভাবে তাদের সব কথা শুনলেন। অতঃপর ধীরকণ্ঠে নরম ভাষায় তাদেরকে বুঝিয়ে বিদায় করলেন।

(২) হজ্জের সময় দাওয়াতে বাধা দেওয়া : হজ্জের মৌসুম সমাগত। হারামের এ মাসে কোন ঝগড়া-ফাসাদ নেই। অতএব এই সুযোগে মুহাম্মাদ বহিরাগতদের নিকটে তার দ্বীনের দাওয়াত পেশ করবেন এটাই স্বাভাবিক। অতএব তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, এমন একটা কথা মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তৈরী করতে হবে এবং তা সকলের মধ্যে প্রচার করে দিতে হবে, যাতে কোন লোক তার কথায় কর্ণপাত না করে। অলীদ বিন মুগীরাহ্র গৃহে বৈঠক বসল। এক একজন এক এক প্রস্তাব করল। কেউ বলল, তাকে 'কাহেন' (ভবিষ্যদ্বক্তা) বলা হউক। কেউ বলল, 'পাগল' বলা হউক। কেউ বলল, 'কবি' বলা হউক। সব শুনে দলনেতা অলীদ বলল, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ-এর কথাবার্তা বড়ই সুন্দর ও মিষ্ট-মধুর। তার কাছে কিছুক্ষণ বসলেই লোকেদের নিকট তোমাদের দেওয়া ঐসব অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। তারা বলল, তাহ'লে আপনিই বলুন, কী বলা যায়। অলীদ অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে বলল, তার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেই হয়, তবে বেশীর বেশী তাকে 'জাদুকর' বলা যায়। কেননা তার কথা যেই-ই মন দিয়ে শোনে তার মধ্যে জাদুর মত আছর করে *(মুদ্দাছছির ৭৪/২৪)* একসময় লোকেরা তার দলে ভিড়ে যায়। ফলে আমাদের পিতা-পুত্রের মধ্যে, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমনকি গোত্রে-গোত্রে বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এসবই হচ্ছে তার কথার জাদুকরী প্রভাবে। অতএব তাকে 'জাদুকর' বলাই যুক্তিযুক্ত। অতঃপর সবাই একমত হয়ে আসন্ন হজ্জের মৌসুমে শতমুখে তাঁকে 'জাদুকর' বলে প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈঠক ভঙ্গ করল। বস্তুতঃ যুগে যুগে সমাজ সংস্কারকদের বিরুদ্ধে স্বার্থপর সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা এবং মিডিয়ার লোকেরা পরিকল্পিতভাবে মিথ্যাচার করেছে, আজও করে যাচ্ছে। কেবল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি।

[ক্রমশঃ]

যাকাত ও ছাদাক্বা : আর্থিক পরিশুদ্ধির অনন্য মাধ্যম

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

'যাকাত' ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আরবী 'যাকাত' (زكـــوة) শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে- পবিত্রতা, প্রবৃদ্ধি, কোন বস্তুর উত্তম অংশ, বরকত ইত্যাদি। সম্পদশালী ব্যক্তিগণের উপরই কেবল যাকাত ফরয। যারা নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন, বছরান্তে তারা নির্দিষ্ট অংশ শরী'আত নির্ধারিত খাত সমূহে বণ্টন করবেন। অপরদিকে 'ছাদাক্বা' বলা হয় স্বেচ্ছা প্রদত্ত ঐ দানকে, যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। শারঈ পরিভাষায় যাকাত ও ছাদাক্বা একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَـــا. 'আপনি তাদের মাল-সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ১০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَـــةِ أَوْسُقٍ مِّنَ التَّمَرِ صَـــدَقَةٌ 'পাঁচ অসাক্ব খেজুরের নীচে কোন ছাদাক্বা (যাকাত) নেই'।[১] উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছে যাকাত ও ছাদাক্বাকে একই অর্থে বুঝানো হয়েছে। তবে প্রচলিত অর্থে যাকাত অপরিহার্য দান এবং ছাদাক্বা স্বেচ্ছা দান বা নফল দান হিসাবে পরিচিত।[২] পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যাকাত আদায়ের পুরস্কারের কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি যাকাত আদায় না করার কঠোর শাস্তির কথাও বিধৃত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে যাকাত ও ছাদাক্বা আদায়ের শারঈ বিধান ও তা অনাদায়ের পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

যাকাত ও ছাদাক্বার গুরুত্ব :

যাকাত আদায়ের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। পবিত্র কুরআন মাজীদে ৮২ জায়গায় ছালাতের সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় যাকাতও সামর্থ্যবানদের উপর ফরয। যাকাত সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার একমাত্র মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّـــنُوْا أَمْـــوَالَكُمْ بِالزَّكَـــاةِ، وَأَعِدُّوْا لِلْبَلاَءِ الدُّعَاءَ– 'ছাদাক্বার মাধ্যমে তোমাদের পীড়ার চিকিৎসা কর, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত (পরিশুদ্ধ) কর এবং দো'আর মাধ্যমে বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার প্রস্তুতি গ্রহণ কর'।[৪] আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাছিল ও তাঁর ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতির মাধ্যমও এটি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ 'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে নির্বাপিত করে দেয়'।[৫] সরকারকে যেমন আয়কর দিতে হয়, তেমনি উপার্জিত ও উৎপন্ন দ্রব্য থেকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত অংশ তথা 'যাকাত' প্রদান করতে হয়। সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কারণে যেমন সাময়িক হ'লেও দুনিয়াবী শাস্তি নেমে আসে, তেমনি আল্লাহ্র ট্যাক্স তথা 'যাকাত' ফাঁকি দিলেও দুনিয়াবী এবং পারলৌকিক উভয় শাস্তি নেমে আসে। যাকাত হকদারদের প্রতি কোন অনুগ্রহ নয় *(বাক্বারাহ ২৬৪)*, বরং তা তাদের প্রাপ্য অংশ। যা অতি দ্রুততার সাথে তাদেরকে দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করা আবশ্যক। এটা 'ইবাদতে মালী' বা অর্থনৈতিক ইবাদত। যা অন্যান্য ফরয ইবাদতের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। সুতরাং যাকাত আদায়ের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের সোনালী যুগে ছাহাবায়ে কেরাম যাকাতের প্রতি সর্বাধিক যত্নবান ছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।[৬] আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّـــهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِـــيْرٌ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। আর যা কিছু ভাল আমল নিজের জন্য অগ্রে পাঠাবে বা সঞ্চয় করবে, তা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُـــم مِّـــنَ الْـــأَرْضِ 'হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন হ'তে বের করেছি তার অংশ খরচ কর' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَ آتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 'এবং তোমরা আদায় কর এর হক্ব (ওশর) শস্য কাটার সময়' *(আন'আম ১৪১)*।

সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে রাখে। কিন্তু যাকাত ও ছাদাক্বা তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ

১. *বুখারী ও মুসলিম, আলবানী মিশকাত হা/১৭৯৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৭০২ 'যেসব মালে যাকাত ফরয' অনুচ্ছেদ।*
২. *আত-তাহরীক, ৩/৩ সংখ্যা ডিসেম্বর'৯৯, পৃ: ১১।*
৩. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০৯।*
৪. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান।*
৫. *তিরমিযী হা/৬৬৪; সিলসিলা ছহীহা হা/১৯০৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৮৫, হাদীছের উদ্ধৃত অংশটুকু ছহীহ।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৯৮।*

كَفَّارٍ أَثِيْمٍ ‘আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না’ *(বাক্বারাহ ২৭৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ছাদাক্বাহ বা যাকাত সম্পদ হ্রাস করে না’।[৭]

সুতরাং যাকাত প্রদানে দৃশ্যত সম্পদ কমে যায় মনে হ’লেও বাস্তবে সম্পদ বেড়ে যায়। আর তা দু’ভাবে হ’তে পারে। **এক-** সমাজের অনাথ-গরীবরা যাকাত দাতার যাকাত পেয়ে তারই কারখানার উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ে সামর্থ্যবান হয়ে ওঠে। এভাবে যাকাত প্রদানের ফলে যাকাতদাতার উৎপাদন বেড়ে যায়। ফলতঃ তার সম্পদ বেড়ে যায়। **দুই-** আল্লাহ তা‘আলা যাকাত প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ নিজ অনুগ্রহে তা বাড়িয়ে দেন। অর্থাৎ তাতে বরকত নাযিল করেন। ফলে তার উৎপাদন বেড়ে যায়।

যাকাত আদায়ের উপকারিতা :

যাকাত আদায়ের ফলে ব্যক্তির নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। সমাজে শ্রেণীবৈষম্য বিদূরিত হয়। গড়ে ওঠে অসহায় গরীব ও বিত্তবানদের মধ্যে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক। হ্রাস পায় গাছতলা ও পাঁচতলার ভেদাভেদ। যাকাত ধনী-গরীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে। যাকাত আদায়ের ফলে অন্তর পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ হয় এবং কৃপণতার মত ঘৃণ্য চরিত্র থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, ‘আপনি তাদের সম্পদ হ’তে ছাদাক্বাহ (যাকাত) আদায় করুন, যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে’ *(তওবা ১০৩)*। যাকাত ব্যক্তিকে দানশীল, মহানুভব, অভাবে জর্জরিত বঞ্চিত মানবতার প্রতি দয়া পরবশ হ’তে অভ্যস্ত করে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বরকত ও বিনিময় লাভ করা যায়। গোনাহ সমূহ মোচন হয়।[৮] যাকাত প্রদানের কারণে অর্থের অন্ধ মোহ হ্রাস পায় ও কৃপণতা হ’তে মুক্ত হওয়া যায়। অপচয় থেকে মুক্ত থাকা যায় ও গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হয়।

যাকাত আদায়ের পুরস্কার :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যাকাত আদায়কারীদের জন্য তাদের সম্পদ বৃদ্ধি ও পবিত্রকরণ ছাড়াও মহা পুরস্কারের কথা বিঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ أَجْراً عَظِيْماً–

‘যারা ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী হবে, তাদেরকে সত্বর মহান পুরস্কারে ভূষিত করা হবে’ *(নিসা ১৬২)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ‘তোমরা যাকাত দেওয়ার সময় যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে থাক, তাহ’লে তোমরা দ্বিগুণ প্রাপ্ত হবে’ *(রূম ৩৯)*। وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ‘আর তোমরা যা ব্যয় করবে আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন, তিনি উত্তম রূযীদাতা’ *(সাবা ৩৯)*। الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ‘যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করে তজ্জন্য কৃপা প্রকাশ না করে এবং কষ্ট না দেয়, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট পুরস্কার রয়েছে। বস্তুত: তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্ভাবনাগ্রস্তও হবে না’ *(বাক্বারাহ ২৬২)*। وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ ‘তোমরা উত্তম সম্পদ হ’তে যা ব্যয় করবে তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে। আর তোমাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হবে না’ *(বাক্বারাহ ২৭২)*। الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ‘যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না’ *(বাক্বারাহ ২৭৪)*। যাকাত প্রদানে সম্পদ বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ– ‘যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্যবীজের ন্যায়। যা হ’তে উৎপন্ন হয় সাতটি শীষ এবং প্রত্যেক শীষে একশত করে শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বর্ধিত করে দেন। আল্লাহ মহান দাতা ও মহাজ্ঞানী’ *(বাক্বারাহ ২৬১)*।

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ– ‘আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব’।[৯]

---

৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/ ১৭৯৫ ‘দানের মাহাত্ম্য’ অনুচ্ছেদ।*

৮. *বঙ্গানুবাদ ছহীহ বুখারী (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২০০৭), ২/১০৭ পৃ: হা/১৪৩৫ ‘ছাদাক্বা গোনাহ মিটিয়ে দেয়’ অনুচ্ছেদ।*

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৬২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৭৬৮ ‘যাকাত’ অধ্যায় ‘দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা’ অনুচ্ছেদ।*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর বা তার সমপরিমাণ কিছু দান করল, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কিছু কবুল করেন না, আল্লাহ তা‘আলা তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে তা বৃদ্ধি করতে থাক, এমনকি তা পাহাড় সমান হয়ে যায়’।[১০]

অতএব যাকাত আদায়ের ফলে একদিকে যেমন সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনি যাকাত আদায়কারীর জন্য রয়েছে অফুরন্ত ছওয়াব। যা তার পরকালীন নাজাতকে নিশ্চিত করে। আল্লাহ তা‘আলা যাকাত প্রদানকারীর জন্য সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি মহা পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। অতএব জান্নাতপিয়াসী ভাই-বোনেরা সঠিকভাবে যাকাত আদায়ে যত্নবান হবেন কি?

যাকাত আদায় না করার পরিণতি :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যাকাত আদায়কারীদের জন্য যেমন মহা পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে, তেমনি যাকাত আদায় না করারও ভয়াবহ শাস্তির কথা বিধৃত হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে যা পরিস্কারভাবে জানা যায়। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ– ‘যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, তা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সেদিন ঐগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তদ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে (আর বলা হবে) এটা সেই মাল, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। অতএব তোমরা এর স্বাদ আস্বাদন কর’ *(তওবা ৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَـهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত দেয়নি, ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত মাল মাথায় টাক পড়া সাপের আকৃতি ধারণ করবে। যার চোখের উপর দু’টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলা পেচিয়ে ধরে শাস্তি দিতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন, ‘আল্লাহ যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু তারা কৃপণতা করল, তারা যেন ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। ক্বিয়ামতের দিন ঐ মালকে বেড়ি আকারে তার গলায় পরানো হবে’।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা আগুনের পাত্ররূপে পেশ করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তার কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেয়া হবে। যখন উহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় গরম করা হবে। এ অবস্থা ক্বিয়ামতের পুরো দিন চলতে থাকবে, যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান হবে। অতঃপর বান্দাদের মাঝে বিচার করা হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের দিকে, না জাহান্নামের দিকে’।[১২]

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَّكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَـرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَّ يُؤَدِّيْ حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْظَـمَ مَـا يَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَـا كُلَّمَـا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ– আবু যর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তির উট, গরু, ছাগল বা ভেড়া থাকবে, অথচ সে উহার হক আদায় করবে না (অর্থাৎ যাকাত দিবে না), ক্বিয়ামতের দিন ঐগুলোকে তার নিকট অতি বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। ঐগুলো দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং আঘাত করতে থাকবে এদের শিং দ্বারা। যখনই এদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হবে’।[১৩]

অতএব সাবধান হে মুছল্লীগণ! যাকাত আদায় না করার এই করুণ পরিণতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সময় থাকতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। মালের মুহাব্বত চূর্ণ করে আপনার মালের উপর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ হকদারদের নিকটে পৌঁছে দিয়ে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে সার্বিকভাবে চেষ্টিত হউন।

---

১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৯৪ ‘যাকাত’ অধ্যায় ‘দানের মাহাত্ম্য’ অনুচ্ছেদ।*

১১. *আলে ইমরান ১৮০; বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮২ ‘যাকাত’ অধ্যায়।*

১২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮১ ‘যাকাত’ অধ্যায়।*

১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮৩; তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৬১৭।*

যে সকল মালে যাকাত ফরয :

প্রধানত চার প্রকার মালে যাকাত ফরয হয়ে থাকে। যেমন- **১.** স্বর্ণ-রৌপ্য ও সঞ্চিত টাকা পয়সা। **২.** ব্যবসায়িক সম্পদ। **৩.** উৎপন্ন ফসল। **৪.** গবাদী পশু।

উল্লেখ্য যে, উৎপন্ন ফসল ব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তুর যাকাত এক বছর পূর্ণ হ'লে ফরয হয়। অপরদিকে উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব :

'নিছাব' শব্দের অর্থ হচ্ছে উৎস, মূল, প্রত্যাবর্তনস্থল, শুরু, কোরাম (সভার ক্ষেত্রে) ইত্যাদি। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হ'লে যাকাত ফরয হয়, তাকে 'নিছাব' বলা হয়। নিম্নে বিভিন্ন বস্তুতে যাকাতের নিছাব উল্লেখ করা হ'ল-

(১) স্বর্ণ-রৌপ্য : স্বর্ণ সাড়ে ৭ তোলা বা ৮৫ গ্রাম এবং রৌপ্য পাঁচ উকিয়া বা ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা হ'লে বছর শেষে বাজার দর হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে।[১৪]

(২) উৎপাদিত ফসল : জমি থেকে উৎপাদিত শস্য ও ফলমূল যেমন- ধান, গম, যব, কিসমিস, খেজুর ইত্যাদির ন্যূনতম নিছাব হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক্ব, হিজাযী ছা' অনুযায়ী যা ১৯ মন ১২ সেরের সমান। উক্ত ফসল যদি বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হয়, তাহ'লে 'ওশর' বা এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হ'লে 'নিছফে ওশর' বা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।[১৫]

(৩) গবাদি পশু : যেমন উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি। **(ক)** উট ৫টি হ'লে ১টি ছাগল, ১০টিতে ২টি, ১৫টিতে ৩টি, ২০টিতে ৪টি ছাগল এবং ২৫টি হ'লে ১টি 'বিনতে মাখায' বা পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি মাদী উট যাকাত দিতে হবে। এই সীমা ৩৫ পর্যন্ত। অতঃপর ৩৫-৪৫ পর্যন্ত উটে একটি 'বিনতে লাবূন' বা পূর্ণ দু'বছরের একটি মাদী উট, ৪৬-৬০ পর্যন্ত একটি 'হিক্কাহ' বা তিন বছর বয়সী মাদী উট, ৬১-৭৫ পর্যন্ত একটি 'জাযআ' বা চার বছর বয়সী মাদী উট, ৭৬-৯০ পর্যন্ত দু'টি বিনতে লাবূন, ৯১-১২০ পর্যন্ত দু'টি 'হিক্কাহ' এবং ১২০ এর অধিক হ'লে প্রতি ৫০টি উটে একটি করে 'হিক্কাহ' এবং প্রতি ৪০ টিতে একটি করে 'বিনতে লাবূন' যাকাত দিতে হবে।[১৬] **(খ)** গরু-মহিষ প্রত্যেক ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর এবং প্রত্যেক ৪০টিতে ১টি তৃতীয় বছরে পদার্পনকারী বাছুর যাকাত দিবে।[১৭] **(গ)** ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ৪০টি হ'লে ১টি ছাগল বছর শেষে যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। এই সীমা ১২০ পর্যন্ত। এর অধিক হ'লে ২০০ পর্যন্ত ২টি ছাগল। এর অধিক হ'লে ৩০০ পর্যন্ত ৩টি ছাগল প্রদান করতে হবে। অতঃপর প্রতি একশ' তে ১টি করে ছাগল বছরান্তে যাকাত দিতে হবে।[১৮]

(৪) ব্যবসায়িক পণ্য : ব্যবসায়িক সম্পদের নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের নিছাবের সমপরিমাণ। অর্থাৎ কারও ব্যবসায়িক মূলধন, মুনাফা ও সঞ্চিত টাকা একত্রিতভাবে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার বর্তমান বাজার মূল্যের সমপরিমাণ হ'লে তাকে বছরান্তে ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ :

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে স্বচ্ছল বলেই মনে হয়। **৩. আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। **৪. মুআল্লাফাতুল কুলূব :** ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ। নও মুসলিম বা কোন অমুসলিমকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট। **৫. দাস মুক্তির জন্য :** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে। **৭. ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। এই খাতটি ব্যাপক। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাসহ আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠাদান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ন্যায়ানুগ প্রচেষ্টা এই খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বীনী সংগঠন, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং ইত্যাদি এর পর্যায়ভুক্ত। **৮. দুঃস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয়শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন *(তওবা ৬০)*।

উল্লেখ্য যে, যাকাতের অর্থ আদায় হওয়ার সাথে সাথেই তা বিতরণ বাঞ্ছনীয়। কারণ যাকাত গ্রহীতারা অভাবী ও দরিদ্র। আর এটি তাদের প্রাপ্য। সুতরাং তাদের অভাব দ্রুত মোচনের চেষ্টা করা আশু কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, যা ধনীদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে'।[১৯]

---

১৪. তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৬২০, সনদ ছহীহ।
১৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৭০২ 'যে সব মালে যাকাত ফরয' অনুচ্ছেদ; বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৭০৫।
১৬. তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৬২১।
১৭. আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হ/১৮০০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৭০৮; তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৬২২।
১৮. তাহক্বীক্ব তিরমিযী, হা/৬২১।
১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮০ 'যাকাত' অধ্যায়।

যাকাতুল ফিতর :

অন্যান্য ফরয ছাদাক্বার ন্যায় 'ফিতরা'ও একটি ফরয ছাদাক্বা। যা রামাযানের শেষ দিকে ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে আদায় করতে হয়। এমনকি ঈদের মাঠে যাওয়ার প্রাক্কালে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে তারও ফিতরা দিতে হয়। এক ছা' বা আড়াই কেজি পরিমাণ খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিতরা দেওয়া ফরয। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমান ক্রীতদাস-আযাদ, পুরুষ-নারী এবং ছোট-বড় সকলের উপর ছাদাক্বায়ে ফিতর এক ছা' খেজুর বা যব নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষ ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন'।[২০] আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ– 'আমরা এক ছা' খাদ্য, এক ছা' যব, এক ছা' খেজুর, এক ছা' পনির অথবা এক ছা' আঙ্গুর যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম'।[২১]

উল্লেখ্য যে, অর্ধ ছা' ফিতরা দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। অনুরূপভাবে টাকা-পয়সা দিয়ে ফিতরা দেওয়ারও কোন ভিত্তি নেই। বরং রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় দীনার-দিরহাম থাকা সত্ত্বেও তিনি ও ছাহাবায়ে কেরাম খাদ্যবস্তু দ্বারাই ফিতরা আদায় করতেন। সুতরাং আমাদেরও টাকা-পয়সার পরিবর্তে প্রধান খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করা উচিত। এই সাথে যাকাত-ফিৎরা এককভাবে বণ্টন না করে সকলের যাকাত-ফিৎরা একত্রিত করে তা বণ্টন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে যাকাত-ফিৎরা জমা করা হ'ত অতঃপর তা হকদারদের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এটি সম্ভব না হ'লে সামাজিক বা সাংগঠনিক উদ্যোগেও তা করা যাবে।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত :

প্রত্যেক ব্যবসায়ীরই উচিত ইসলামের অমোঘ বিধান এবং অন্যতম অর্থনৈতিক ইবাদত 'যাকাত' সঠিকভাবে আদায় করে সমুদয় সম্পদকে পবিত্র করে নেওয়া এবং মহান আল্লাহ্‌র রহমতের আশাধারী হওয়া।

ব্যবসায়ী তার যে সম্পদ ব্যবসায়ের কাজে বিনিয়োগ করে, তাতে নিম্নোক্ত তিনটি বা ততোধিক অবস্থা দেখা দিবে- (ক) হয় ব্যবসায় সম্পদ পণ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্রের আকারে থাকবে (খ) তা উপস্থিত নগদরূপে থাকবে (হাতে বা ব্যাংকে) অথবা (খ) তা তার কর্মচারীদের বা অন্যদের নিকট ঋণ হিসাবে দেয়া থাকবে ইত্যাদি।

উক্ত অবস্থায় যাকাত আদায়ের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হ'লে তার সমুদয় সম্পদ যেমন মূলধন, লব্ধ মুনাফা ও সঞ্চিত সম্পদ এবং ফেরত পাওয়া যাবে এমন ঋণসমূহ ইত্যাদি পরস্পরের সাথে মিলিয়ে হিসাব করতে হবে। তবে ফেরত পাওয়া যাবে না এমন ঋণ হিসাবে আনার প্রয়োজন নেই। কখনো পাওয়া গেলে তখন হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব ঋণও উক্ত হিসাব থেকে বাদ যাবে। অতঃপর সমুদয় সম্পত্তি নিছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা (২.৫%) হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে।[২২]

বিবিধ জ্ঞাতব্য :

১. নিজের ব্যবহার্য দ্রব্য যেমন পরিধানের কাপড়, আসবাবপত্র, চলাচলের জন্য নিজস্ব যানবাহন, বসবাসের বাড়ী ইত্যাদিতে কোন যাকাত নেই।

২. কেউ যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন কৃষি জমি ক্রয় করে, পরে তাতে চাষাবাদ করে ও এমন ফসল ফলায় যাতে 'ওশর' ফরয হয়, তাহ'লে এই ফসলের 'ওশর' প্রদান করলেই ব্যবসায়ের জন্য খরিদকৃত জমির যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আলাদাভাবে উক্ত জমির যাকাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। কেননা একই মাল থেকে একাধিকবার যাকাত গ্রহণ জায়েয নয়।[২৩]

৩. প্লট হিসাবে বা গৃহ নির্মাণ করে ফ্লাট হিসাবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত অনাবাদী জমি ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে।

৪. যে ব্যবসায়ের মূলধনের যাকাত দিতে হবে, তা প্রবাহমান ও আবর্তনশীল হবে। নির্মিত প্রতিষ্ঠান, দালান-কোঠা, ঘরবাড়ী ও ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপনের সম্পদ-সম্পত্তি, যা বিক্রয় করা হয় না, তার যাকাত দিতে হবে না। কেননা জমহূর আলেমগণের মতে ব্যবসায়ের পণ্য হচ্ছে তা-ই, যা মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।[২৪]

৫. ব্যবসায়ের সরঞ্জামের কোন যাকাত নেই। পণ্যদ্রব্য যে সব পাত্রে রাখা হয়, কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন লাঙ্গল-ট্রাক্টর, কুড়াল, করাত, খন্তা, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি। কেননা এগুলো পণ্য হিসাবে বিক্রয় হয় না। বরং এগুলো পণ্য উৎপাদনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[২৫]

---

২০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৭২৩ 'ফিতরা' অনুচ্ছেদ।*
২১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৭২৪।*
২২. *আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ জুন ১৯৮২), ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০৫-৪০৬।*
২৩. *ইসলামের যাকাত বিধান, ১/৪০১ পৃ:।*
২৪. *ঐ, ১/৪০৮ পৃ:।*
২৫. *ঐ, পৃ: ৪০৯।*

www.at-tahreek.com

৬. ভাড়ার জন্য নির্মিত বাড়ী, ক্রয়কৃত গাড়ী ও আসবাবপত্রে এবং মিল-কারখানার উপর কোন যাকাত নেই। তবে বাড়ী, গাড়ী ও মিল-কারখানার আয়ের উপর যাকাত ওয়াজিব।

৭. ব্যবহৃত গহনা নিছাব পরিমাণ হ'লে তাতেও প্রতি বছর বাজার মূল্য হিসাব করে মোট মূল্যের ২.৫% যাকাত দিতে হবে।[২৬]

৮. ঘোড়া ও ক্রীতদাসের কোন যাকাত নেই। তবে ক্রীতদাসের জন্য ছাদাক্বায়ে ফিতর আদায় করতে হবে।[২৭]

৯. শাক-সবজিতে কোন যাকাত নেই।[২৮]

১০. যাকাতের মাল অবশ্যই হালাল ও পবিত্র হ'তে হবে। কেননা হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল হবে না।[২৯]

১১. যাকাত-ছাদাক্বা রিয়া মুক্ত হ'তে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই তা গ্রহীতার জন্য কৃপা বা অনুগ্রহ না বুঝায় এবং কষ্টের কারণ না হয়। কেননা রিয়া বা লোক দেখানো আমল এবং কৃপা ও কষ্টযুক্ত দান গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩০]

রামাযান মাসে দানের গুরুত্ব :

যাকাত ও ছাদাক্বা আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে রামাযান মাস। যাকাতের সাথে যেহেতু বছরপূর্তি শর্ত[৩১] সেকারণ রামাযানকে বছরের একটি সীমা নির্ধারণ করে বিগত বছরের আয়-ব্যয় হিসাব করত: সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে সর্বাধিক নেকী হাছিল এ মাসেই সম্ভব। কেননা এ মাসের রয়েছে বহুবিধ মর্যাদা। এটি বরকতপূর্ণ এক মহিমান্বিত মাস। ক্ষুৎ-পিপাসার আগুনে বান্দার গোনাহ সমূহ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করার মাস। এ মাসে আসমান, জান্নাত ও রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামর দরজা বন্ধ করা হয়। আর শয়তানকে করা হয় শৃংঙ্খলিত।[৩২] এ মাসে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলেন, يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ 'হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলো, হে অকল্যাণের অভিসারীরা থেমে যাও'।[৩৩] এ মাসে দানের গুরুত্বও আরো বেশী। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَ كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَ كَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। বিশেষ করে রামাযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বেশী বেড়ে যেত, যখন জিবরীল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিবরীল (আঃ) রামাযানের প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন শেখাতেন। জিবরীল (আঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করতেন তখন তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বাতাসের চাইতেও বেশী হয়ে উঠতো'।[৩৪] সুতরাং এ মাসে আমাদের দানের হাত প্রসারিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, রামাযান সর্বাধিক নেকী উপার্জনের এটি উপযুক্ত মাস। ছালাত-ছিয়ামের পাশাপাশি ফরয ও নফল ছাদাক্বার মাধ্যমে পরকালীন জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও অধিক নেকী উপার্জনের যথোপযুক্ত সময়। অতএব আর কালক্ষেপণ নয়, আসুন! অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য মহান স্রষ্টার বারগাহে একনিষ্ঠ মনে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে নিজ নিজ সম্পদের সঠিক হিসাব করে সম্পদের নির্ধারিত হক্ব তথা যাকাত আদায়ে ব্রতী হই। জীবনের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ঠিকানার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। নিজেকে জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশন থেকে বাঁচাই। সম্পদের মায়া ত্যাগ করি। কেননা আমাদের এই কষ্টার্জিত সম্পদের ছিটেফোঁটাও আমাদের কবর জীবনের দুঃসহ একাকীত্বের সাথী হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَ عَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ وَ يَبْقَى عَمَلُهُ 'তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির পিছনে পিছনে (কবর) পর্যন্ত যায়। তার পরিজন, তার ধন-সম্পদ ও তার আমল। অতঃপর দু'টি ফিরে আসে ও একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিজন ও তার সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল তার সাথে থেকে যায়'।[৩৫] অতএব জাহান্নামের যন্ত্রণাপ্রদ মর্মান্তিক শাস্তি থেকে বাঁচার নিবিড় প্রত্যাশায় আসন্ন রামাযান মাসে আমাদের সম্পদের পাই টু পাই হিসাব কষে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করি। ইনশাআল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আমরাই হব সফলকাম। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

---

২৬. *তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৬৩৫,৬৩৭।*
২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৭০৩।*
২৮. *দারাকুৎনী, মিশকাত হা/১৮১৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭২১।*
২৯. *বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৯৪ পৃ:।*
৩০. *বাক্বারাহ ২৬৪; বঙ্গানুবাদ বুখারী ২/৯৪ পৃ:।*
৩১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৮৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৯৫।*
৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/ ১৮৬০।*
৩৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/ ১৯৬০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৮৬৪।*
৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সপ্তম প্রকাশ, জুলাই ২০০১), হা/১২২২, ৩/১৫৯ পৃ.।*
৩৫. *বুখারী, মুসলিম, রিয়ায ২/৫৩ পৃ: হা/৪৬১।*

মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

*ড. মুহাম্মাদ আলী**

হিজরী বর্ষপঞ্জির নবম মাসের নাম 'রামাযান'। রামাযান শব্দের অর্থ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া। বিশিষ্ট অভিধানবিদ আল্লামা ফিরোযাবাদী এ মাসের নাম রামাযান হবার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন- (১) অত্যধিক গরমের সময় এ মাস পড়েছিল বলে, (২) এ মাসে ছিয়াম পালনকারীর পেটের জ্বালা বেশী হয় বলে, (৩) ছিয়াম দ্বারা পাপরাশি ভস্মীভূত হয় বলে।[১]

রামাযানের গুরুত্ব :

'ছিয়াম' ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি।[২] ধনী-গরীব সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা ফরয। একজন মানুষের সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে জীবন যাপনের জন্য যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, ছিয়াম তার মধ্যে সে ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে থাকে। এ মাসে বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং বান্দার ইবাদতে বাধা প্রদানকারী শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ- وَفِيْ رِوَايَةٍ: فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ-

'যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দেয়া হয়'।[৩]

তিনি আরও বলেন,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ-

'যখন রামাযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই আর বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা! অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিসারীরা! বিরত হও। আল্লাহ তা'আলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেন। আর তা (মুক্তি দেয়া) প্রত্যেক রাত্রিতেই হয়ে থাকে'।[৪]

'ছিয়াম' মানুষকে সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ 'ছিয়াম ঢাল স্বরূপ'।[৫] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, والمراد أنه حجاب وحصن للصائم من المعاصى. 'ঢাল দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল- ছিয়াম পাপাচার থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ছায়েমের জন্য পর্দা ও রক্ষাকবচ'।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের সময় হবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়াই করে, তাহ'লে সে যেন বলে, আমি ছায়েম'।[৭]

মানুষের জন্য ছিয়াম পালনের গুরুত্ব রয়েছে বলেই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদী সহ পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও তা ফরয করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- 'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 'তোমাদের মধ্যে যে এ মাসকে পায় সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

রামাযানের ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রতি বছর মুসলমানদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই পরীক্ষায় যখন মানুষ উত্তীর্ণ হয়, তখন তার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার ও যাবতীয় গোনাহ হ'তে বিরত থাকার যোগ্যতা অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তখন সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জামনগর ডিগ্রী কলেজ, নাটোর।

১. *ক্বামূস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯০।*
২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪।*
৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছওম' অধ্যায়।*
৪. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ছ'আবুল ঈমান হা/৩৫৯৮; মিশকাত হা/১৯৬০।*
৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৯।*
৬. *ঐ, ১/৬১১, টীকা-২ দ্রঃ।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৯৫৯।*

সব কিছুই আল্লাহ জানেন ও দেখেন মনে করে গোপনেও আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রকৃত ছিয়ামপালনকারী সে তীব্র গরমের সময় কলিজা ফেটে যেতে চাইলেও এক ফোটা পানি পান করে না। অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় শরীর দুর্বল হ'লেও সামান্য খাদ্য মুখে দেয় না। এত ত্যাগ, ধৈর্য স্বীকার করে ছিয়াম পালন করা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই হয়ে থাকে। তাই এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ. 'নিশ্চয়ই ছিয়াম আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব'।[৮]

এছাড়াও রামাযানের আরও কিছু গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. সামগ্রিক কল্যাণ : ইসলামে ছিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও শারীরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছিয়ামের প্রভাব অতিশয় কার্যকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– 'আর তোমাদের ছিয়াম পালন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

২. কুরআন নাযিলের মাস : পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে এ মাসে ছিয়ামের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'রামাযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন। যা মানুষের হেদায়াত এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সত্য- মিথ্যার পার্থক্যকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি রামাযান মাস পায় সে যেন ছিয়াম পালন করে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

রামাযানের তাৎপর্য :

রামাযান শব্দের শাব্দিক অর্থ দহন বা দগ্ধকরণ। রামাযান মাস মুসলমানদের মাঝে তাদের সমস্ত পাপ মোচন করার জন্য আসে। কারণ মানব জীবনের দু'টি ধারা রয়েছে- সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। সুপ্রবৃত্তি আমাদের সমাজ জীবনে ঐক্য-সংহতি, প্রেম-মৈত্রী ও ভালবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অপরদিকে কুপ্রবৃত্তি আমাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, একক ও অসহায় করে তোলে। এভাবে ক্রোধ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে। লোভ, মোহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে এগুলোর দহনের জন্যই এ দুনিয়ায় আল্লাহ রামাযানের প্রবর্তন করেছেন, যাতে এ দহনের ফলে মানুষ এ বিশ্বে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করতে পারে; সে যাতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কুরআনুল কারীমে ও ছহীহ হাদীছে এজন্যই ছিয়ামের এত মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতেও এর ফযীলত ও কার্যকারিতার মর্ম উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে ধনী ও নির্ধন এক সারিতে চলে আসে। সারা বৎসর যারা ধনীদের দ্বারে হাত পেতে কষ্টে দিনাতিপাত করেছে তারা যেমন ছিয়াম পালন করে, যারা নানাবিধ চর্বচোষ্য, লেহ্য ও পেয় খাদ্য-পানীয় দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করে, তারাও অন্ন ও সংস্থান থাকা সত্ত্বেও ছিয়াম পালন করে। এখানে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এটিই মানবতার মৌলিক ঐক্য।

এ মাসে কাম প্রবৃত্তির পরিচর্যা, লোভের বশীভূত হয়ে অন্যের জিনিসের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জনীয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব আবর্জনা আমাদের মানসে সঞ্চিত হয়ে তাকে আবিল করে তোলে, তা থেকে পবিত্রাণের মাধ্যম হচ্ছে এই ছিয়াম। ছিয়ামের অর্থ কেবল উপবাস থাকা নয়; বরং সকল প্রকার কামনা-বসনা, সুখ-সম্ভোগ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম।

আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রেও রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ– 'সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা করে নিতে পারল না'।[৯]

রামাযানের শিক্ষা

ভ্রাতৃত্ব : রামাযান আগমন করে আমাদের জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য। এ মাস আমাদেরকে ধনী ও গরীবের মাঝে সমতা ও ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। আমরা সকলে যে একই আদমের সন্তান তা এ মাসে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এ মাসে আমরা সকলে একই বিধান পালন করি এবং একে অপরের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে ভাই ভাই হয়ে যাই। The Cultural History of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে "The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellant teaching for building a good moral character. 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। রয়েছে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষা'। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯।*

৯. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭ 'ছালাত' অধ্যায়।*

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হ'তে সৃষ্টি করেছেন ও তা হ'তে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হ'তে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের যাঞ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী' *(নিসা ৪/১)*।

সকল মানুষ এক আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছে ফলে তারা একে অপরের ভাই ভাই এবং এই ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশের জন্য দীর্ঘ এক বছর পর আমাদের সামনে আগমন করে রামাযান মাস। এই মাসে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সবাই ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে চলে এবং এক মনে ইবাদতে সময় ব্যয় করে।

আত্মসংযম : মানুষের মধ্যে পাপ প্রবণতা বা নিষিদ্ধ কর্মের দিকে ঝোঁক বেশী। আরবী প্রবাদ রয়েছে, اَلْإِنْسَانُ حَرِيْصٌ فِيْمَا مُنِـــعَ 'মানুষ নিষিদ্ধ কাজের প্রতি বেশী আগ্রহী হয়'। আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে ছিয়াম মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রশিক্ষণ দেয়। কেননা ছায়েম ছিয়ামরত অবস্থায় কোন পাপ কাজে লিপ্ত হ'লে তার ছিয়ামের কোন মূল্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِـــيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও পাপাচার পরিহার করল না, তার পানাহার পরিহার করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই'।[১০]

আলী (রাঃ) বলেন, إن الصيام ليس من الطعام والشـــراب ولكن من الكذب والباطل واللغـــو. 'খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম নয়; বরং মিথ্যা, বাজে কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকার নামই প্রকৃত ছিয়াম'।[১১]

তাক্বওয়ার অনুশীলন : তাক্বওয়া লাভের জন্য ছিয়ামের কোন বিকল্প নেই। পাপাচার ও ভীতিপ্রদ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার নাম তাক্বওয়া। রামাযান মাসে এই সকল পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা সকল ছায়েম করে থাকে। ফলে এই মাসে ছিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়ার অনুশীলন বেশী হয়।

প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ : মানুষ স্বভাবতই তাক্বওয়াহীনতা ও গর্হিত কর্মে জড়িয়ে পড়ে। আর রামাযান এই সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কাজ-কর্ম থেকে ছায়েমকে মুক্ত রাখে। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, '(ক্বিয়ামতের দিন) ছিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনে খাদ্য গ্রহণ ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন! কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রিতে ঘুমানো থেকে নিবৃত্ত করেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। তখন তাদের দু'জনেরই সুপারিশ গ্রহণ করা হবে'।[১২] ফলে এই সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কাজ-কর্ম বর্জনের মাধ্যমে রামাযান মাসে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, পাপ-পংকিলতামুক্ত, আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবন গঠনে ছিয়ামের কোন বিকল্প নেই। রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন তৈরী হ'লে সমাজ, দেশ, জাতি উপকৃত হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!!

১০. *বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯।*
১১. *শু'আবুল ঈমান ৩/৩১৭, হা/৩৬৪৮।*
১২. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩।*

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিশ্চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সেবা নিন সুস্থ থাকুন

৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম
(H.M.B.A)
রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।

নিজ বাসভবন
গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।
রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত।
মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫
বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব

ড.এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

(২য় কিস্তি)

বর্তমান বসুন্ধরা অসংখ্য ধর্মের কোটি কোটি অনুসারীর পদভারে মুখরিত। কিন্তু এমন একটি ধর্মও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে কি নৈতিক কি ব্যবহারিক কোন ক্ষেত্রেই মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের চেয়ে বেশী। বরং ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে মানবীয় মর্যাদাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বিষয়টি নৈতিক ও ব্যবহারিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। যা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) বর্ণনা করে গেছেন। যেমন-

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَىْ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَّرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِىْ عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ. قَالَ: يَارَبِّ! كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَّ ذَلِكَ عِنْدِىْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِىْ. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَّ ذَلِكَ عِنْدِىْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে আসব, অথচ তুমিই সমস্ত জগতের প্রভু? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয়ই তার নিকট আমাকে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে কিরূপে খানা দিব, অথচ তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চেয়েছিল, আর তুমি তাকে খানা দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে, নিশ্চয়ই তা আমার নিকট পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে কিরূপে পানি পান করাব, যখন তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তুমি সেখানে আমাকে পেতে?'[১]

এ হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত তিনটি বিষয়েই কিয়ামতের দিন প্রতিটি বনু আদম আল্লাহ্র নিকটে জিজ্ঞাসিত হবে। আরও স্পষ্ট যে, সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। বর্ণিত হাদীছে পীড়িত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত এই তিন ব্যক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যার বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীছে বলা হয়েছে, একদা রাসূল (ছাঃ) একজন রোগাক্রান্ত বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য রোগী দেখতে যাওয়ার সাধারণ নিয়মানুসারে তিনি তাকেও বললেন, لاَبَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ 'ভয় নেই! আল্লাহ চাহেতো দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে'।[২] অপর এক হাদীছে বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। নির্দেশ প্রদানকৃত সাতটি বিষয়ের প্রথমটিই হ'ল রোগীর পরিচর্যা করা'।[৩]

শুধু রোগী দেখা বা পীড়িতকে সেবা করার ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক ক্ষুধার্তকে অন্ন দানের ক্ষেত্রেও ইসলাম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে সহজেই অনুমেয়। عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىْ جَنْبِهِ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে উদরপূর্তি করে খায় আর তার পার্শ্বের প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।[৪] অপর এক হাদীছে বলা হচ্ছে- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا

১. *মুসলিম, মিশকাত, হা/১৫২৮ 'জানাযা' অধ্যায়, 'রোগীর পরিচর্যা ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।*
২. *বুখারী, মিশকাত, হা/১৫২৯।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৫২৬।*
৪. *বায়হাক্বী, মিশকাত, হা/৪৯৯১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১২, হাদীছ হাসান।*

الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ– হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।[৫] অত্র হাদীছে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানের সাথে রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা করারও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা ইসলামে উত্তম কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন্ কাজ উত্তম? (উত্তরে) তিনি বললেন, অভুক্তকে খানা খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম করা'।[৬]

এমনিভাবে বিভিন্ন হাদীছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোন জাতি, ধর্ম বা বর্ণের উল্লেখ না করে আমভাবে সামর্থ্যবান লোকদেরকে সামর্থহীন-অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছেন। যা বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানের বিষয়ে মহান আল্লাহও সূরা মাঊনের শুরুতে বলেন, 'আপনি কি দেখেননি যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না' *(মাঊন ১০৭/১-৩)*। অর্থাৎ দ্বীনকে শুধু মুখে অস্বীকারকারীই ক্ষতিগ্রস্ত নয়, যারা দ্বীনের বিধান অমান্য করে অর্থাৎ ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তকে সহায়তা করে না তারা মুখে যতই দ্বীনের স্বীকৃতি দিক, প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বীনকে অস্বীকারকারী। একারণেই অন্তত প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, যেকোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্ন দান করা, সাথে সাথে যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকেও অন্ন দানে উৎসাহ প্রদান করা। আর এটাই আল্লাহ্র হুকুম। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'আর ধনীদের সম্পদে ফকীর ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে' *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। আর এ হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে ধনী ও গরীবের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে গড়ে উঠবে।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামক হ'ল যাকাত। যে বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরা তওবায় উল্লেখ করেছেন, 'নিশ্চয়ই যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৬০)*।

অত্র আয়াতে যাকাত প্রদানের আটটি খাতের মধ্যে 'যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন' বলে যে খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য। এর মাধ্যমে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, ইসলাম ধর্মে ধন বণ্টনের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের আট ভাগের একভাগ অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মহানবী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সেকথার উল্লেখ করে বাংলার বহু কবি কবিতা রচনা করেছেন। যেমন- কবি আবুল হাসান শামসুদ্দিন (জন্ম: ১৯৩৫) তাঁর 'বিশ্বনবী' কবিতার শেষ স্তবকে বলেন,

'একতার বাণী, সাম্যের বাণী প্রথম হাঁকিলে তুমি,
তুমি শিখালে: মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই;
মিলনের গানে মুখরিয়া দিক জাগিয়া বিশ্বভূমি,
জানিল মানুষ : মানুষেরা ভাই ভাই।'

বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বেড়াজাল ছিন্ন করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ধনী-গরীবের বৈষম্য দূরীভূত করে সকলে এক আদমের সন্তান হিসাবে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা। একই সাথে যেহেতু পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি, সেহেতু সকলেই তাঁর প্রেরিত অহির বিধান মেনে চলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত। বর্তমান বিশ্ব পরিসংখ্যানে মুসলমানের তুলনায় অমুসলমানের সংখ্যাই বেশী। ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে খৃষ্টান জনসংখ্যা ২১৯,৯৮,১৭,৪০০, মুসলমান জনসংখ্যা ১৩৮,৭৪,৫৪,৫০০, হিন্দু ৮৭,৫৭,২৬,০০০, বৌদ্ধ ৩৮,৫৬,০৯,০০০, শিখ ২২৯, ২৭,৫০০ ও ইহুদী জনসংখ্যা ১৪৯,৫৬,০০০।[৭] এসকল আল্লাহ বিমুখ মানুষের নিকটে অহির বিধান পৌঁছে দিতে তাদের সংস্পর্শে যাওয়া বা তাদেরকে নিজের সংস্পর্শে আনা একান্ত প্রয়োজন। যা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে সহজ ও সম্ভব হবে। রাসূলে আকরাম (ছাঃ)-এর সাথে মক্কার কাফেরদের কৃত হুদায়বিয়ার সন্ধিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চুক্তির বেশিরভাগ শর্ত বাহ্যত মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল। সে কারণে প্রসিদ্ধ ছাহাবীগণ এ চুক্তি সম্পাদনে একমত ছিলেন না। কিন্তু দূরদর্শী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দেখলেন, চুক্তির শর্ত যতই মুসলমানদের বিপক্ষে থাক না কেন, এর মাধ্যমে যদি আমি তাদের সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ পাই তাহলেই আমরা সফল। কার্যত সেটাই হয়েছিল। অবশেষে দেখা গেল হুদায়বিয়ার

৫. *বুখারী, মিশকাত, হা/১৫২৩।*
৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৬২৯।*
৭. *দৈনিক ইনকিলাব, ১২ জুলাই '১০, পৃঃ ১ ও ২।*

সন্ধির পথ ধরেই মুসলমানরা মক্কা বিজয় করতে সক্ষম হ'ল। যেটিকে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 'ফাত্হুম্ মুবীন' তথা মহা বিজয় *(ফাতহ ৪৮/১)* বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ইসলামী শরী'আতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের এসকল হুকুম বিধর্মীদের নিকটে আল্লাহ্র একত্ব প্রচারের লক্ষ্যে তাদেরকে কাছে পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী হিকমত বলা যেতে পারে। তবে একটা বিষয় কোন অবস্থাতেই ভুলে গেলে চলবে না যে, একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে কোন অবস্থাতেই একজন মুসলমানের সত্যিকারের বন্ধুত্ব হ'তে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে...' *(মুমতাহিনা ৬০/১১)*। 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। অর্থাৎ মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আন্তরিক বন্ধুত্ব কোন অবস্থাতেই এক বিষয় নয়।

মোটকথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের প্রথম কাজ হ'ল তাকে সংস্পর্শে পাওয়া। আর কাছে পাওয়ার অন্যতম পদ্ধতি হ'ল ভাল আচরণ, আর্থিক সহযোগিতা, সুপরামর্শ, প্রয়োজনে মানবিক সহায়তা প্রদান ইত্যাকার কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এভাবে তাদের মাঝে সহজে সৃষ্টিকর্তার বিধান প্রচার করা সহজ হবে। আর এটিই হ'ল বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব :

সমাজে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা এবং একে অন্যের সুখ-দুঃখে সাথী হয়ে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, হৃদ্যতাপূর্ণ ও বন্ধুত্বসুলভ অনুপম সম্পর্ক বজায় রাখার নাম ভ্রাতৃত্ব। আর মুসলিম সমাজে এরূপ সম্পর্ক বজায় থাকার নাম ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মূলত আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব। যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্র পসন্দনীয় ধর্ম ইসলামের বিধি-বিধান ও অনুশাসন মেনে চলে, তারা বিশ্বের যেকোন অঞ্চলের অধিবাসী হোক, যেকোন ভাষাভাষী হোক, যেকোন বংশ বা গোত্রে জন্মগ্রহণ করুক, তাদের আকার-আকৃতি, বর্ণ বা আর্থিক অবস্থা যাই থাক না কোন, তারা মুসলমান এবং পরস্পর ভাই ভাই। মহান আল্লাহ্র ঘোষণা, 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমার দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, সম্ভবত তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। তিনি আরো বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সেজদারত দেখবেন' *(ফাতহ ৪৮/২৯)*। মহানবী (ছাঃ)ও বলেছেন, اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ 'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই'।[৮]

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বাস্তব রূপকার হ'লেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। মহানবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে বিশেষ করে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাযুক। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ভাইয়ে-ভাইয়ে, গোত্রে-গোত্রে মারামারি, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-হানাহানি লেগেই থাকত। একে অন্যের নিকটে মানবীয় সম্মানবোধের কোন বালাই ছিল না। বিশেষ করে নারী এবং কৃতদাসরা বাজারে পশুর মত বিক্রি হ'ত। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে মহানবী (ছাঃ)-এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সেই অসভ্য বর্বর সমাজ অল্প সময়ের ব্যবধানে সোনার সমাজে পরিণত হয়ে গেল। দু'দিন আগেও যারা একে অপরের মুখ দেখতে চাইত না, আজ তারা সেই পড়শির বিপদে নিজের জীবন দিয়ে হ'লেও তাকে বিপদমুক্ত করতে প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক খোদাবক্স তাঁর Mohammad the Prophet গ্রন্থে বলেন, The immediate result of the prophet's teaching was the dissolution of tribal system and the foundation of the brotherhood of Islam. 'মহানবী (ছাঃ)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল হ'ল গোত্রভিত্তিক সমাজের বিলুপ্তি ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপন'। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পৃথিবীতে বিরাজমান সর্বপ্রকার শত্রুতা, বিভেদ ও বৈষম্য বিদূরিত করে দুনিয়ার সকল মানুষকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত করে শান্তির মৃদমন্দ সমীরণ প্রবাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্র অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যেহেতু আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব, সেহেতু পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে যেকোন বর্ণের মানুষ ইসলামের মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলে সে বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হয়ে যায়। এ ভ্রাতৃত্বের ভীত এত মজবুত যে, এর আকর্ষণে দেশ, বংশ বা রক্তের সম্পর্কও ঠুনকো হয়ে যায়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যেমন মজবুত ও সুদৃঢ়, তেমনি মহান ও পবিত্র।

[চলবে]

---

৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৪৯৫৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ' অনুচ্ছেদ।

পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার

*ড. মুহাম্মাদ শফীকুল আলম**

(২য় কিস্তি)

(২) পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ :

সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী। মাতৃগর্ভে সন্তানের সঞ্চারণ শুরু হবার সময় হ'তে বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। এজন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন ও দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিকেই বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে।[১] পিতার নিকট হ'তে প্রাপ্ত সন্তানের অধিকারগুলোকে আমরা দু'পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

(ক) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার।

(খ) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার।

(ক) সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার সমূহ

১. সন্তানের জন্য পুণ্যবতী মায়ের ব্যবস্থাকরণ :

ইসলাম শুধু যে জন্মের পর থেকেই শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দেয় তা নয়; বরং সন্তান তার পিতার ঔরসে বা মায়ের গর্ভে তার আকৃতি সৃষ্টি হবার পূর্ব থেকেই তার প্রতি গুরুত্বারোপ প্রদান করেছে। পুরুষদের প্রতি বিবাহ সম্পর্কে ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে যে, প্রস্তাবিত মহিলা যেন আল্লাহভীরু হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহের ক্ষেত্রে বংশ, সম্পদ, সৌন্দর্য ও আল্লাহভীরুতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. 'মহিলাদেরকে চারটি গুণের অধিকারিণী দেখে বিবাহ করা হয়। (ক) তার ধন-সম্পদ (খ) বংশমর্যাদা (গ) তার সৌন্দর্য ও (ঘ) তার ধর্মপরায়ণতা। তোমরা দ্বীনদার মহিলাকে বিয়ে করে ধন্য হও, অন্যথা তোমার উভয় হাত ধুলায় ধূসরিত হবে'। (অর্থাৎ তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে)।[২]

বিবাহ করার সময় মহিলার রূপ বা সম্পদই যেন সবকিছু বলে বিবেচিত না হয়; বরং এর যে কোন একটির সাথে ধর্মপরায়ণতার গুণটি অবশ্যই যুক্ত হ'তে হবে। মহিলা যেন ভদ্র পরিবারের সদস্যা হন। কারণ তার সন্তানেরা তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

ওমর (রাঃ) জনৈক পুত্র কর্তৃক সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'লে উত্তরে বলেছিলেন, 'পিতার দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি যেন সন্তানের মাতা নির্বাচনে ভুল না করেন'।[৩] ভাল সন্তানের জন্যে সতী-সাধ্বী মা হওয়া শর্ত। আর এ শর্তটি পিতা পূরণ করে সন্তানের হক আদায়ে সচেষ্ট হবেন।

২. গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, সুস্থতা ও সেবাযত্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ :

শিশু সুস্থ ও শক্তি-সামর্থ্যবান হওয়া প্রতিটি পরিবারের কাম্য। এজন্য গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে পিতাকে। গর্ভবতী মায়ের প্রতি পিতার যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যই গর্ভস্থ সন্তানের অধিকার। এই দায়িত্ব পিতা নিষ্ঠার সাথে পালন করলে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে শিশু জন্মলাভ করার যথার্থ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

সাধারণ অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পুষ্টিকর খাদ্যের বেশী প্রয়োজন হয়। মা সুস্থ সবল না থাকলে, সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দিতে পারে না। কাজেই যে সমস্ত খাদ্যে বেশী পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে, সেরূপ খাদ্য সরবরাহ করতে পিতা সদা সচেষ্ট থাকবেন।

মায়ের দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের জন্যে পিতাকে গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করতে হবে। সন্তানের মঙ্গলার্থেই গর্ভধারিণী মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ দেহ, মন-মানসিকতা গঠন ও পবিত্র রাখা এবং হালাল খাদ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতার দায়িত্ব। সর্বোপরি সর্বাঙ্গীন সুন্দর সন্তান প্রাপ্তির আশায় মাকে পুষ্টিকর উপাদেয় খাবার যোগান দেওয়া, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করা এবং ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত পুস্তকাদি সরবরাহ করা পিতার কর্তব্য। একজন অনাগত সন্তান সুস্থ ও সুন্দরভাবে পৃথিবীতে আসার জন্য এ সমস্ত বিষয় একজন আদর্শ পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার সমূহ :

শিশুরা হচ্ছে জীবনের কিশলয়, আশার ফসল, মানুষের চোখ জুড়ানো ধন, উম্মাহ্‌র প্রস্ফূটিত ফুল, মানবতার ভবিষ্যত, সত্যিকার প্রভাতের উদয়, ঝলমলে আগামী দিন, গৌরবময় অতীতের প্রত্যাবর্তন এবং উম্মাহ্‌র কীর্তিমান মর্যাদার শাসন সংরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম। সন্তান

*. *প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ।*

১. *বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৮০।*

২. *বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/৬২৪; আবূ দাউদ হা/২০৪৭।*

৩. *ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃঃ ২২।*

মানুষের ইপ্সিত আশার প্রতীক। তাই সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরেই কতগুলি মৌলিক দায়িত্ব পিতাকে পালন করতে হয়। এই গুরু দায়িত্ব হ'তে অমনোযোগী হ'লে তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

সন্তানকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা ও তাদের নৈতিকতার উন্নয়নে পিতা যত্নবান না হ'লে অথবা অর্পিত দায়িত্ব পালন না করলে সন্তানের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠে দুর্বিসহ। কাজেই একজন পিতা সন্তানের সঙ্গে বৈরী মনোভাব পরিহার করে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন। সর্বদা সন্তানের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবেন, আদর ও স্নেহ করবেন এবং প্রয়োজনে নছীহত করবেন।

১. একত্ববাদের আহ্বান শুনানো :

শিশু মায়ের গর্ভ হ'তে পৃথিবীতে আগমনের পরক্ষণেই তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে কানে আযান দিতে হয়। আবু রাফে' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, ফাতিমা (রাঃ)-এর গর্ভ থেকে হাসান (রাঃ)-এর জন্ম হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাঁর কানে ছালাতের আযানের মত আযান দিয়েছিলেন।[৪]

একজন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মন থাকে সম্পূর্ণরূপে পূতপবিত্র ও নিষ্পাপ। সে সময় তাকে সর্বপ্রথম যে বাক্য শুনানো হবে, সেটাই হবে তার সারাজীবনের চলার পাথেয়। ইসলাম স্বভাবজাত আদর্শ। এ আদর্শের বাণী তার কর্ণকুহুরে প্রবেশ করলে, সে নিজেকে এ পথের অনুসারী বানাবার প্রয়াস চালাবে সারাটি জীবন। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ– 'এ হচ্ছে আল্লাহ্র ঐ ফিৎরাত (প্রকৃতিজাত আদর্শ) যার উপর সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক-সুন্দর দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(রূম ৩০)*।

মা এ সময় অবচেতন অবস্থায় থাকেন, তাই এ ব্যাপারে বাবাকে ভূমিকা পালন করতে হবে। আর আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে পৃথিবীর আলোয় পা রেখে প্রথম আল্লাহ্র একত্ববাদের কথা পিতার নিকট থেকে শুনবে এটি তার শাশ্বত অধিকার।

২. তাহনীক করা :

খেজুর চিবিয়ে সেই চর্বিত খেজুর নবজাতকের মুখে দেয়াকে তাহনীক বলে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَرَفَعَهُ إِلَيَّ. 'আমার একটি শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম আর খেজুর দ্বারা তার তাহনীক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দো'আ করে তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিলেন'।[৫]

৩. সুন্দর নাম রাখা :

নামের মধ্যেও মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। আর মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ভাল নামের বদৌলতে সন্তানের অনাগত দিনগুলো হ'তে পারে সুন্দর ও মঙ্গলময়। তাই পিতার কর্তব্য হ'ল সন্তানের সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা। ইসলামের দেয়া পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে পিতা পুত্রের উত্তম নাম রাখবেন। অর্থহীন ও সুন্দর নয় এমন নাম রাখলে এর প্রভাব শুধু তার উপরেই নয়; বরং পরবর্তী বংশধরদের উপরেও পড়ে। ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা নবী (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, 'হায্ন (কর্কশ)। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, বরং তোমার নাম 'সাহ্ল' (নম্র)। তিনি বললেন, مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اِسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِيْ. 'আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন, তা অন্য কোন নাম দিয়ে বদলাব না'। ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ. 'এরপর থেকে আমাদের বংশে চিরকাল রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল'।[৬]

অর্থহীন ও মন্দ নাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরিবর্তন করে মাধুর্য ও শ্রুতিপূর্ণ নাম রাখতেন। হাদীছে বর্ণিত আছে, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ. 'নবী করীম (ছাঃ) খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন'।[৭] রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীর নাম পরিবর্তন করে মুনযির রেখেছিলেন।[৮] তাছাড়া তিনি (ছাঃ) 'আছিয়া' নাম্নী এক মহিলার নাম

৪. *তিরমিযী হা/১৫১৪; আবূদাঊদ হা/৫১০৫।*

৫. *বুখারী হা/৫৪৬৭ 'আক্বীক্বা' অধ্যায়।*
৬. *বুখারী হা/৬১৯০, ৬১৯৩; মিশকাত হা/৪৭৮১।*
৭. *তিরমিযী হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪৭৭৪, হাদীছ ছহীহ।*
৮. *আবূদাঊদ হা/৪৯৫২,হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৭৫৯।*

পরিবর্তন করে 'জামীলা' এবং 'বার্রাহ'-এর নাম পরিবর্তন করে 'যায়নাব' রেখেছিলেন।[৯]

আল্লাহ তা'আলার বহু গুণবাচক নাম আছে, ঐ সমস্ত নামের সাথে 'আবদ' শব্দ যোগ করে নাম রাখা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ 'আল্লাহ্র নিকট তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান'।[১০]

শিশু জন্মগ্রহণ করার পর পরই শিশুর নাম রাখা যায়।[১১] তবে সবচেয়ে উত্তম হ'ল শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখা।[১২]

৪. আক্বীক্বা :

নবজাত শিশুর মাথার চুল অথবা সপ্তম দিনে নবজাতকের চুল ফেলার সময় যবেহকৃত বকরীকে আক্বীক্বা বলা হয়।[১৩] শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করা উত্তম। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিটি শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করবে, মাথার চুল মুণ্ডন করবে এবং নাম রাখবে'।[১৪]

নবজাতক পুত্র সন্তান হ'লে দু'টি ছাগল এবং কন্যা হ'লে একটি ছাগল আক্বীক্বা হিসাবে প্রদান করতে হবে। উম্মে কুরয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সন্তান ছেলে হ'লে দু'টি ছাগল আর মেয়ে হ'লে একটি ছাগল আক্বীক্বা করবে'।[১৫] তবে পুত্র সন্তানের জন্য একটি ছাগলও আক্বীক্বা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য একটি করে ছাগল আক্বীক্বা করেছিলেন।[১৬]

৫. খাৎনা :

সন্তানের পিতার নিকট আরো কটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হ'ল, তিনি যথাসময়ে তার খাৎনা করাবেন। পুত্র সন্তানের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়া কেটে ফেলাকে খাৎনা বলে। খাৎনা করা একটি উত্তম পন্থা ও ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'স্বভাব সম্মত কাজ পাঁচটি। তার মধ্যে খাৎনা করা একটি'।[১৭] আধুনিক বিজ্ঞানেও খাৎনার উপকারিতা স্বীকৃত।

৬. জীবনের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে লালন পালন করা :

পিতা হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক দরদ, ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার কোমল পরশে সন্তানকে লালন-পালন করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের (সন্তান ও জননীর) ভরণ-পোষণের ভার পিতার উপরই ন্যস্ত' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। পিতার নিকট হ'তে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণ সন্তানের প্রাপ্য অধিকার। সন্তানের এ সমস্ত প্রয়োজন পূরণে পিতা অমনোযোগী হ'লে অবশ্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৮] সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যবান রূপে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে পিতাকে যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জন্ম হবার পর সাধারণতঃ প্রথম ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শিশুরা মায়ের বুকের দুধের উপর নির্ভরশীল থাকে। এ সময় পিতাকে মায়ের খাদ্যের প্রতি সুদৃষ্টি দিতে হবে। ছয় মাস পার হ'লে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুর উপযোগী অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। এভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে খিচুড়ি, ভাত, রুটি ও অন্যান্য খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যেন টাটকা শাক-সবজি থাকে সেদিকেও পিতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এছাড়াও আয়োডিনযুক্ত লবণ ও বিশুদ্ধ পানির যোগান দিতে হবে। এতে খাদ্যের মৌলিক ছয়টি গুণ সংগৃহীত হবে। আর এর দ্বারা শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ নিশ্চিত হবার সাথে সাথে রোগ-ব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

হাদীছে নিজ পরিবারের জন্য ছওয়াবের আশায় ব্যয় করার ফলস্বরূপ একটি 'ছাদাক্বা' রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে'।[১৯] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ. 'সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে ঐ অর্থ (দিনার) যা কোন ব্যক্তি ব্যয় করে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য'।[২০]

[চলবে]

---

৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৩২, হাদীছ ছহীহ।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫২।*
১১. *বুখারী হা/৫৪৬৭ 'আক্বীক্বা' অধ্যায়।*
১২. *তিরমিযী হা/২৮৩২, হাদীছ হাসান।*
১৩. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃঃ ৬১৬।*
১৪. *আবূদাঊদ হা/২৮৩৮, হাদীছ ছহীহ।*
১৫. *ইবনু মাজাহ হা/৩১৬২; আবূদাঊদ হা/২৮৪২, হাদীছ হাসান।*
১৬. *আবূদাঊদ হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪১৫৫।*
১৭. *তিরমিযী হা/২৭৫৬, হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *বুখারী হা/৫২০০; মিশকাত হা/৩৬৮৫।*
১৯. *বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/১৯৩০।*
২০. *মুসলিম হা/৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৩২।*

আদল : মানব জীবনের এক মহৎ গুণ

*ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান**

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আদল বা সুবিচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদল হ'ল মানবীয় সর্বোত্তম গুণের অন্যতম। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও যুলুম-নিপীড়নমুক্ত সমাজ গঠনে আদল বা সুবিচারের কোন বিকল্প নেই। দ্বীন ইসলামকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে সমাজ ও রাষ্ট্রে আদল প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। সমগ্র সৃষ্টিজগতকে আল্লাহ তা'আলা আদল বা সুবিচারের সাথে পরিচালনা করছেন। তাঁর কাজে কোথাও অন্যায়-অবিচার বা সত্যের পরিপন্থী কিছু নেই। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকেও আদল প্রতিষ্ঠিত করার জোর তাকীদ দিয়েছেন। আদল বা ইনছাফ ব্যক্তি ও আদর্শ সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

'আদল' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল সুবিচার করা, সমান করা, নিরপেক্ষতা, বিনিময় প্রভৃতি। আদলের সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'ইনছাফ' ও 'কিসত'। আদলের বাংলা প্রতিশব্দরূপে সুবিচার, ন্যায়বিচার ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী যার যে হক বা অধিকার ও প্রাপ্য তা আদায়ের সুব্যবস্থাকেই আদল বলা হয়। বস্তুত মানুষের জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে তথা কাজ-কর্ম, চলাচল, আচার-আচরণ, লেনদেন, বেচা-কেনা, বিনিয়োগ ব্যবস্থা, সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ, সন্ধি, সঞ্চয়, ভোগ, বিচার ব্যবস্থায় ইনছাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নামই আদল। আল-কুরআনে 'আদল' ১৪ বার এবং 'কিসত' ১৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[১] আর 'আদল' ও 'কিসত' সমার্থজ্ঞাপক পদবাচ্য।

আদল বা ইনছাফকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ব্যক্তিগত ইনছাফ ও সামাজিক ইনছাফ।

ব্যক্তিগত ইনছাফ :

নিজের হক ও অধিকারকে পূর্ণরূপে আদায় করা এবং অন্যের প্রাপ্য ও অধিকারকে পূর্ণরূপে প্রদান করার নাম ব্যক্তিগত ইনছাফ। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমাজের একজন সদস্য, তাই সামাজিক প্রতিটি খাত থেকে তার উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে। সামাজিক খাত থেকে তার নিজের প্রাপ্য যথাযথভাবে বুঝে নেওয়া এবং অন্যের প্রাপ্য সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার নামই আদল বা ইনছাফ। এ কারণেই চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক-ছিনতাই, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অত্যাচার বলে বিবেচিত। কেননা এতে অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। যে ব্যবসায়ী নির্ধারিত ওযনের চেয়ে মাপে কম দেয়, সে অত্যাচারী। কেননা সে অন্যের হক বিনষ্ট করে।

সামাজিক ইনছাফ :

সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে তার প্রাপ্য সামাজিকভাবে যথাযথভাবে প্রদান করাই হচ্ছে সামাজিক ইনছাফ। সুতরাং ইনছাফভিত্তিক সমাজ বলতে সে সমাজকে বুঝায় যার নিয়ম-নীতি ও আইন-কানূন এত সরল-সহজ যে, সমাজের প্রতেক ব্যক্তি নিজের যোগ্যতানুসারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিজের ও সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারে। সুতরাং কোন সমাজকে ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের উন্নতির উপায়-উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান না থাকবে।

আদল কায়েমের পথে প্রতিবন্ধকতা :

আদল-ইনছাফের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হ'ল পক্ষপাতিত্ব। পক্ষপাতিত্ব বলতে মানুষের সে আকর্ষণকে বুঝায় যা তাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটির প্রতি অন্ধভাবে ঝুঁকিয়ে দেয়, ফলে সে দু'জন ব্যক্তির একজনকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে এবং অন্যজনকে তার প্রাপ্যের চেয়ে অধিক দিয়ে দেয়। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যকার কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বল কেউ চুরি করত, তখন তার উপর দণ্ড কার্যকর করত। যেই সত্ত্বার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম, মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তাহ'লে আমি তার হাত কেটে দিতাম'।[২]

ইসলামী সমাজে আদল :

মানুষের জীবনে আদল একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ এ গুণটি খুবই পসন্দ করেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ-শান্তি ও আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের মূল ভিত্তিই হ'ল আদল বা ন্যায়বিচার। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) কত সুন্দরই না বলেছেন- الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. 'আল্লাহ ন্যায়-নীতিপূর্ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন। যদিও সেটি অমুসলিম রাষ্ট্র

---

* *বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী সিটি ক্যাম্পাস।*

১. *মুহাম্মাদ ফুওয়াদ আব্দুল বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৯৯৬), পৃঃ ৫৫১, ৬৫৩-৫৪।*

২. *বুখারী হা/৪৩০৪; মুসলিম হা/১৬৮৮।*

হয়। আর মুসলিম রাষ্ট্র হ'লেও অত্যাচারী রাষ্ট্রকে তিনি সাহায্য করেন না'।[৩] জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আদলের প্রয়োজন। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র যেখানেই আদল অনুপস্থিত থাকবে, সেখানে যুলুম, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে আদলের গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্যই বলা হয়, No Justice no Peace. 'ন্যায়বিচার নেই তো শান্তি নেই'। নিম্নে ইসলামী সমাজে আদলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হ'ল-

১. সুবিচার প্রতিষ্ঠায় আদল : আদলের মানদণ্ড আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মানব জাতিকে যে পরিমাণ বিবেক-বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রদান করেছেন, তার সাহায্যে কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে মানুষ এমনভাবে আদল প্রতিষ্ঠিত করবে যেন কারও প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না হয়। আল্লাহ বলেন, 'আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়ছালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। কোনরূপ করুণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায়ের মানদণ্ডের সামান্যতম হেরফের করা যাবে না। ন্যায়বিচারের ব্যাপারে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন কিংবা ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা যেই ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেন ন্যায়ের মানদণ্ড অবশ্যই স্থির রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র কঠোর সাবধান বাণী হ'ল- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র জন্য তোমরা ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। তাতে যদি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের মাতা-পিতার অথবা আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী বা দরিদ্র হয় তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের চাইতে তাদের অধিকতর শুভাকাঙ্খী। অতএব তোমরা ন্যায়বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও, তবে মনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক সময় অন্যায় কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। ঝগড়া-বিবাদ ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়। এতে মানুষের জান-মাল, মান-সম্মান ও অধিকার ইত্যাদি হুমকির সম্মুখীন হয়। কিন্তু সমাজে যদি অন্যায়কারীর পক্ষপাতহীন ও যথোপযুক্ত বিচার-ফায়ছালা করা হয় এবং তাতে যদি সুবিচার ও আদল থাকে, তাহ'লে সমাজে অবশ্যই আইন ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে এবং যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*। তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাক এবং কোন দলের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞাত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। ন্যায়বিচারের একটি সঠিক ও নির্ভুল রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে- 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও ন্যায়নীতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে' *(হাদীদ ৫৭/২৫)*।

ন্যায় ও পক্ষপাতহীন বিচার করা সমাজ জীবনের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক। আলী (রাঃ) মিসরের গভর্ণর মালিক ইবনু হারিছ আশতারকে লিখিত এক পত্রে বলেন, 'একজন শাসকের জন্য এটাই সবচাইতে একমাত্র বড় আনন্দ ও তৃপ্তি যে, তাঁর দেশ ন্যায়নীতি, সুবিচার ও ইনছাফের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং শাসকের প্রতি নাগরিকদের মনে আস্থা ও ভালবাসার মনোভাব বিরাজ করছে'। তিনি আরো বলেন, 'যথাযোগ্য ন্যায়বিচার কর। যারা শাস্তির উপযুক্ত তাদের শাস্তি দাও। তারা তোমার আত্মীয়ই হোক বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুই হোক, তোমাকে অবশ্যই দৃঢ় ও সতর্ক থাকতে হবে, অন্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি তোমার আপন লোকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাতে ভ্রূক্ষেপও করো না। এ ধরনের কাজ তোমার জন্য বেদনাদায়ক হ'তে পারে। এ ধরনের দুঃখ ও বেদনা সহ্য কর এবং পরবর্তী জগতে যে কল্যাণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে তার প্রত্যাশা করতে থাক। এগুলো কষ্টকর ঠেকতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই তোমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে'।[৪] মানুষ অত্যাচারিত হয়েই বিচারকের দ্বারস্থ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিচারকের দায়িত্ব অপরিসীম। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী-সম্প্রদায়, উঁচু-নীচু নির্বিশেষে ন্যায়বিচার করা বিচারকের দায়িত্ব। মহানবী (ছাঃ)-এর বাণী থেকে আমরা এ ব্যাপারে নির্দেশ পাই। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আদল প্রতিষ্ঠাকারী আল্লাহ্র আরশের নীচে আশ্রয় পাবেন। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'হাশরের মাঠে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন'। তন্মধ্যে প্রথমেই তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকের কথা উল্লেখ

৩. *মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাঞ্জনগরী, আইয়ামে খিলাফতে রাশেদা (ঝাঞ্জনগর, নেপাল : জামি'আ সিরাজুল উলূম আস-সালফিয়া, ১৯৮৩), পৃঃ ৩৫৭। গৃহীত: ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম, পৃঃ ৪।*

৪. *হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি (ঢাকা : ইফাবা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৮), পৃঃ ১৬, ২৭।*

করেছেন।[৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ : ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وعَفِيْفٌ وَمُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَـــالٍ. 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতের অধিবাসী হবে। ১. ন্যায়বিচারক শাসক, যাকে সৎ কাজের যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। ২. যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইদের প্রতি দয়ার্দ্র ও বিগলিতপ্রাণ। ৩. যে সৎ চরিত্রের অধিকারী এবং পারিবারিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে'।[৬] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِىْ مَالَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَـــهُ الشَّـــيْطَانُ. 'আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ বিচারকের সাথে থাকেন, যতক্ষণ সে অন্যায়-অবিচার না করে। আর যখন সে অবিচার করে, তখন আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করেন এবং শয়তান তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ. 'যখন সে অবিচার করে তখন তার দিকে সেটিকে সোপর্দ করা হয়'।[৮] দু'জন বিবাদমান ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করা ছাদাক্বা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ نَفْسٍ كُتِبَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ كُـــلَّ يَـــوْمٍ طَلَعَـــتْ فِيْـــهِ الشَّمْسُ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَّعْدِلَ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَـــدَقَةٌ. 'প্রত্যেক দিন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা লিপিবদ্ধ করা হয়। তন্মধ্যে দু'জন বিবাদমান ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়বিচার করাও ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হয়'।[৯]

২. সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় আদল : ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় মানুষের সামাজিক জীবনেও আদল বা ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্টকারী তৎপরতা যেমন চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, হাইজ্যাক, লুণ্ঠন, শোষণ, যুলুম, কালোবাজারী, চোরাচালানী, মুনাফাখোরী, অত্যাচার, নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি, বখাটেপনা, ইভটিজিং ইত্যাদি সমাজবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আদলের সাথে গ্রহণ করা হ'লে সমাজে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত হবে।

মানুষের সৃষ্ট ন্যায়দণ্ড মানুষের সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এটি সৃষ্টিগতভাবেই মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে অসম্ভব। একমাত্র স্রষ্টা তথা আল্লাহ্র বিধানই তাঁর সৃষ্ট মানব সমাজ জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَـــانِ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন' *(নাহল ১৬/৯০)*। বস্তুত সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আদল প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য।

৩. মযলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আদল : সমাজের প্রভাবশালীরা যাতে দুর্বলদের উপর যুলুম করতে না পারে, তাদেরকে যাতে অবদমিত করে রাখতে না পারে, নিজেদের প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে দুর্বল জনগোষ্ঠী যেন সমান সুযোগ পায় সেজন্য সমাজে আদল প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

৪. ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলা বিধানে আদল : মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তথা ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আদলের গুরুত্ব সীমাহীন। দ্রব্য সামগ্রীতে ভেজাল, ওযনে কম-বেশী করা, পণ্যের ত্রুটি গোপন করে বাজারজাত করা ইত্যাকার ব্যবসায়িক অসাধুতা সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থার অন্তরায় এবং আদলের পরিপন্থী।

মানুষ জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উৎপাদনকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। এক্ষেত্রেও আদলের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ আরো বলেন, 'মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৫)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা ন্যায্য ওযন কায়েম কর এবং ওযনে কম দিয়ো না' *(আর-রহমান ৭৮/৯)*। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে আদলের পরিপন্থী কাজ হ'লে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির সীমা থাকে না। তাই এক্ষেত্রে আদল তথা ইনছাফের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে আদল : সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে গণমুখী, মযবূত ও সুসংহতকরণে আদলের গুরুত্ব অত্যধিক। প্রশাসনিক প্রতিটি বিষয় আদল ও সুবিচারের সাথে ফায়ছালা করতে হবে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় আদল বা ইনছাফের পরিপন্থী কাজ হ'লে সে প্রশাসনের প্রতি গণমানুষের আস্থা লোপ পায়। এতে গণঅসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা শিথিল হয়ে পড়ে। 'চেইন অব কমান্ড' ভেঙে যায়। তাই প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আদলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

[চলবে]

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৭০১; নাসাঈ হা/৫৩৮০।*
৬. *মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯৬০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৬২।*
৭. *তিরমিযী হা/১৩৩০ 'আহকাম' অধ্যায়, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৩৭৪১।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/২৩১২, 'আহকাম' অধ্যায়, হাদীছ হাসান।*
৯. *মুসনাদে আহমাদ হা/৮৫৯৩; সিলসিলা ছহীহা হা/১০২৫, হাদীছ হাসান।*

বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম

*আ.স.ম. ওয়ালীউল্লাহ**

ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। এর প্রতিটি বিধানের মধ্যে লুকিয়ে আছে জানা-অজানা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য। ইসলামের বিধান সমূহ মেনে চললে শুধু যে ক্ষতি থেকে বাঁচা যায় তা নয়; বরং তা অনেক উপকারী। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এখন তা প্রমাণ করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রামাযান এক মহা তাৎপর্যময় মাস। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ইসলামী ক্যালেন্ডারের নবম মাসে অর্থাৎ রামাযান মাসে সূর্যোদয় হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম পালন করাকে ফরয করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে এটি অন্যতম স্তম্ভ। আলোচ্য নিবন্ধে ছিয়ামের বৈজ্ঞানিক দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হ'ল।

ছিয়াম উপবাস নয়; বরং খাদ্য গ্রহণের সময়ের একটু পরিবর্তন মাত্র। অমুসলিম ও দুর্বল মনের মুসলমানরা মনে করে যে, ছিয়াম শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এই অহেতুক সন্দেহ দূর করার জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত রামাযান মাসে ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়ায্যাম ও তার কয়েকজন সহযোগী রাজশাহী ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছিয়ামের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চালান। তাদের এ গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। নিম্নে উক্ত গবেষণার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা হ'ল।

(১) সুস্থ ছিয়াম পালনকারীদের মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতির লক্ষণ পাওয়া যায়নি। এদের রক্তচাপ, ECG, Blood Biochemistry সহ সবরকম পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক পাওয়া গেছে।

(২) শতকরা প্রায় ৮০ জনের শরীরের ওযন কিছুটা কমেছে। এই ওযন হ্রাসের পরিমাণ এক মাসে এক থেকে দশ পাউন্ড পর্যন্ত। কিন্তু কোন ছায়েম এতে দুর্বলতার অভিযোগ করেননি। বরং বেশী ওযনের লোকেরা সামান্য ওযন হ্রাসে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রায় ১২% ছায়েমের ওযন এক থেকে চার পাউন্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাকী ৮% ছায়েমের ওযন স্থির থেকেছে।

(৩) পাকস্থলির অম্লরসের উপর প্রভাব শতকরা প্রায় ৮০ জন ছায়েমের বেলায় গ্যাষ্ট্রিক এসিড স্বাভাবিক পাওয়া গেছে। প্রায় ৩৬% অস্বাভাবিক এসিডিটি স্বাভাবিক হয়েছে। প্রায় ১২% ছায়েমের এসিড একটু বাড়লেও কারোর ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছেনি।

* বায়ো কেমিষ্ট্রি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুতরাং বলা যায় যে, ছিয়ামের প্রভাবে পেপটিক আলসার হয় না। পেট খালি থাকলে অম্লরস হ্রাস পায়, আর পেপটিক আলসারে অম্লরস বৃদ্ধি পায়। অবশ্য কারো যদি আলসার চরম পর্যায়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি পরে তা সুবিধামত ক্বাযা করে নিবে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, 'কেউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)* তথা ক্বাযা করবে।

ডাঃ ক্লীভ 'Peptic Ulcer' নামক একটি গবেষণামূলক পুস্তকে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পেপটিক আলসার অনেক কম। অথচ দক্ষিণ ভারত, জাপান, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় এই রোগ অনেক বেশী। এর কারণ হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। (১) রামাযান মাসে মুসলমানদের নিয়মিত ছিয়াম পালন এবং (২) তাদের খাবার মেন্যুতে এ্যালকোহল না থাকা। ডাঃ গ্রাহাম বলেন, আলসার (Peptic Ulcer) ও তজ্জনিত ফুলো রোগ এবং প্রদাহ ছিয়াম পালনের কারণে দ্রুত উপশম হয়। ডাঃ ক্লীভ জোর দিয়ে বলেন, Fasting does not Produce organic disease.

আধুনিক বিজ্ঞান মতে দীর্ঘ জীবন লাভ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খাওয়ার প্রয়োজন বেশী নয়, বরং কম। বছরে একমাস ছিয়াম পালন করলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। প্রতিদিন প্রায় ১৫ ঘণ্টা সময় এই বিশ্রামে লিভার, প্লীহা, কিডনী, মূত্রথলী সহ দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী বেশ বিশ্রাম পায়। এটা অনেকটা কারখানার মেশিনকে বাৎসরিক বিশ্রাম দেয়ার মতই। এতে করে মানবদেহ রূপ মেশিনের কর্মক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। সারা বছরে দেহের অভ্যন্তরে যে জৈব (Toxin) বিষ সৃষ্টি হয়, তা এক মাসের ছিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত (Detoxicate) হয়ে যায়।

ছিয়াম ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। দিনের বেলা ছিয়াম পালন করার ফলে রক্তের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু এটি কোনভাবেই ক্ষতিকর নয়। এর প্রভাবে যকৃত পায় বিশ্রাম। ছিয়াম দ্বারা Diastolic প্রেসারের মাত্রা সর্বদা কম থাকে। ছিয়াম পালনকালে রক্তের ধমনীর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। এর ফলে রক্ত ধমনী সমূহ কুঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া ছিয়ামের দ্বারা রক্তের পরিচ্ছন্নতা ঘটে। হাড়ের মজ্জার (Bone narrow) মধ্যে রক্ত তৈরী হয়। শরীরে যখন রক্তের প্রয়োজন পড়ে, তখন এক প্রকার স্বয়ংক্রিয় উত্তেজনা হাড়ের মজ্জাকে আন্দোলিত করে তোলে। ছিয়াম পালনকালে যখন রক্তের মধ্যে খাদ্যের পদার্থ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়, তখন হাড়ের মজ্জা

আন্দোলিত হ'তে থাকে। এভাবে একজন দুর্বল লোক ছিয়াম পালনের মাধ্যমে সহজেই নিজের দেহে রক্ত বৃদ্ধি করে নিতে পারে প্রায় বিনা মূল্যে ও বিনা চিকিৎসায়। ছিয়ামের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক প্রকারের প্রাণ সমৃদ্ধ পদার্থের বদৌলতে একজন শীর্ণকায় মানুষ হয়ে উঠতে পারে স্বাভাবিক, স্থূলকায় মানুষও হ্রাস করে নিতে পারে তার স্থূলকায় দেহ।

ছিয়ামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হ'ল শরীরে প্রবাহমান পদার্থ সমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। মুখের লালাযুক্ত ঝিল্লীর উপরের অংশে সম্পৃক্ত কোষ থাকে, যাকে প্রাপথেলীন কোষ বলা হয়। এগুলো দেহের আর্দ্র পদার্থ নিষ্কাশনে নিয়োজিত থাকে। ছিয়ামের মাধ্যমে এদের কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পায়।

লালা তৈরীকারী মাংসগ্রন্থিসমূহ, গর্দানের মাংসগ্রন্থি ও অগ্ন্যাশয়ের মাংসগ্রন্থি সমূহ অধির আগ্রহে বিশ্রামের অপেক্ষায় থাকে, রামাযানে তারা কিছুটা বিশ্রাম পায়। ছিয়ামের সময় দিনে মদ, ধূমপান প্রভৃতি বদ অভ্যাস ও উত্তেজক জিনিস হ'তে বিরত থাকার কারণে লাঞ্চ ক্যান্সার (Lung Cancer), হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা (Heart Weakness) ও অন্যান্য কঠিন রোগ থেকে মানুষের মুক্তি ঘটে।

রামাযান মাসে যকৃত (liver) ও মূত্রাশয় সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। চার্লস ই.পেজ বলেন, 'ছিয়ামের ফলে যকৃতের ফোড়া আরোগ্য হয়। এর জন্য অবশ্য এক মাসের মতো ছিয়াম পালন করা লাগে'। মূত্রাশয়ের নানা উপসর্গও এই ছিয়ামের দ্বারা উপশম হয় বলে ডাঃ এম. এ. রাহাত মত প্রকাশ করেন।

ডাঃ লাষ্ট বারনার বলেন, 'ফুসফুসে কাশি, লোবার নিউমোনিয়া, কঠিন কাশি, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ ছিয়ামের দ্বারা আরোগ্য হয়'। এছাড়াও একজন সুস্থ মানুষের জন্যও ছিয়ামের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। এ সময় অবাধ গতিতে বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। ছিয়াম পালনকালে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়।

যাদের শরীরে চর্বির আধিক্য দেখা যায়, তাদের রক্তে কোলেষ্টেরল বেশী থাকে। রক্তে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে হাই ব্লাড প্রেসার (Hypertension) ও বহুমূত্র (Diabetes mellitus) হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে "The Principle and Practice of medicine" গ্রন্থে স্যার স্ট্যানলী ডেভিডসন এবং জন ম্যাকলিও বলেন, "Obesity is associated with an increased tendency to hypertension. The association of obesity and diabetes has long been reco†gvnised, but it is still uncertain whether obesity is the result or the cause of diabetes" ছিয়াম পালন করলে মানবদেহে চর্বি ও কোলেষ্টেরল এর মাত্রা স্বাভাবিক থাকে।

ছিয়াম পালনকালে যথাসম্ভব ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলা উচিৎ। খাদ্য দ্রব্যাদি তেলে ভাজার সময় তেলকে একাধিকবার ব্যবহার করা হয়। এই তেল আবার ফুটানো হয় ৩০০-৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, অথচ তেলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তেল হচ্ছে এক প্রকার স্নেহ (Lipid) জাতীয় পদার্থ। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় 'Acrolene' নামের এক ধরনের জৈব হাইড্রোকার্বন তৈরী করে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি ধীরে ধীরে মানুষের হজম শক্তি দুর্বল করে ফেলে। ফলে পেটের পীড়া যেমন- বদ হজম, ডায়রিয়া, পাকস্থলি জ্বালাপোড়া প্রভৃতি দেখা দেয়।

জনাব ফিরোজ রাজ মহাত্মা গান্ধির জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন ছিয়াম রাখার পক্ষপাতী। তিনি বলতেন যে, 'মানুষ খেয়ে-খেয়ে স্বীয় শরীরকে অলস বানিয়ে ফেলে, আর অলস শরীর না জগদ্বাসীর আর না মহারাজের (সৃষ্টিকর্তার)। যদি তোমরা শরীরকে সতেজ ও সচল রাখতে চাও তাহ'লে শরীরকে দাও তার ন্যূনতম আহার আর পূর্ণ দিবস ছিয়াম রাখ'।

ডাঃ লুথরেজম (ক্যামব্রিজ) ছিলেন একজন ফারমাকোলজী বিশেষজ্ঞ। একবার তিনি ক্ষুধার্ত (ছায়েম) মানুষের পাকস্থলীর আর্দ্র পদার্থ (Stomach secretion) নিয়ে তার ল্যাবরেটরীতে টেস্ট করে দেখতে পেলেন যে, তাতে সেই খাদ্যের দুর্গন্ধময় উপাদান যার দ্বারা পাকস্থলী রোগ-ব্যাধি গ্রহণ করে পাকস্থলীর রোগ নিরাময় করে।

সিগমন্ড নারায়ড ছিলেন একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। তিনি মাঝে মাঝে অভুক্ত (ছিয়াম) থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন, 'ছিয়াম মনস্তাত্ত্বিক ও মস্তিষ্ক রোগ নির্মূল করে দেয়। মানবদেহে আবর্তন-বিবর্তন আছে। কিন্তু ছায়েম ব্যক্তির শরীর বারংবার বাহ্যিক চাপ (External Pressure) গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। ছায়েমের দৈহিক খিচুনী (Body congestion) ও মানসিক অস্থিরতা (Mental depression) হয় না'। ডাঃ আলেক্স হেইগ বলেন, 'ছিয়াম হ'তে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়- স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ এবং যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়'। ডঃ হেনরিক ষ্টার্ন ছিয়ামের উপকারিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'মানসিক ও স্নায়ুবিক বৈকল্যে ছিয়ামের উপকারিতা দেখে থ' হয়ে যেতে হয়। পক্ষাঘাত এবং আধা-পক্ষাঘাত রোগ ছিয়ামের বদৌলতে অতিদ্রুত সেরে যায়। স্নায়ুবিক

দৌর্বল্য, এমনকি অনেক সময় উন্মত্ততা রোগও ছিয়ামের কারণে ভাল হয়ে যায়'।

ডাক্তার জয়েল্‌শ বলেন, 'যখনই এক বেলা খাওয়া বন্ধ থাকে, তখনই দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে'। ডাক্তার আইজাক জেনিংস বলেন, 'যারা আলস্যের খনি এবং যারা অতিভোজন দ্বারা তাদের সংরক্ষিত জীবনীশক্তিকে আলস্যে ভারাক্রান্ত করে রাখে, তারা হাঁটিহাঁটি পা-পা করে আত্মহত্যার দিকেই এগিয়ে যায়। অধিক ভোজনে দেহে যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা সমগ্র দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে দূষিত করে দেয়। ফলস্বরূপ দেহে এক অস্বাভাবিক রকমের ক্লান্তিবোধ ও জড়তা নেমে আসে'। ডাক্তার ডিউক বলেছেন, 'জীর্ণ-ক্লিষ্ট-রুগ্ন মানুষের পাকস্থলী থেকে সব খাদ্য সরিয়ে ফেলো, দেখবে রুগ্ন মানুষটি উপোস থাকছে না, উপোস থাকছে প্রকৃতপক্ষে তার রোগটি'। এ কারণেই বহু শতাব্দী পূর্বে (মেডিসিনের জনক) ডাঃ হিপোক্রেটিস বলেছিলেন, "The more you nourish a diseased body, the worse you make". রামাযানের ছিয়াম দেহযন্ত্রের বিরতিকালে শরীরে রোগ নিরাময়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছিয়ামের তাৎপর্য জানা-বুঝা ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

তথ্যপঞ্জী :

১। A Board of Researchers, Scientific Indications in the Holy Quran (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1995), P. 61-63.

২। ঐ বঙ্গানুবাদ : আল-কুরআনে বিজ্ঞান (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ২০০৭), পৃঃ ৮২-৮৪।

৩। ডাঃ মুহাম্মাদ তারেক মাহমূদ, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান (ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৪২০ হিঃ), পৃঃ ১৪০-৫৯)।

৪। ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়ায্‌যাম, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ইসলাম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃঃ ৮-১০।

৫। ডাঃ এইচ.এম.এ.আর. মামুনূর রশীদ, রোযায় পেপটিক আলসার ভীতি : বিজ্ঞান ও ইসলামী দৃষ্টিতে সমাধান, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম (ঢাকা : ইফাবা, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯), পৃঃ ৭০-৭৩।

৬। অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য (ঢাকা : ১৯৮৫), পৃঃ ১১-২০, 'রোযা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান' অধ্যায়।

৭। নূরুল ইসলাম, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিয়াম সাধনা, আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০১, পৃঃ ৩-৬।

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েল :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুন ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরষ্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি (আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু...) 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি (যাহাবায যামাউ...) 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরষ্কার ওয়াজিব হ'ল'।[৪]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৫]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৬] 'রাসূলুল্লাহ

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।*
২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।
৫ আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৬. *আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।*

(ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৭]

৫. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৮] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত।[৯]

৬. ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উলেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[১০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১২]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৩] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৪]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৫] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৬]

৮. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৭] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৮] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৯]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ভঙ্গ হয় এবং তার ক্বাযা আদায় করতে হয় (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪)*। (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২০] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২২] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৩]

---

৭. *নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।*
৮. *বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।*
৯. *নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।*
১০. *বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।*
১১. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।*
১২. *দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।*
১৩. *আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।*
১৪. *মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।*
১৫. *মিশকাত হা/১৩০২।*
১৬. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
১৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।*
১৮. *আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
১৯. *আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।*
২০. *নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।*
২১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১ পৃঃ।*
২২. *নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।*
২৩. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*

সাময়িক প্রসঙ্গ

ফ্রান্স ও স্পেনে হিজাব নিষিদ্ধ

মোবায়েদুর রহমান

পশ্চিমারাই আমাদের শিখিয়েছে ফ্রিডম বা স্বাধীনতার ললিত বাণী। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরার স্বাধীনতা ইত্যাদি হরেক রকমের স্বাধীনতা বা ফ্রিডম। কে কোন্ ধরনের পোশাক পরবেন সে ব্যাপারেও দেয়া হয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। এই বাংলাদেশেই আমরা কত জাতের পোশাক পরি। শিক্ষিত সমাজ সাধারণত প্যান্ট-শার্ট পরেন। এখন আবার অনেকে পাজামা-পাঞ্জাবীও পরেন। এই প্যান্ট-শার্টের আবার রকমফেরও রয়েছে। মুজিবপন্থীরা পাজামা-পাঞ্জাবির উপর কালো রঙের মুজিব কোট পরেন। জিয়াপন্থীদের কেউ কেউ সাফারি শার্ট পরেন। আমাদের ওলামা-মাশায়েখরা পাঞ্জাবি এবং লম্বা ঝুলওয়ালা ঢোলা পাঞ্জাবি পরেন। তারা মাথায় পরেন টুপি। তাদের মুখে শোভা পায় দাড়ি। অবশ্য আজকাল ক্যাস্ট্রোপন্থী সমাজতন্ত্রী অথবা উদাসী হাওয়ার চলতি পথের যুবকরা দাড়ি রাখেন। এক ধরনের ওলামা-মাশায়েখ পায়ের পাতা পর্যন্ত প্রলম্বিত আচকান টাইপের কাপড় পরেন। মেয়েরা সাধারণত শাড়ি পরেন। তবে এখন কিশোরী থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী অর্থাৎ ৪৫ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে সালোয়ার-কামিজ দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে। একমাত্র বৃদ্ধা ছাড়া ঘরে সব বয়সী মহিলাই ম্যাক্সি পরেন। অনেক মহিলা শাড়ি পরেন, সেই সাথে মাথায় কাপড় দেন। আবার অনেকে মাথায় কাপড় দেন না। আগে দেখা যেত, মহিলারা মার্কেট বা শপিংমলে কেনাকাটা করছেন। এমন সময় মসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে এলো। একমাত্র কিশোরীরা ছাড়া সকলেই আযানের ধ্বনি শোনার সাথে সাথে মাথায় কাপড় দিতেন। যারা সালোয়ার-কামিজ পরেন তারা তাদের দোপাট্টাকেই সেই মুহূর্তে মাথার কাপড় হিসাবে ব্যবহার করতেন। এখন অবশ্য আযান পড়লে সকলকে আর মাথায় কাপড় দিতে দেখা যায় না। ইদানীং কিছুসংখ্যক যুব মহিলাকে প্যান্ট-শার্ট পরতে দেখা যাচ্ছে। তবে প্যান্ট-শার্ট অথবা প্যান্ট ও ফতুয়া পরা মহিলার সংখ্যা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বেশী দেখা যায়। কয়েক বছর আগে স্লিভলেস ব্লাউজ পরা মহিলার সংখ্যা কিছু কিছু দেখা যেত। এখন অবশ্য স্লিভলেসের সংখ্যা কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। গ্রামগঞ্জে সাধারণ মানুষের সাধারণ পোশাক হ'ল লুঙ্গি। কৃষক-শ্রমিকরা লুঙ্গি পরেন এবং খালি গায়ে থাকেন। কেউ কেউ লুঙ্গির সাথে গেঞ্জি এবং কেউ কেউ লুঙ্গির সাথে হাফশার্ট বা ফতুয়া পরেন।

ওপরের এসব বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন ধরনের পোশাক-আশাক পরেন। এটি হ'ল রুচি অভিরুচির ব্যাপার। যার যেটা ভাল লাগে তিনি সেটাই পরেন। এজন্য কেউ কিছু বলেন না। এগুলো হ'ল একান্তভাবেই ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপার। লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল এই যে, বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে একটি হোমোজেনাস (সমজাতীয়) দেশ। আমাদের ভাষা এক। আমাদের নৃতত্ত্ব এক। আমরা হ'লাম মাছে-ভাতে বাঙালী। ডাল-ভাত আমাদের সাধারণ খাবার। আমাদের খাবারের নাম শাকান্ন। কিছু কিছু উপজাতীয় আছেন। তবে তাদের সংখ্যা ০.৫ শতাংশও নয়। এমন হোমোজেনাস একটি দেশ, তা সত্ত্বেও পোশাক-আশাকে কত বৈচিত্র্য, কত ভিন্নতা! তারপরও পোশাক নিয়ে এদেশে কোন কথা নেই। যার যা ইচ্ছা তিনি তাই পরেন। কিন্তু যারা ব্যক্তিস্বাধীনতার ফেরিওয়ালা, যারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-আচরণের বাধাহীন স্বাধীনতার মুখর প্রবক্তা, তাদের দেশেই এখন নিজ নিজ পছন্দমতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরার ওপর আরোপ করা হচ্ছে অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধ। শুনে আমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় যে, ইউরোপের কোন কোন দেশে মহিলাদের বোরকা পরা অথবা হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে সভ্যতাগর্বী বলে যাহির করা ফ্রান্সে। এই নিন্দনীয় ঘটনাটি ঘটেছে বেলজিয়ামে। শুধু তাই নয়, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ডাঃ জাকির নায়েকের ইংল্যান্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যি যে, 'ফিফা' নামক ফুটবল খেলার যে বিশ্ব স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে সেই সংস্থাটিও হিজাব পরে খেলায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে।

॥ দুই ॥

ঘটনাগুলো খুলেই বলছি। গত মে মাসে ফরাসি মন্ত্রীসভা মুসলমান মহিলাদের বোরকা পরা নিষিদ্ধ করেছে। ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সার্কোজি এই পদক্ষেপকে সঠিক পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কিত যে আইন পাস হয়েছে সেই আইনে বলা হয়েছে যে, ফ্রান্সে কাউকে এমন পোশাক পরতে দেয়া হবে না যে পোশাক কারো মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ঢেকে রাখে। যারা এই আইন ভঙ্গ করবে তাদের ১৮০ মার্কিন ডলার অথবা ১৫০ ইউরো জরিমানা করা হবে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে ফরাসি মূল্যবোধ শেখানোর জন্য তাদের বিশেষ স্কুলে পাঠাতে পারবে। কেউ যদি কাউকে জোর করে বোরকা পরায় তাহ'লে তাকে ১ বছরের জেল দেয়া হবে এবং সেই সাথে জরিমানা করা হবে ১৫ হাযার ইউরো। খোদ ফ্রান্সেই একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন তুলেছেন যে, জোর করে বোরকা পরানোর অপরাধে যদি জেল-জরিমানা হয়, তাহ'লে জোর করে বোরকা পরা থেকে বিরত থাকার জন্য একই ধরনের জেল-জরিমানা হবে না কেন? এটি হ'ল আইনের প্রশ্ন। এটি হ'ল ইনছাফের প্রশ্ন। যেসব স্থানে বোরকা পরে হাজির হওয়া যাবে না, যেসব পাবলিক প্লেসে বোরকা পরে অথবা হিজাব পরে যাওয়া যাবে না সেগুলো হ'ল দোকানপাট, শপিংমল, সিনেমা হল, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদি। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ আইনি সংস্থার নাম হ'ল

'কাউন্সিল অব ষ্টেট'। তারা এ মর্মে সতর্ক করেছেন যে, মন্ত্রী সভায় অথবা পার্লামেন্টে বোরকা বা হিজাব নিষিদ্ধ করার আইন পাস করলে সেটি কতদূর কার্যকর করা যাবে সেটি নিয়ে গুরুতর সন্দেহ রয়েছে। সাধারণত একশ্রেণীর মুসলিম মহিলাই হিজাব বা বোরকা পরে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফ্রান্সে রয়েছে ৫০ লাখ মুসলমান। আর ফ্রান্সের জনসংখ্যা সাড়ে ৬ কোটি। অর্থাৎ দেশটির সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৭.৮ শতাংশই মুসলমান। পরবর্তী খবরে প্রকাশ, গত ১৩ জুলাই মঙ্গলবার ফরাসি পার্লামেন্টের নিম্ন পরিষদ বিপুল ভোটে ফ্রান্সে হিজাব বা বোরকা পরা নিষিদ্ধ করার একটি বিল পাস করেছে। ইউরোপের একাধিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন যে, দেশটির রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী ভোটারদের সমর্থন লাভের জন্যই প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সার্কোজি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফ্রান্সে বিলটি পাস হ'লেও এখনও সেটি কার্যকর হয়নি। তবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিলটি সিনেটে যাবে। সিনেট হ'ল পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদ। এখানে বিলটি যদি পাস হয় তাহ'লে সেটি আইনে পরিণত হওয়া এবং সেই আইন কার্যকর হওয়ার পথে আর কোন বাধা থাকবে না। তবে সেই বিলটি নিয়ে কেউ যদি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে যায়, তাহ'লে সেটি অবৈধ ঘোষিত হ'তেও পারে বলে ফ্রান্সের সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কারণ যেসব রাজনৈতিক নীতিমালার উপরে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে এবং যেসব নীতিমালা ফ্রান্সের সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলোর সাথে বোরকা নিষিদ্ধ করার বিলটি সাংঘর্ষিক বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এর আগে স্পেন এবং বেলজিয়ামে হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফরাসি নিম্ন পরিষদের ভোটের ফলাফল দেখলে বোঝা যায়, ফরাসিরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কতখানি বিদ্বিষ্ট। কারণ এই বিলটির পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৩৫টি এবং বিপক্ষে মাত্র ১টি। সমাজতান্ত্রিক দলসহ বিরোধীদলীয় অধিকাংশ সদস্য হিজাব নিষিদ্ধ করার পক্ষে থাকলেও তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে এটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে ভোট দেননি। তারা অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন।

॥ তিন ॥

অপর একটি ঘটনায় ইংল্যান্ডের নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেরেসা মে ভারতের ইসলামী টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ডাঃ জাকির নায়েকের লন্ডনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। লন্ডন এবং শেফিল্ডে ইসলাম সম্পর্কে একাধিক সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য গত জুন মাসে ডাঃ জাকির নায়েকের ইংল্যান্ডে আসার কথা ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ইংল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে কোন ব্যক্তির ইংল্যান্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে, সেই ব্যক্তির ইংল্যান্ডে উপস্থিতি ইংল্যান্ডের জাতীয় নিরাপত্তা, জনস্বার্থ এবং তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে বিবেচিত হয়। তিনি আরো বলেন, ইংল্যান্ডের নাগরিক নন, এমন কোন ব্যক্তির ইংল্যান্ডে প্রবেশ তার জন্য একটি সুবিধা মাত্র, কোন অধিকার নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিস মে বলেন, 'ডাঃ নায়েক যে মন্তব্য করেছেন তার অনেকগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তার লন্ডনে আগমন ব্রিটিশ নাগরিকদের জনস্বার্থের পরিপন্থী বলে আমি মনে করি'। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডাঃ জাকির নায়েক একজন ভারতীয়। তিনি মুম্বাই নগরীতে বসবাস করেন। তিনি মুম্বাইয়ের 'পিস টিভি' নামক প্রাইভেট চ্যানেলে ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বিবিসি থেকে বলা হয়েছে, সমকালীন বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে যে ক'জন অথরিটি রয়েছেন, ডাঃ জাকির নায়েক তাদের অন্যতম।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করে আজকের লেখার উপসংহার টানব। সেটি হ'ল এই যে, ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন বা ফিফা তাদের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় হিজাব পরে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এর ফলে ইরানী মেয়েরা আগামী অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য যুব অলিম্পিক গেমের ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কারণ ইরানী মেয়েরা খোলা চুলে খেলবে না। তারা হিজাব পরে খেলবে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হ'ল এই যে, একমাত্র মাথায় হিজাব পরা ছাড়া তারা আর কোন ধরনের নেকাব পরে খেলবে না বলে কথা দিয়েছিল। তারপরও তাদের শুধু হিজাব পরার অপরাধে এই প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা হ'ল। অত্যন্ত নিন্দার বিষয় হ'ল এই যে, ফিফা যা করল তার সাথে খেলাধূলার কোন সম্পর্ক নেই। এটি হ'ল নিরেট রাজনীতি। এটি হ'ল পশ্চিমাদের ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী বিদ্বিষ্ট মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

॥ চার ॥

লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্নিয়া, সিডনি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত শহরগুলোতে সেখানকার মানুষজনকে আমি বিচিত্র বেশভূষা পরিধান করতে দেখেছি। নিউইয়র্ক একটি বহুজাতি ও বহুভাষী মানুষের শহর। এখানে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের শতাধিক দেশের শতাধিক জাতীয়তা সম্পন্ন মানুষ বসবাস করেন। কৃষ্ণ বর্ণ, হিসপ্যানিক, আরব, ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাংলাদেশীসহ পৃথিবীর কোন্ দেশের মানুষ সেখানে নেই? পুরুষ বলুন, মহিলা বলুন, তাদের অনেকেরই বেশভূষা শুধু বিচিত্র নয়, রীতিমতো কিংভূতকিমাকার। দেখবেন, একশ্রেণীর মহিলা তাদের চুলকে দড়ির মতো করে ১৫/২০টি বেনি করেছে। যারা পাঙ্ক, সেই পুরুষ মানুষ মাথার দুই ধার নেড়ে করে মধ্যে কালো বর্ণের চুল সজারুর কাঁটার মতো খাড়া করে রেখেছেন। অনেক মহিলা গ্রীষ্মকালে যেসব প্যান্ট পরেন সেগুলো ফুলপ্যান্ট তো নয়ই, হাফপ্যান্টও নয়। সেগুলো প্যান্টির চেয়ে বড় জোর এক ইঞ্চি লম্বা। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অনেকে উলকি পরেন। এই উলকি মারা থাকে তাদের বাহুমূলে, উরুতে, তলপেটে এমনকি বক্ষাবরণীর ঠিক উপরে। ওরা স্কার্ট পরেন। কিন্তু সেগুলো এতো সংক্ষিপ্ত যে, আপনি সাবওয়েতে অর্থাৎ পাতাল রেলে ভ্রমণ করলে

অতিসহজেই তাদের প্যান্টিতে আপনার চোখ আটকে যাবে। বাঙালী সংস্কৃতি এবং মুসলিম সংস্কৃতিতে এ ধরনের স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত বস্ত্র নগ্নতার শামিল। কিন্তু সেটি নিয়ে তো কেউ আপত্তি তুলছে না। এই দৃশ্য আমি প্যারিসেও দেখেছি। মহিলারা সেখানে নামমাত্র কাপড়ের জন্য যেখানে নিন্দিত ও ধিকৃত হওয়ার কথা, সেখানে তারা সরকার ও রাষ্ট্রের সমর্থন পাচ্ছে। সমুদ্র সৈকতগুলোর দৃশ্য কি? সিডনী শহরের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে অসংখ্য সী-বীচ। আমি এমনও দেখেছি যে, অসংখ্য মহিলা সমুদ্রের বালুকাবেলায় বক্ষ-বন্ধনী খুলে রেখেও রৌদ্র স্নান করেন।

কেউ যদি এসব দৃশ্য দেখে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করেন তাহ'লে তৎক্ষণাৎ তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হবে। নগ্নতা যদি এসব দেশে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পায়, তাহ'লে দেহকে আবৃত করলে জেলযুলুম হবে কেন? এটি কোন ধরনের সভ্যতা? এটি কোন ধরনের আইন? বোরকা, হিজাব বা নেকাব যা কিছুই পরা হোক না কেন, সেটি তো অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না। তাহ'লে তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিবাদী পশ্চিমা শক্তিগুলো বেছে বেছে শুধু মুসলিম ও ইসলামী লেবাসের ওপর খড়্গহস্ত হচ্ছে কেন? এটা করে কি তারা মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না? এটা করে কি তারা মুসলমানদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না?

আজ যদি আমাদের সমুদ্র সৈকতে অর্থাৎ কক্সবাজারে বিদেশীদের বিকিনি পরা নিষিদ্ধ করা হয় তাহ'লে শুধু তারাই নয়, আমাদের বাংলাদেশী প্রগতিবাদী বন্ধুরাও 'গেলো গেলো' বলে তারস্বরে চিৎকার করবেন। কিন্তু ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্পেন এবং জার্মানির বিরাট অঞ্চলে যখন হিজাব, নেকাব বা বোরকা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন ওরা মুখে কলুপ এঁটে থাকেন কেন? এটিই কি প্রগতিবাদিতা? এটিই কি ধর্মনিরপেক্ষতা? এটিই কি অসাম্প্রদায়িকতা? ইসলামের বিরোধিতা করা এবং মুসলমানদের বিরোধিতা করা যদি হয় প্রগতিবাদ, মুসলিম উম্মাহ্র নিজস্ব চিন্তাধারা যদি হয় সেক্যুলারিজমের বিরোধী, মুসলিম সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য যদি হয় প্রগতিবিরোধী, তাহ'লে কারো কিছু বলার নেই। সেক্ষেত্রে বলতে হবে, তুমি যদি আমার অঙ্গাবরণ নিষিদ্ধ করো, তাহ'লে আমি তোমার নগ্নতা নিষিদ্ধ করব। কারণ তোমার নগ্নতা শুধু ইসলাম বিরোধীই নয়, তোমাদের 'জুডাইজম' অর্থাৎ ইহুদীবাদেরও পরিপন্থী। 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' নগ্নতা এবং বহুগামিতা গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলামেও এগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসলামে এগুলো নিষিদ্ধ বলে যদি তোমরা এগুলোর সমালোচনা করো তাহ'লে বাইবেলের 'ওল্ড টেষ্টামেন্টে' এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার সমালোচনা করো না কেন?

॥ সংকলিত ॥

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত সর্বাধিক তথ্য সমৃদ্ধ, সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত, হজ্জ সম্পাদনের অনন্য বই

হজ্জ ও ওমরা (বর্ধিত ২য় সংস্করণ)

নতুন কলেবরে আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে বর্ধিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। শিরক-বিদ'আত মুক্তভাবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্জ সম্পাদনের এটি একটি অনন্য গাইড বুক। পকেট সাইজের এই বইটি হজ্জ পালনকালীন সময়ে বহনেও খুব সুবিধাজনক। ১৬০ পৃষ্ঠার এই বইটির নির্ধারিত মূল্য ২০/= (বিশ) টাকা। আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন!

বইটিতে যা আছে–

১. হজ্জ ও ওমরার পরিচিতি, সময়কাল ও হুকুম, ২. হজ্জ ও ওমরার ফযীলত, ৩. হজ্জের প্রকারভেদ, ৪. হজ্জের আরকান ও আহকামের বিস্তারিত বিবরণ, ফিদ্ইয়া ৫. বদলী হজ্জ, শিশুর হজ্জ ও অন্যের খরচে হজ্জের বিধান, ৬. হজ্জের সফরে উপদেশ ও সফরের আদব ও প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ, ৭. মহিলাদের জন্য বিশেষ জ্ঞাতব্য, ৮. আরাফা, মিনা ও মুযদালিফায় অবস্থানের সময়, নিয়ম-পদ্ধতি ও কার্যাবলী, ৯. কুরবানী ও কংকর নিক্ষেপের বিবরণ ও পদ্ধতি, ১০. মসজিদে নববী, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর ও বাক্বী' গোরস্থান যিয়ারতের নিয়ম ও ফযীলত। ১১. এক নযরে হজ্জ-এর নিয়মাবলী, ১২. হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির বর্ণনা, ১৩. প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের পরিচিতি, ১৪. কতগুলি উপদেশ, ১৫. কা'বা গৃহের ছবি সহ বিভিন্ন স্থানের পথনির্দেশনা প্রভৃতি। এছাড়াও বইটিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ১২টি টীকা সংযোজিত হয়েছে, দেখা যায় না।

বিঃদ্রঃ প্রত্যেক হাজী কমপক্ষে ১০ কপি সংগ্রহ করুন এবং নিজের কপি বাদে বাকী কপিগুলি বিতরণ করে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার নেকী হাছিল করুন!

যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া মাদরাসা (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

ফোন- (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, মোবাইল ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯।

উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

জুওয়াইরিয়া (রাঃ) ছিলেন বনু মুছতালিক-এর সরদারের কন্যা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুযার ও আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি তাঁর বংশের জন্য খোশনসীবের কারণ ছিলেন। তাঁর জন্যই তাঁর বংশের যুদ্ধবন্দীরা মুক্তি লাভ করেছিল। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের পর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে চলেছেন জীবনের পরতে পরতে। যখনই তিনি সময় পেয়েছেন নফল ইবাদতে সে সময় ব্যয় করার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। রাসূলপত্নী উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা এখানে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচিতি :

তাঁর নাম জুওয়াইরিয়া, পিতার নাম আল-হারিছ।[১] তাঁর পূর্ব নাম ছিল 'বাররাহ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সে নাম পরিবর্তন করে জুওয়াইরিয়া রাখেন।[২] তিনি খুযা'আহ গোত্রের বনু মুছতালিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ ইবনে আবী যিরার ইবনে হাবীব ইবনে আয়েয ইবনে মালিক ইবনে জুয়াইমা ইবনিল মুছতালিক।[৩]

জন্ম ও শৈশব :

জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর সঠিক জন্ম তারিখ ও সাল জানা যায় না। তবে ৫৬ হিজরী সালে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪] সে হিসাবে তাঁর জন্ম ৬২৩ খৃষ্টাব্দে বলে ধরে নেয়া যায়। মুরাইসী' এলাকার বনু মুছতালিক গোত্রে তাঁর শৈশব কেটেছে। কিন্তু তাঁর শৈশবকাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

প্রথম বিবাহ :

জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর চাচাত ভাই মুসাফা' ইবনু ছাফওয়ান ইবনে আবিশ শুফারের সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়। বনু মুছতালিকের যুদ্ধে তিনি নিহত হন।[৫]

রাসূলের সাথে বিবাহপূর্ব ঘটনা :

যয়নাব বিনতু জাহাশকে বিবাহের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বহু বড় বড় ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। হিজরী ৫ম বছরের অধিকাংশ সময় কেটে যায় এসব ঘটনায় ব্যস্ত থেকে। শাওয়ালের শেষ দিকে এবং যুলকা'দাহ মাসের প্রথমে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন হাযার মুসলিম সৈন্য নিয়ে খন্দকের অপর প্রান্তে থেকে ইহুদী ও মুশরিকদের সম্মিলিত বাহিনীর ১০ হাযার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বনু কিনানাহ, তাহামাহ অধিবাসী, গাত্বফান গোত্র ও নজদবাসীও ঐ দলে শামিল ছিল। এ সম্মিলিত বাহিনী চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের আক্রমণ করে। মদীনার ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে। যেসব মুনাফিক কেবল গনীমত লাভের আশায় যুদ্ধে যোগদান করেছিল, তারা সম্ভাব্য আক্রমণের তীব্রতা অনুমান করে দলত্যাগ করে বাড়ী ফিরে যায়। ২৭ দিন মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে। অতঃপর আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য করেন। তারা বিজয়ী বেশে বাড়ী এসে অস্ত্র খুলে রাখার পূর্বেই নির্দেশ আসে ইহুদী বনু কুরাইযা গোত্র আক্রমণের। যুলকা'দার শেষে ও যুলহিজ্জার প্রথমে ২৫ দিন মুসলিম বাহিনী ঐ গোত্র অবরোধ করে রাখেন। এরপর বনু লিহয়ান, যী কারদ, প্রভৃতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতঃপর মুসলমানরা মদীনায় ফিরে আসার পরে এক মাসও অতিক্রান্ত হয়নি, এমতাবস্থায় খবর আসল যে, খুযা'আহ গোত্রের একটি কবীলা বনু মুছতালিক আল-হারিছ ইবনু আবী যিরারের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরাইদা আল-আসলামীকে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে সংবাদ দিলেন যে, বনু মুছতালিক অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করে রাসূলের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়েছে।[৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ খবর পেয়ে যায়েদ বিন হারিছাকে মদীনার দেখা-শুনার জন্য ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিযুক্ত করে ৪র্থ মতান্তরে ৫ম হিজরীর ২রা শা'বান সোমবার ৭০০ জন মুজাহিদ নিয়ে বনু মুছতালিককে প্রতিহত করতে বের হন। মদীনা থেকে ৯ মাইল দূরে বনু মুছতালিকের 'মুরাইসী' নামক কুয়ার কাছে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ অবস্থান নেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য একটি চামড়ার তাবু টানানো হয়। এ সফরে তাঁর সাথে আয়েশা ও উম্মু সালমা (রাঃ) ছিলেন। মুজাহিদগণ কুয়ার নিকটে সমবেত হ'লেন, তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। মুহাজিরদের পতাকা আবু

১. *মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯১ খ্রীঃ/১৪১১ হিঃ), পৃঃ ৩৬০।*
২. *ছহীহ মুসলিম, হা/২১৪০।*
৩. *মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের আত্বা, ৮ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০খ্রীঃ/১৪১০হিঃ), পৃঃ ৯২।*
৪. *আল-হাকিম নাইসাপূরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, তাহক্বীক্ব : মুছত্বফা আব্দুল কাদের আত্বা, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০খ্রীঃ/১৪১১হিঃ), পৃঃ ২৮-২৯।*
৫. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫হিঃ/১৯৮৫ খ্রীঃ), পৃঃ ২৬২; আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯২।*
৬. *ড. আয়েশা আব্দুর রহমান বিনতুশ শাত্বী, তারাজিমু সাইয়েদাতি বায়তিন নবুওয়াত (বৈরুত : দারুর রাইয়্যান লিত তুরাছ, তা.বি.), পৃঃ ৩৫৬-৫৭।*
৭. *আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী, দালাইলুন নবুওয়াত, তাহক্বীক্ব : ড. আব্দুল মু'তী কালা'জী, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫খ্রীঃ/১৪০৫হিঃ), পৃঃ ৪৭।*

www.at-tahreek.com

বকর (রাঃ) বা আম্মার ইবনু ইয়াসার-এর নিকট এবং আনছারদের পতাকা সা'দ ইবনু উবাদাহ্র নিকট অর্পণ করলেন। বনু মুছতালিকের পতাকাবাহী ছিল ছাফওয়ান ইবনু যীশ শুফরাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, একথা প্রচারের জন্য যে, 'তোমরা বল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমাদের জান-মাল নিরাপদে থাকবে'। ওমর (রাঃ) ঘোষণা করলে বনু মুছতালিকের লোকেরা এই স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে যুদ্ধ শুরু হ'ল। এ যুদ্ধে একজন মুজাহিদ শহীদ হন। পক্ষান্তরে বনু মুছতালিকের ১০জন নিহত হয় এবং বাকী সবাই বন্দী হয়।[৮] এই বন্দীদের মধ্যে জুওয়াইরিয়া (রাঃ)ও ছিলেন।[৯]

রাসূলের সাথে বিবাহ :

বনু মুছতালিক যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য পৃথক করার পর অবশিষ্ট সম্পদ নবী করীম (ছাঃ) যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করলেন। অশ্বারোহীকে দু'ভাগ এবং পদাতিককে একভাগ করে দিলেন। জুওয়াইরিয়া বিনতু হারিছ পড়লেন ছাবিত ইবনু কায়েস আশ-শাম্মাস আল-আনছারীর ভাগে। গোত্র প্রধানের মেয়ে হওয়ার কারণে দাসী হয়ে থাকা তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল। তিনি এটা মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি ছাবিত ইবনু কায়েসের সাথে ৯ উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তি করেন। অতঃপর তিনি সাহায্যের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তিনি রাসূলের দরবারে এসে বলেন,

يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لإبن عم له، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي.

'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ ইবনে আবী যিরার যিনি তার কওমের সর্দার। আমার প্রতি যে বিপদ আপতিত হয়েছে, তা আপনার কাছে গোপনীয় নয়। আমি ছাবিত ইবনু কায়েস ইবনে শাম্মাস বা তার চাচাত ভাইয়ের অংশে পড়েছি। আমি তার সাথে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করেছি। তাই আমার চুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য আপনার নিকট এসেছি'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমার জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু করব না? জুওয়াইরিয়া বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেটা কি? তিনি বললেন, আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করে দেব এবং তোমাকে বিবাহ করব। জুওয়াইরিয়া বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলেন। এ খবর শুনে ছাহাবায়ে কেরাম বনু মুছতালিকের ১০০ জন বন্দীর সবাইকে মুক্ত করে দিলেন।[১০] আয়েশা (রাঃ) বলেন, فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها– 'আমি জানি না তাঁর বংশের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক কল্যাণময়ী কোন মহিলা ছিল কি-না'।[১১] বনু মুছতালিকের যুদ্ধবন্দী মুক্তিই ছিল তাঁর বিবাহের মোহর।[১২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জুওয়াইরিয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, ان أزواجك يفخرن علي يقلن لم يزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت ملك يمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أعظم صداقك ألم أعتق أربعين رقبة من قومك– 'নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীগণ আমার উপর গর্ব করে। তারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে বিবাহ করেননি, বরং ডান হাতের (বিজিত) সম্পদ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে সবচেয়ে অধিক মোহর প্রদান করিনি? আমি কি তোমার কওমের ৪০ জন দাসকে মুক্ত করিনি'?[১৩]

জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-কে তাঁর পিতার ফিরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা:

জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর পিতা হারেছ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, আমার মেয়ে বন্দী হয়ে এসেছে। কিন্তু সে অন্যান্য মহিলার মত দাসী হ'তে পারে না। কেননা আমি ঐ কওমের সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্যতম। সুতরাং আপনি তাকে ছেড়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরা যদি তাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার প্রদান করি তাহ'লে সেটা কি উত্তম হয় না? তখন হারিছ বললেন, হ্যাঁ, আর আমি তার মুক্তিপন প্রদান করছি। অতঃপর তিনি জুওয়াইরিয়া (রাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, ঐ লোকটি তোমাকে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার দিয়েছে। সুতরাং তুমি আমাদেরকে লাঞ্ছিত কর না। জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেই এখতিয়ার করছি। তখন হারিছ বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি আমাদেরকে অপমানিত করলে।[১৪] উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে তাঁর পিতা আল-হারিছ ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৫]

[চলবে]

৮. *দালাইলুন নবুওয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪-৪৭।*
৯. *তারাজিমু সাইয়েদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩৫৭।*
১০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫।*
১১. *ঐ, পৃঃ ২৬৩।*
১২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬২; মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮; আত-ত্বাবাকাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯২-৯৩।*
১৩. *মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭।*
১৪. *আত-ত্বাবাকাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩, সনদ ছহীহ; হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪খ্রীঃ/ ১৪১৫হিঃ), পৃঃ ৩৫৮।*
১৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪।*

www.at-tahreek.com

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

সঊদী আরব গমন :

মাওলানা আহমাদ দেহলভী মসজিদে নববীর পার্শ্বে 'দারুল হাদীছ' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিরোধীরা সরকারের কাছে এ মাদরাসার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করার কারণে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ মাদরাসাটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আহমাদ দেহলভী 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'[১] নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে অবগত করান এবং মাদরাসাটি পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করার অনুরোধ করেন। জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ মাদরাসাটি পুনরায় খোলার ব্যাপারে আলোচনার জন্য শায়খ খলীল আরব বিন মুহাম্মাদ আরব ও ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীকে প্রতিনিধি হিসাবে তৎকালীন সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭/২২ শা'বান ১৩৬৬ হিজরীতে তাঁরা সঊদী আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ১৬ রামাযান রিয়াদে পৌঁছেন। সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে জমঈয়তের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানো হয় এবং সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে তাদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

১৬ রামাযান প্রতিনিধি দলটি সঊদী বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। বাদশাহ তাদের সঊদী আরব আগমনের কারণ জানতে চান। শায়খ খলীল আরব তাদের সঊদী আসার উদ্দেশ্য বাদশাহকে অবগত করালে বাদশাহ বলেন, মাদরাসার বিরুদ্ধে অভিযোগের স্তূপ জমা পড়েছে। অতঃপর বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তায়েফের তদানীন্তন আমীর (পরবর্তীতে বাদশাহ) স্বীয় সন্তান ফায়ছালের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। মাদরাসা সংক্রান্ত ফাইল তার কাছে ছিল। বাদশাহ তাকে এ সংক্রান্ত ফাইল দ্রুত পাঠাতে বলেন। অবশেষে বাদশাহ উক্ত মাদরাসাটি পুনরায় খুলে দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হন।

ঈদুল ফিতরের দিন প্রতিনিধি দলটি আমীর ফায়ছালের সাথে তায়েফে সাক্ষাৎ করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত এবং সেখানকার বড় বড় শায়খদের সাথে সাক্ষাত করেন। দ্বিতীয় বার বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বাদশাহকে 'তুহফাতুল আহওয়াযী' উপহার দেয়া হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর (যুলকা'দা ১৩৬৬ হিঃ) প্রতিনিধি দলটি দেশে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য, হজ্জের সময় নিকটবর্তী হওয়ায় বাদশাহ প্রতিনিধি দলকে হজ্জ করে দেশে ফেরার জন্য বললে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'জমঈয়তে আহলেহাদীছের খরচে আমরা এখানে এসেছি। নিজেদের নয়। নিজেরা সামর্থ্য হ'লে আগামীতে হজ্জ আদায় করব ইনশাআল্লাহ'।[২]

জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন :

১৯৪৭ সালে রহমানিয়া মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি মুবারকপুরে ফিরে এসে 'মির'আতুল মাফাতীহ' রচনায় নিমগ্ন হন। এ সময় সঊদী আরব, পাকিস্তান ও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছের দরস দানের জন্য তাঁর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি সেসব প্রস্তাবে সাড়া দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বস্তুগত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে মিশকাতের উক্ত ভাষ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাঁর দৈনন্দিন রুটিন ছিল এরূপ- ভোর ৩/৪ টার দিকে ঘুম থেকে উঠতেন। ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায়ের পর একটু হাঁটাহাঁটি করে নাশতার পর অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করতেন। যোহর পর্যন্ত এভাবে অবিরাম জ্ঞানসাগরে ডুবে থাকতেন। দুপুরে খাওয়ার পর আবার গবেষণার জগতে হারিয়ে যেতেন। এভাবে গভীর রাত পর্যন্ত লেখালেখি চলত। অত্যধিক অধ্যয়ন এবং পরিশ্রমের কারণে দুর্বলতা অনুভব করলে কখনো কখনো দুপুরের খাবারের পর খানিক বিশ্রাম নিতেন।[৩]

জামে'আ সালাফিয়ায় শিক্ষকতার প্রস্তাব :

১৯৬৩ সালে 'জামে'আ সালাফিয়া বেনারস' প্রতিষ্ঠিত হ'লে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ' নেতৃবৃন্দ

১. *তখন জমঈয়তের নাম ছিল 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'। ১৯৭০ সালের পর জমঈয়তের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'। বর্তমানে দিল্লীতে ৪১১৬ উর্দূ বাজার 'আহলেহাদীছ মনযিল'-এ জমঈয়তের নিজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। পাক্ষিক 'তারজুমান' এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬৮-৬৯; আরো বিস্তারিত জানার জন্য লগ অন করুন : www. ahlehadees.org ই-মেইল : Jamiatahlehadeeshind@ hotmail.com.*

২. *ফাওয়ায আব্দুল আযীয, শায়খুল হাদীছ ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী : হায়াত ওয়া খিদমাত ১/৬৪-৭৫; মির'আতুল মাফাতীহ ১/১০; মুহাদ্দিছ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ১২-১৪; ছাওতুল উম্মাহ, খণ্ড ৪১, সংখ্যা ৪, এপ্রিল ২০০৯, পৃঃ ৩১-৩৩।*

৩. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৫।*

মুবারকপুরীকে সেখানে একটি বিষয়ের জন্য হ'লেও শিক্ষকতা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে শিক্ষকতার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না পারার আশংকায় তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। ১৯৬৫ সালে আব্দুস সালাম রহমানীকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন, 'সর্বাবস্থায় আমি সহস্র বার আল্লাহ্র প্রশংসা করি। আমি স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত হচ্ছি না যে, ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে একটি বিষয়ের জন্য হ'লেও পাঠদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এবং বাড়ী থেকে দূরে অবস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'।[৪]

১৯৬৬ সালেও জামে'আ সালাফিয়ার দায়িত্বশীলদের এক মিটিংয়ে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভী মুবারকপুরীকে সেখানে প্রত্যেক দিন ছহীহ বুখারীর দরস দেয়ার জন্য অন্তত এক ঘণ্টা ক্লাশ নিতে বলেন। তখন মুবারকপুরী জবাব দেন, 'আমি আপনার ছাত্রত্ব গ্রহণ করে ধন্য ও গর্বিত। আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মতো দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আমি রোগাক্রান্ত হবার কারণে ছহীহ বুখারী পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হব না। আর আমি আশংকা করি যে, এজন্য আল্লাহ্র কাছে খিয়ানতকারী হিসাবে পরিগণিত হব। একথা বলার পর তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়।[৫]

অনেকের কাছে হয়তো ব্যাপারটি অন্য রকম ঠেকতে পারে। কিন্তু পাঠদানের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, সেদিকে লক্ষ্য করলে তার উক্ত অনুরোধে সাড়া না দেয়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। যেমন তিনি বলতেন, 'শিক্ষকতার দিনগুলিতে পাঠদানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এতই পরিশ্রম করতাম যে, অনেক সময় আমাদের ওযন কমে যেত এবং মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে যেত'। তিনি আরো বলতেন, 'ফজরের আযান হওয়া পর্যন্ত অনেক সময় পাঠ দানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতাম। অতঃপর ছালাতের পর পরই দরস শুরু করতাম'।[৬]

হজ্জ আদায় :

মুবারকপুরী (রহঃ) জীবনে মোট তিনবার হজ্জ আদায় করেন। প্রথমবার ১৩৭৫ হিঃ/১৯৫৬ সালে। এ যাত্রায় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ড. রিযাউল্লাহ মুবারকপুরীর বাবা আলহাজ মুহাম্মাদ ইদরীস।[৭] দ্বিতীয়বার ১৩৮৩ হিঃ/১৯৬৩ সালে তিনি স্ত্রীসহ বদলী হজ্জ আদায় করেন।[৮] ১৩৯১ হিঃ/১৯৭২ সালে তিনি 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভীর[৯] সাথে বদলী হজ্জ আদায় করেন।

বিশ্ববরেণ্য দুই আহলেহাদীছ আলেমের মহামিলন :

১৯৭২ সালে শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-২/১০/১৯৯৯) ও ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) দু'জনেই হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী মিনা-তে শায়খ আলবানীর তাঁবুতে মুবারকপুরীকে নিয়ে যান। পরিচয় করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে আলবানী তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। মুখতার আহমাদ নাদভী (১৯৩০-২০০৭) বলেন, 'ইসলামী দুনিয়ার এই দুই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের সেই মহামিলন দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলের সেদিন আনন্দে চোখে পানি এসে গিয়েছিল'।[১০]

মুবারকপুরীর জীবনের বিভিন্ন দিক :

অল্পে তুষ্টি : রহমানিয়া মাদরাসায় তিনি ১০০ রূপী বেতনে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। পরে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ২৫ রূপী বেতন বাড়াতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ না করে জানান, ১০০ রূপীই তার জন্য যথেষ্ট। অতিরিক্ত অংকের কোন প্রয়োজন নেই।[১১] মির'আতুল মাফাতীহ রচনার জন্য তার মাসিক সম্মানী ভাতা নির্ধারণ করা হয় ১৫০ রূপী। কিন্তু ১২৫ রূপী যথেষ্ট বলে তিনি জানান।[১২] উল্লেখ্য, এ সামান্য টাকা দিয়েই তিনি পরিবারের ও কয়েকজন ইয়াতীমের খরচ যোগাতেন।[১৩]

[চলবে]

৪. *মাকাতীবে হযরত শায়খুল হাদীছ, পৃঃ ৫৬, পত্র নং- ৩০, তাং ২৬/৮/১৯৬৫।*
৫. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ৩০৮।*
৬. *ঐ, পৃঃ ২৩১।*
৭. *আল-বালাগ, জুলাই ১৯৯৪, পৃঃ ৪১-৪২।*
৮. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ১৯৭।*
৯. *ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা মুখতার আহমাদ বিন আলহাজ যমীর আহমাদ উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার মৌনাথভঞ্জন নগরীতে ১৯৩০ সালে আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় 'দারুল উলূম' মাদরাসায় তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয়। এরপর 'জামে'আ আলিয়া আরাবিয়া, মৌ', 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' ও 'নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ এবং 'জামে'আ ইসলামিয়া ফয়যে আম' মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। শেষোক্ত মাদরাসা থেকে তিনি ফারেগ হন। কলকাতার একটি মসজিদে ইমামতির মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি মুম্বায়ে এসে বসতি গাড়েন। তিনি জামে'আ সালাফিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর আমীর ছিলেন। তিনি জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, মুহাম্মাদী কল্যাণ ট্রাষ্ট, বিহারী প্রেস, আদ-দারুস সালাফিয়া এবং দারুল মা'আরিফ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৭ বছর বয়সে তিনি ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ সাপ্তাহিক আল-ফুরকান, কুয়েত, সংখ্যা ৪৬১, ২৪/৯/২০০৭, পৃঃ ১৯; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৩৩১-৩২।*
১০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, মাসিক আত-তাহরীক, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ৩১।*
১১. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ১৯৬।*
১২. *ঐ, পৃঃ ১১৭, ২১৮।*
১৩. *ছাওতুল উম্মাহ, বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৩, মার্চ '০৯, পৃঃ ৩১।*

কবিতা

মাহে রামাযান

-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
শিক্ষক (অবঃ), শিবগঞ্জ, বগুড়া।

বছর ঘুরিয়া আসিল ফিরিয়া পাক মাহে রামাযান,
ফযীলতের মাস পাপ মোচনের মাস মহিমান্বিত রামাযান।
ছিয়াম সাধনা মনের আরাধনা যে করিবে যত দান,
এক দানের বিনিময়ে সত্তর গুণ ছওয়াব পাপ হ'তে পরিত্রাণ।
ছিয়াম রাখিবে কাউকে না বকিবে খাবে হালাল খাদ্য,
করিবে না পাপ ডাকুক যত বাপ বাজাবে না সখের বাদ্য।
রাগিবে না রাগে শত্রুর বাগে বলিবে ভাই ভাই,
নম্র স্বরে সকলের তরে বলিবে কথা ঝগড়া-ঝাটি নাই।
ইসলাম হ'ল শান্তি চায় না অশান্তি করে সত্যের গুণগান,
আল্লাহ্‌র দরবারে চাই ক্ষমা করজোড়ে সুখে ভাসুক প্রাণ।
হে রামাযান মাহে রামাযান তোমাকে হাযার সালাম,
সারা মাস ধরে মনের মত করে পাঠ করি পাক কালাম।
থেকে ছিয়াম অনাহারে ভাবি সদা পরপারে হবে কি গো ঠাঁই?
চাই শুধু ক্ষমা পুণ্য করে জমা জান্নাতে যেতে চাই।
পবিত্র মাস সাধনার মাস করিলে অবহেলা
ঠকিবে জীবনে পাবে না মরণে পুণ্যের সূর্য বেলা।
ছিয়াম-ছালাত আগে মনে যদি জাগে করিও কাজ পরে,
ইচ্ছাই যথেষ্ট মনের সন্তুষ্ট যেতে আল্লাহ্‌র ঘরে।
রামাযান মাসে আরো তবে পাবে শবে ক্বদরের রাত,
চাইবে যত পাইবে তত, উপার্জন করিবে বারাত।
শোন মুমিন ভাই বলে শুধু যাই কর আল্লাহ্‌র কাজ,
পাইবে সুফল পুণ্যের ফসল মাথায় উঠিবে তাজ।
হে মহান আল্লাহ নেই মোর পাল্লা, পাপী আমি বড় পাপী,
ক্ষমা করো মোরে নাই কেউ ঘরে শুধু তুমিই অন্তর্যামী।

***

আত্মশুদ্ধির ছিয়াম

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আত্মশুদ্ধির ছিয়াম
আপন করে কাছে নিলাম,
ইবাদত আর বন্দেগীতে
ছিলাম যে মশগূল,
পুলছিরাত পার করিও
হে মহান রাব্বুল॥
আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর অটল
কভু ধরতে দেইনি ফাটল,
রাসূল তুমি রবের কাছে
কইরো শাফা'আত!
দিন-রজনী আমি তাঁরই
করব ইবাদত।
ধনী গরীব সবাই মিলে
চলরে চল ঈদ গাহেতে...
মিলন মেলায় মিলব সবাই
ধ্বংসিব অহংকার,
ঘরে ঘরে সুখ-আনন্দ
দিল উপহার॥

***

ক্বদরের রাতে

-ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাপ উদ্দীন মিয়া
ওসমানপুর বাজার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

জীবনের যত পুঞ্জীভূত পাপ
সঞ্চিত অপরাধ
ছগীরা কবীরা যাহেরী বাতেনী
শিরক ও বিদ'আত।
নাই হেন পাপ করিনি আমি
নফসের দাস সাজি
এ মহা রাতে নাজাতের আশে
স্বীকার করিনু আজি,
তোমার বারতা ক্বদরের রাতে
পাপী তাপী গুনাহগারে
ক্ষমা ও নাজাত দানিবে তুমি
রহম ও করুণা করে।
আমি গুনাহগার তুমি গাফ্‌ফার
রহীম ও রহমান
পথহারা যত পাপী গুনাহগারে
করগো নাজাত দান।

***

বছরের শ্রেষ্ঠ রজনী

-শাপলা
বিরামপুর, দিনাজপুর।

বছরের শ্রেষ্ঠ আছে এক রজনী
এ রাত পাই রামাযান আসে যখনি।
রামাযানের শেষের দশ
বেজোড় সংখ্যার মাঝে তাকে করি তালাশ।
'লায়লাতুল ক্বদর' এই রাতের নাম
রাত জেগে দেই প্রভুকে এই রাতের দাম।
সেই জন পাবে এ রাতে অনন্ত ছওয়াব
যার হৃদয়ে নেই আল্লাহ্‌র প্রেমের বিন্দুমাত্র অভাব।
ভালবেসে শ্রদ্ধাভরে এ নিশিকে করি গ্রহণ
ছালাত আর কুরআন পড়ে তাকে করি বরণ।
পালন করে এ রাতকে বিশ্বের সব মুসলিম জাতি
দেখতে চায় সবাই এ রাতের পবিত্র উদ্দিপ্ত জ্যোতি।
অমূল্য আলোর সন্ধানে জেগে কাটাই নিশি
অনেক কামনার পরও দেখি না নয়নে সে শশী।
একদিন মনের অজান্তেই হয় শবে ক্বদর
তখন ফেরেশতারা ঈমানদারের জীবন ঢেকে দেয়
দিয়ে পূর্ণতার চাদর॥

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)-এর সঠিক উত্তর

১। ট্রিগভেলি
২। নরওয়ে।
৩। দ্যাগ হেমারশোল্ড (১৯৬১)।
৪। মহাসচিব।
৫। নিরাপত্তা পরিষদের।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। জাল।
২। চিতল মাছ।
৩। ছাতা
৪। ছবি বা প্রতিবিম্ব।
৫। কচুর পাতা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। রামাযান হিজরী সনের কত নম্বর মাস? এ মাসের সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত রাতটির নাম কি এবং কুরআনের কোথায় এর উল্লেখ আছে?
২। কত হিজরীতে ছিয়াম ফরয হয়? আল্লাহ কেন ছিয়াম ফরয করেছেন?
৩। ছিয়ামের পুরস্কার কে দিবেন? ছিয়াম ব্যতীত অন্যান্য সকল নেক আমলের ছওয়াব এ মাসে কতগুণ বৃদ্ধি পায়?
৪। 'রামাযান মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়'। এটা কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে?
৫। রামাযান মাসের আগমনে জান্নাত, জাহান্নাম ও শয়তানের অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটে?

সংগ্রহে : আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। জঙ্গল দিয়ে উড়ে চলে, পিছ দিয়ে আগুন জ্বলে।
২। তুমিও খাও আমিও খাই, খেতে বললে রেগে যাই।
৩। কাঁধে আসে কাঁধে যায়, বিনা দোষে মার খায়।
৪। পানির সঙ্গে আড়ি কিন্তু বুক ভরা ঢেউ, কী নামে ডাকি তারে বলতে পার কেউ?
৫। জলের ধারে রাখলে পাই, কী ফল বলতো ভাই?

সংগ্রহে : আব্দুর রশীদ
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

মঠবাড়ী, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা ২০ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মঠবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক বৃন্দ ও স্থানীয় সুধীমণ্ডলী। পরিশেষে সোনামণি বালক ও বালিকা উভয় শাখা গঠন করা হয়।

মজিদপুর, যশোর ৪ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় মজিদপুর ফোরকানিয়া মাদরাসায় অনুষ্ঠিত এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হুসাইন। প্রশিক্ষণ শেষে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামকে প্রধান উপদেষ্টা, আব্দুস সালামকে উপদেষ্টা ও আশরাফুল আলমকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ২০০৯-২০১১ শেসনের জন্য সোনামণি যশোর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৫ জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর উত্তর নওদাপাড়া মহিলা সালাফিইয়া মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অনুষ্ঠানে আব্দুছ ছামাদকে পরিচালক করে বালকদের একটি শাখা গঠন করা হয়।

মেন্দিপুর, চাকলা, বগুড়া ২ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর মেন্দিপুর সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি পুরস্কার বিতরণী ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার পরিচালক ওবায়দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অনুষ্ঠানে সোনামণি মারকায শাখার আওতাধীন তিনটি উপ-শাখার প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী সোনামণিদেরকে পুরস্কৃত করা হয় এবং ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকারীদেরকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সোনামণিরা হ'ল 'হাসনা হেনা' শাখার আসাদুল্লাহ আল-গালিব (১ম), ওমর ফারূক (২য়) ও আব্দুল্লাহ (৩য়)। 'রজনীগন্ধা' শাখার ইমরান (১ম), আল-সাবা (২য়) ও মুমিনুর রহমান (৩য়)। 'সূর্যমুখী' শাখার আব্দুল কাদের (১ম), ইউনুস (২য়) ও মুনীরুল ইসলাম (৩য়)।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

মিসরে হিফয প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী ছাত্রের প্রথম স্থান অর্জন

মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ২০০৯-১০ সেশনে হিফয প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী ছাত্র হাফেয মুহাম্মাদ গোলামুর রহমান প্রথম স্থান অর্জন করেছে। গত ১৮ জুলাই কায়রোর নাসের সিটির আল-আযহার মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন নব মনোনীত শায়খুল আযহার ডঃ আহমাদ তৈয়্যব। উল্লেখ্য, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মুহাম্মাদ গোলামুর রহমান চট্টগ্রাম যেলার চুনতী কামিল মাদরাসার সাবেক মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হাই নিযামী ও যোবায়দা খাতুনের চতুর্থ সন্তান।

সঊদী আরবে জনশক্তি রফতানী হ্রাস

সঊদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে শ্রমিক গমন মারাত্মক কমে গেছে। ২০ জুলাই এক সেমিনারে বলা হয়, ১৯৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত সঊদী আরবে ২৫ লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক গমন করেছে। যা মোট জনশক্তি রফতানির ৩৯ শতাংশ। কিন্তু সম্প্রতি সঊদী আরবে বাংলাদেশী শ্রমিক রফতানীতে বড় ধরনের ধস নেমেছে। ২০০৮ সালে ১ লাখ ৩২ হাযার ১২৪ বাংলাদেশী শ্রমিক সঊদী আরবে যায়। কিন্তু ২০০৯ সালে দেশটিতে বাংলাদেশী শ্রমিক গেছে মাত্র ১৪ হাযার ৫৬৬ জন। বর্তমান সরকারের ১৫ মাসে সেখানে গেছে মাত্র ১৬ হাযার ৯২১ বাংলাদেশী কর্মী। একই সময় সেখান থেকে ফিরেছে ৩১ হাযার ৩০৬ জন। গত ১৫ মাসে কুয়েতে গেছে মাত্র ২১ কর্মী। অথচ দেশটিতে গড়ে প্রতিবছর ৩০ থেকে ৪০ হাযার বাংলাদেশী যেত।

মাদরাসা বোর্ড জঙ্গী উৎপাদনের কারখানা

-আইন প্রতিমন্ত্রী

আইন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন, 'বিশ্বের আর কোন দেশে মাদরাসা বোর্ড নামে কোন শিক্ষা বোর্ড নেই। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বন্ধের মাধ্যমে জঙ্গী উৎপাদনের কারখানা বন্ধ করা হবে'। গত ২৩ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের উদ্যোগে আয়োজিত 'যুদ্ধাপরাধ ও জামায়াতের রাজনীতি' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

[মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। -সম্পাদক]

মর্মান্তিক

দাবীকৃত টাকা না পেয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডার খুলে নেয়ায় রোগীর মৃত্যু

গত ১৭ জুলাই মুহাম্মাদ আমীর হোসেন (৬০) নামের এক হার্টের রোগীকে লক্ষ্মীপুর যেলার সরকারী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পর রোগীর অক্সিজেনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় হাসপাতালের ব্রাদার মুনাফ খান অক্সিজেন লাগানো বাবদ রোগীর বড় ভাইয়ের কাছে ২০০ টাকা দাবী করেন। তখন হাতে থাকা নগদ ৭০ টাকা দিয়ে অনেক অনুনয়-বিনয় করে অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগানো হয়। এরপর রাত আটটার দিকে ঐ ব্রাদার অক্সিজেন সিলিন্ডারটি নিয়ে যেতে আসেন। এ সময় তারা ব্রাদারের হাত চেপে ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করেন অক্সিজেন সিলিন্ডারটি যেন না খোলা হয়। পাশের রোগীরাও অনেক করে না করেন। কিন্তু কারো কথা না শুনে নিষ্ঠুর মুনাফ আমীর হোসেনের নাক থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডারটি খুলে ফেলেন। অক্সিজেন খোলার সাথে সাথেই তিনি মারা যান।

অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার মানসিকতা পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ভুলে যেতে হবে

-হাইকোর্ট

পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা মনে করে অপরাধ করলে তারা পার পেয়ে যাবে। এ মানসিকতা তাদের ভুলে যেতে হবে। তাদের দায়িত্ব দেশের জনগণকে রক্ষা করা। অথচ তারাই মানুষকে হত্যা করে বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। রাজধানীতে পুলিশের হেফাযতে সম্প্রতি পৃথক তিনটি মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা রিট আবেদনের শুনানিতে উক্ত মন্তব্য করেন হাইকোর্ট। আদালত আরো বলেন, নিরাপত্তা হেফাযতে এভাবে আর কারো মৃত্যু দেখতে চাই না। এ ধরনের ঘটনাকে অপরাধ হিসাবে উল্লেখ করে আদালত বলেন, অন্যদের জেল হ'লে তাদের (পুলিশ) ফাঁসি হওয়া উচিত। বিচারপতি এ.এইচ.এম শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি শেখ মুহাম্মাদ যাকির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এ মন্তব্য করে।

উদগিরণের ঝুঁকিতে তিতাস গ্যাসক্ষেত্র

বড় ধরনের 'ব্লো আউট' বা গ্যাস উদগিরণ দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে রয়েছে দেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র তিতাস। ক্ষেত্রটির বর্তমানে উৎপাদনে থাকা সবগুলো (১৪টি) কূপের গোড়া দিয়েই এখন গ্যাস উদগিরণ হচ্ছে। ক্ষেত্রের আশপাশ এলাকার নদী, ফসলি জমিসহ অন্যান্য ভূমি ফুঁড়েও বেরুচ্ছে গ্যাস। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এভাবে কোটি কোটি টাকার গ্যাস বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। গ্যাসের এই উদগিরণের মধ্যেই অতি ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে আশপাশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী। উল্লেখ্য, দেশে উৎপাদিত মোট গ্যাসের ২০ শতাংশ পাওয়া যায় এ ক্ষেত্র থেকে। এখানে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৬ দশমিক ৩৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)। এর মধ্যে ৩ দশমিক ১০ টিসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে দৈনিক ২৫০ কোটি ঘনফুট চাহিদার বিপরীতে গ্যাস উৎপাদন হয় ১৯৮ কোটি ঘনফুট। দৈনিক গ্যাস ঘাটতির পরিমাণ ৫২ কোটি ঘনফুট।

বাহাত্তরের সংবিধান পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যাবে না

-ওবায়দুল কাদের

বাহাত্তরের সংবিধান পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গত ২৪ জুলাই বঙ্গবন্ধু একাডেমী আয়োজিত 'বর্তমান রাজনীতি ও '৭২-এর সংবিধান' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, 'সংবিধান কোন ধর্মগ্রন্থ নয় যে সংশোধন করা যাবে না। মানুষের প্রয়োজনেই সংবিধান। সেজন্য সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে আওয়ামী লীগ ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাচ্ছে। তবে ৭২-এর সংবিধান পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়'।

বিদেশ

আফ্রিকার ২৬টি দেশের চেয়ে বেশী দরিদ্র ভারতের ৮টি রাজ্যে

দারিদ্র্যের ওপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচালিত এক জরিপ থেকে বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া গেছে। এই জরিপে দেখা গেছে, আফ্রিকার ২৬টি দরিদ্রতম দেশে যত গরীব আছে, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের ৮টি রাজ্যে এর চেয়ে বেশী গরীব লোকের বাস। অন্য সাতটি রাজ্য হচ্ছে বিহার, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশ। এসব রাজ্যে দরিদ্র লোক রয়েছে ৪২ কোটি ১০ লাখ। আফ্রিকার ২৬টি দরিদ্রতম দেশের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৪১ কোটি। বহুমুখী দারিদ্র্যের সূচী (এমপিআই) নামের এই জরিপটি জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় সম্পাদন করেছে অক্সফোর্ড পোভার্টি এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (ওপিএইচডিআই)। সমীক্ষক দলের সদস্যরা বিশ্বের ১০৪টি দেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান নির্ধারণ নিয়ে কাজ করেছে। এই ১০৪টি দেশে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৫২০ কোটি। এই সংখ্যা সারাবিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭৮ শতাংশ। সমীক্ষা পরিচালনার অধীন ১০৪টি দেশে বসবাসকারী মোট ১৭০ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। এর আগের সমীক্ষায় এই সংখ্যা ছিল ১৩০ কোটি। বিপুল এই জনগোষ্ঠীর প্রতি সদস্য গড়ে প্রতিদিন এক দশমিক ২৫ ডলারের কম আয় করে।

দুবাইয়ের কারাগারে বন্দী ভারতীয়রা দেশে ফিরতে চান না

ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে বন্দি বিনিময় চুক্তি হতে যাচ্ছে- এমন খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দুবাইয়ের জেলে আটক ভারতীয় বন্দীরা। তারা বলেছেন, ভারতে তারা ফিরে যেতে চান না। সাজার পূর্ণ মেয়াদ তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতেই কাটাতে চান। ভারতীয় কারাগারকে তারা 'নরক' বলে অভিহিত করেছেন।

অধিকাংশ মার্কিনের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন প্রেসিডেন্ট ওবামা

ক্ষমতা নেওয়ার মাত্র দেড় বছরের মাথায় অধিকাংশ মার্কিনের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। গত ১৩ জুলাই প্রকাশিত এক জনমত জরিপে দেখা যায়, প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটার প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রতি তাদের অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। অথচ ১৮ মাস আগে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় ৬০ ভাগের বেশী মার্কিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ওপর দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছিলেন। ওয়াশিংটন পোষ্ট ও এবিসি নিউজ যৌথভাবে জরিপটি চালায়।

ইনসাইক্লোপিডিয়ার আদলে আসছে ইলমপিডিয়া

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডীয় মুসলিম মোস্তফা প্যাটেল ভারতীয় কিছু তরুণকে নিয়ে উইকিপিডিয়ার একটি বিকল্প তৈরী করেছেন। এর নাম 'ইলমপিডিয়া'। এটি একটি ইনসাইক্লোপিডিয়ার মতো। জুলাই মাসে এটি চালু করা হবে। ইংরেজী, আরবী, হিন্দী, উর্দূ, বাংলা এবং তামিল ভাষায় এটি পড়া যাবে। তাছাড়া স্প্যানিশ, সুইডিশ এবং মালয় ভাষায়ও এর সংস্করণ তৈরীর কাজ চলছে। ১০০ তরুণ বিনা পারিশ্রমিকে এজন্য কাজ করছেন। এদের মধ্যে ৫০ জন ভারতের। অন্যরা হ'লেন পাকিস্তান, মিসর, আলজেরিয়া ও আরব আমিরাতের।

নয়াদিল্লীতে প্রতি ৩ নারীর একজন নির্যাতনের শিকার

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে প্রতি তিনজন মহিলার মধ্যে অন্ততঃ একজন গত এক বছরে দুই থেকে পাঁচবার যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। দিল্লীর সরকার, জাতিসংঘের একটি সংস্থা ও স্থানীয় একটি নারী সংগঠনের যৌথ সমীক্ষায় এ তথ্য পাওয়া যায়। যৌথ সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা যায়, সব শ্রেণীর মহিলাই এ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী মেয়েরা। আর্থিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল মহিলারা সবচেয়ে বেশী যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ভারতের রাজধানীর প্রায় পাঁচ হাযার মহিলার উপর পরিচালিত জরিপে বলা হয়, অটোরিকশা আর রাস্তার ধারগুলোই মহিলাদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান হিসাবে বিবেচিত।

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬শ' ৮০ কোটি

ওয়ার্ল্ড পপুলেশন গাইড পরিচালিত জরিপ মতে, গত বছর জুলাই মাসের সর্বশেষ শুমারী অনুযায়ী বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬শ' ৮০ কোটি। প্রতি বছর জনসংখ্যা বদ্ধি পাচ্ছে ৭ কোটি ৮০ লাখ করে। বর্তমানে সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ চীন, জনসংখ্যা ১৩৩ কোটি ৮৬ লাখ ১২ হাযার ৯৬৮ জন। দ্বিতীয় ভারত, জনসংখ্যা ১১৫ কোটি ৬৮ লাখ ৯৭ হাযার ৭৭৬ জন। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম।

প্রধান প্রধান ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্বের জনসংখ্যা (২০০৭ সালের মাঝামাঝি) : খৃষ্টান ২১৯ কোটি ৯৮ লাখ ১৭ হাযার ৪০০ জন, মুসলমান ১৩৮ কোটি ৭৪ লাখ ৫৪ হাযার ৫০০, হিন্দু ৮৭ কোটি ৫৭ লাখ ২৬ হাযার, চীনা ৩৮ কোটি ৫৬ লাখ ২১ হাযার ৫০০, বৌদ্ধ ৩৮ কোটি ৫৬ লাখ ৯ হাযার, শিখ ২ কোটি ২৯ লাখ ২৭ হাযার ৫০০ ও ইহুদী জনসংখ্যা ১ কোটি ৪৯ লাখ ৫৬ হাযার।

বিশ্বের ভাষাভাষী মানুষ : সারাবিশ্বে ৬ হাযার ৯০৯টি চালু ভাষা রয়েছে এবং এর মধ্যে বর্তমানে ৩৮৯টি ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ১০ লাখেরও কম। বিশ্বে সবচেয়ে বেশী মানুষের ব্যবহৃত ভাষা হচ্ছে চৈনিক, স্প্যানিশ, ইংরেজী, আরবী, হিন্দী, বাংলা, পর্তুগীজ, রুশ, জাপানী ও জার্মান ভাষা।

বিশ্বে বসবাসযোগ্য সেরা নগরী ভিয়েনা

বিশ্বের সেরা বসবাসযোগ্য নগরী হচ্ছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা। ১০৮ দশমিক ৬ পয়েন্ট পেয়ে এ স্থান দখল করে নগরীটি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ ও জেনেভা। জরিপে সিডনি ১০৬ দশমিক ৮ পয়েন্ট পেয়ে ১৮তম স্থানে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পার্থের অবস্থান ২১তম, ক্যানবেরা ২৬তম, অ্যাডলেট ৩২তম ও ব্রেসবেন ৩৬তম স্থানে রয়েছে। 'দি ২০১০ মার্কার কোয়ালিটি অব লিভিং সার্ভে' রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবহনসহ ৩৯টি বিষয়ের তথ্যের ভিত্তিতে ঐ পরিসংখ্যান তৈরী করে। বিশ্বের ২২১টি শহরের উপর এ জরিপকাজ চালানো হয়।

মুসলিম জাহান

বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রধান প্রধান দেশ (শতকরা হারে)

সঊদী আরব ও মৌরিতানিয়ায় জনসংখ্যার শতকরা ১০০ ভাগ মুসলমান, ইয়েমেনে প্রায় ১০০ ভাগ, তুরস্কে ৯৯.৮ ভাগ, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া ও মরক্কোতে ৯৯ ভাগ, ইরান ও তিউনিসিয়ায় শতকরা ৯৮ ভাগ, ইরাক ও লিবিয়ায় শতকরা ৯৭ ভাগ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে শতকরা ৯৬ ভাগ, পাকিস্তানে শতকরা ৯৫ ভাগ, জর্ডানে শতকরা ৯২ ভাগ, মিসরে শতকরা ৯০ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ায় শতকরা ৮৬ ভাগ, কুয়েতে শতকরা ৮৫ ভাগ, বাংলাদেশে শতকরা ৮৩ ভাগ, বাহরাইনে শতকরা ৮১ ভাগ, সিরিয়ায় ৭৪ ভাগ, আলবেনিয়া ও সূদানে শতকরা ৭০ ভাগ এবং ব্রুনাইয়ে শতকরা ৬৭ ভাগ মুসলমান।

জুন মাসে কাশ্মীরে ৩৩ জনকে হত্যা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী

অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যরা গত জুন মাসে চার শিশুসহ কমপক্ষে ৩৩ জন নিরীহ কাশ্মীরীকে হত্যা করেছে। আন্তঃরাজ্য সন্ত্রাসী কার্যক্রমের আশ্রয় নিয়ে এ হত্যাকাণ্ড চালানো হয় বলে ব্লিচার্স সেন্টার অব কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস জানিয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে ৫৭২ জন,গ্রেফতার হয়েছে ২২৮ জন। তাছাড়া এ মাসে ভারতীয় সৈন্যরা আট নারীকে ধর্ষণ করে এবং ১৬টি আবাসিক ভবনে গোলা নিক্ষেপ করে।

কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণাকে বৈধ ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক আদালত

আন্তর্জাতিক আদালত কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণাকে বৈধ বলে রায় দিয়েছে। নেদারল্যান্ডের হেগ-এ অবস্থিত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস-এর প্রিজাইডিং জজ হিসাশি আওয়াদা গত ২২ জুলাই এ বিষয়ে তার রায় পড়ে শোনান। তিনি তার রায়ে বলেন, কসোভোর স্বাধীনতা ঘোষণা আন্তর্জাতিক আইনকে লংঘন করেনি। পর্যবেক্ষকগণ বলেন, আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে গোটা বিশ্বে। এর ফলে পৃথিবীর যেখানেই ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ স্বাধীনতা দাবী করবে তাদের সে দাবীকে কেউ অবৈধ আখ্যা দিতে পারবে না। এ কারণে ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, চেচনিয়া, ইঙ্গুশেটিয়া ও শিনঝিয়াংয়ের উইঘুর মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার দাবীও বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ঐ ঘোষণার বৈধতার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় জানতে চায়। দীর্ঘ দু'বছর পর আন্তর্জাতিক আদালত তাদের রায় ঘোষণা করল। এ রায়ের ফলে বিশ্বের আরো দেশ কসোভোকে স্বীকৃতি দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই রায় ঘোষণার পরপরই সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বোরিস টাডিচ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের কারণে কসোভোর ব্যাপারে সার্বিয়ার অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশের মধ্যে ২২টি দেশসহ বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশ কসোভোকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমানে কসোভোতে ২০ লাখ আলবেনীয় এবং ১ লাখ ২০ হাযার সার্ব পৃথকভাবে বসবাস করে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গাছ চিন্তা করে, মনেও রাখে

গাছেরও অনুভূতি আছে, স্পর্শে সাড়া দেয় এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণায় পোল্যান্ডের গবেষকরা জানিয়েছেন যে, গাছ চিন্তা করতে এবং মনে রাখতেও পারে। গবেষকরা জানিয়েছেন, গাছ আলোর মধ্যে থাকা তথ্য মনে রাখে এবং চিন্তা করে। আলোর তীব্রতা এবং ধরন বিষয়ের তথ্য গাছের এক পাতা থেকে আরেক পাতায় একই পথে স্থানান্তরিত হয়।

চুম্বকে চলবে ফ্রিজ

সম্প্রতি মার্কিন গবেষকরা জানিয়েছেন, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হাইড্রোফ্লুরোকার্বন গ্যাস-এর পরিবর্তে ভবিষ্যতে রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হবে চৌম্বক পদ্ধতি। এর ফলে কম শক্তি অপচয় হবে, এমনকি এতে শব্দও হবে না। রেফ্রিজারেটরে ভবিষ্যতে ম্যাগনেটোক্যালরিক ইফেক্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

অদৃশ্য মাউস তৈরী

সম্প্রতি এমআইটির গবেষকরা এমনই একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যাতে মাউসের সব কাজই করা যাবে। তবে মাউসটি থাকবে দৃষ্টির আড়ালে। জানা গেছে, অদৃশ্য এ কম্পিউটার মাউস ব্যবহারে কাজ করার সময় টেবিলের নির্দিষ্ট ফাঁকা স্থানটিতে কেবল মাউস ব্যবহারের মতো হাত নাড়ালেই কম্পিউটারে কাজ হবে। গবেষকরা জানান, ব্যবহারকারী যখন হাত নাড়াবেন তখন সেটা অনুসরণ করবে লেজার রশ্মি এবং ইনফ্রারেড ক্যামেরা। লেজার রশ্মি এমনভাবে হাতকে অনুসরণ করবে যেন হাতে মাউস ধরা আছে।

ম্যালেরিয়া মোকাবিলায় মশা আবিষ্কার

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের মশার জন্ম দিয়েছেন, যা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তারা বলছেন, এই মশা মানবদেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়াতে পারবে না। অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জিনগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন ঘটিয়ে এই মশার জন্ম দিয়েছেন যার ভেতরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু তৈরী হবে না।

হার্ট সুস্থ রাখতে ও কোলেস্টেরল কমাতে বাদাম খুবই উপকারী

হার্ট সুস্থ রাখতে গেলে বাদামের কোন বিকল্প নেই। এমনই দাবী করেছেন বিজ্ঞানীরা। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বলেছেন, রক্তে চর্বির পরিমাণ কমাতে অর্থাৎ কোলেস্টেরল কমাতে বাদাম খুবই উপকারী। বিশ্বে প্রতিবছর মোট মৃত্যুর একটি বড় অংশই ঘটে থাকে হার্টের নানা সমস্যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জোয়ান সাবাটে এবং তার গবেষকরা তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে জানান, প্রতিদিন যদি কমপক্ষে ৬৭ গ্রাম বাদাম খাওয়া যায় তাহ'লে তা রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণকে ৫.১ শতাংশ কমিয়ে দেবে। যে কোন বাদামই এ কাজ করবে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। আর বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এমডিএল-সি নামের যে ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল সচরাচর হার্টের যোগাযোগের কারণ হয়ে ওঠে, তাকেও জমতে দেবে না এ সামান্য বাদাম।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ

ঢাকা ২৪ ও ২৫ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২৪ ও ২৫ জুন ঢাকা মহানগরীর সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে দু'দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব তমীযুদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং 'আন্দোলন'-এর ঢাকা ও সিলেট বিভাগীয় সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল্লাহ বিন হাবীব, তাবলীগ সম্পাদক শামসুর রহমান আযাদী, কেন্দ্রীয় 'দারুল ইফতা'র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কাঞ্চন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের খত্বীব মাওলানা শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও যেলা 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার বাদ আছর অনুষ্ঠান শুরু হয়ে পরদিন জুম'আ পর্যন্ত চলে।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ২৪ ও ২৫ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গত ২৪ ও ২৫ জুন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাশেমুদ্দীন।

খুলনা ২৪ ও ২৫ জুন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ নগরীর নবীনগরস্থ মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দালন'-এর সভাপতি জনাব মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব মুহাম্মাদ গোলাম মোক্তাদির।

টাঙ্গাইল ২৪ ও ২৫ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : কেন্দ্রীয় কর্মসূচী অনুযায়ী গত ২৪ ও ২৫ জুন টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দালন'-এর উদ্যোগে যেলার ভবানীপুর পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আসাদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

নওগাঁ ২৪ ও ২৫ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গত ২৪ ও ২৫ জুন দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বাদ আছর হ'তে পরদিন শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান প্রমুখ।

গাযীপুর ২৫ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে মনিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঢাকা ও সিলেট বিভাগীয় সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আছমত আলী প্রমুখ।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১ ও ২ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর দৌলতপুর থানাধীন দাড়ের পাড়া (উত্তর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-

এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা ১ ও ২ জুলাই, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ গত ১ ও ২ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

ময়মনসিংহ ১ ও ২ জুলাই, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে গত ১ ও ২ জুলাই ময়মনসিংহ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলার ফুলবাড়িয়া থানাধীন আন্ধারিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ফযলুল হক প্রমুখ।

রংপুর ১ ও ২ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে গত ১ ও ২ জুলাই যেলার পীরগাছা থানা সদরে অবস্থিত পীরগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর ও কুড়িগ্রাম যেলার উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল হাদী মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হারূণুর রশীদ প্রমুখ।

বগুড়া ১ ও ২ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার : বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে যেলার গাবতলী থানাধীন চাকলা দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ গত ১ ও ২ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক ফারূক আহমাদ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান প্রমুখ। যেলার বিভিন্ন শাখা ও এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী উক্ত প্রশিক্ষণে যোগদান করে। যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদী ২ জুলাই শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত দিন ব্যাপী এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ যেলার পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর ঢাকা ও সিলেট বিভাগীয় সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার প্রমুখ। প্রশিক্ষণে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আমীর হামযাহ, সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার।

ছাত্র সমাবেশ

বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১০-টায় বাগমারা থানাধীন বালানগর ফাযিল মাদরাসা মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর রাজশাহী বিভাগীয় সম্পাদক ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ এবং সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম মাষ্টার ও সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব আইয়ুব হোসাইন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১)ঃ পিতার অবৈধ সম্পত্তি সন্তান ভোগ করলে গোনাহগার হবে কি?

-মুনীরুল ইসলাম
নরেন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর ঃ পিতার অবৈধ সম্পত্তি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান জেনেশুনে ভোগ করলে গোনাহগার হবে। কারণ এতে অন্যায়ের সমর্থন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সতর্ক থাক সেই ফিতনা হ'তে যা বিশেষভাবে তোমাদের সীমা লংঘনকারীদের মাঝেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকে না' *(আনফাল ২৫)*।

প্রশ্ন (২/৪০২)ঃ যদি কেউ জেনে-শুনে পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং পরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায়, তাহ'লে তার পাপ ক্ষমা হবে কি? ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি কী? শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার উপায় কী?

-তিথি
বাগেরহাট।

উত্তর ঃ পাপের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইলে ক্ষমা হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩)*। ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি হ'ল, রাতে বা যেকোন সময়ে সুন্দর ভাবে ওযূ করে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে ক্ষমা চাইলে তার পাপ ক্ষমা হবে *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৪)*। শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য নিম্নের দো'আটি পড়া যায়,

رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنَ.

'হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! শয়তান আমার নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি' *(মুমিনূন ৯৭-৯৮)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩)ঃ ই'তেকাফে বসার এবং বের হওয়ার সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মফীযুর রহমান
পাঁচরুখী মাদরাসা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর ঃ ২০ রামাযান দিবাগত সন্ধ্যার পূর্বে ই'তেকাফের জন্য মসজিদে প্রবেশ করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষের দশকে ই'তেকাফ করতেন। আর শেষের দশক শুরু হয় ২০ রামাযান দিনের শেষ থেকে *(ঐ)*। ছিয়াম অবস্থায় জুম'আ মসজিদে ই'তেকাফ করতে হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১০৬)*। শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে মাগরিবের পর ই'তেকাফ শেষ হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪)ঃ তা'লীমী বৈঠকে মহিলারা 'ফাযায়েলে আমল' ও 'ফাযায়েলে ছাদাক্বা' বইয়ের তা'লীম দেয়। তারা বলেন, এ বইগুলো পড়লে হেদায়াত পাওয়া যাবে। এর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-নাছরিন
উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর ঃ 'ফাযায়েলে আমল' ও 'ফাযায়েলে ছাদাক্বা' ও এ জাতীয় বইগুলোতে বহু যঈফ ও জাল হাদীছ এবং ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা রয়েছে। উক্ত বইগুলোতে যা রয়েছে তা হেদায়াত থেকে মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। এ সমস্ত ফাযায়েল ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অধ্যয়ন করতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৪০৫)ঃ আমরা পাঁচ ভাই যৌথভাবে পিতার সংসারে কাজ করি। কোন কোন ভাই গোপনে টাকা-পয়সা, ধান-চাল বিক্রয় করে জমা করে রাখে। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান জানতে চাই।

-মুরাদুযযামান
হরিশপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর ঃ যৌথ সংসারের কেউ এমন করলে তা খিয়ানত হবে, যাতে বড় গুনাহ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি খিয়ানত করল সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(তিরমিযী হা/১৩১৫)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬)ঃ গান শোনা কি জায়েয? গান শুনলে কী ধরনের গুনাহ হয়?

-মুনজুরুল ইসলাম
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তর ঃ গান শোনা হারাম। গান শুনলে কাবীরা গুনাহ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা গান-বাজনা খেল-তামাশা ক্রয় করে... তদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে' *(লুক্বমান ৬)*। নবী করীম (ছাঃ) গান-বাজনা নিষিদ্ধ করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬৫২)*। নবী করীম (ছাঃ) গান-

বাজনার শব্দ শুনে দু'কানে দু'আংগুল ঢুকিয়ে দেন এবং রাস্তা থেকে সরে যান। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললেন, 'তুমি এখন কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ? আমি বললাম, না। তখন তিনি তাঁর দু'কান হ'তে দু'আংগুল সরালেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ; মিশকাত হা/৪৮১১)*। তবে বাদ্য-বাজনাবিহীন ইসলামী গান শোনা জায়েয।

প্রশ্ন (৭/৪০৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?

-আব্দুল জাব্বার
বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট দো'আর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নিম্নের দো'আ পড়া যায়

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقَبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَــهُ فِــى قَبْرِهِ وَنَوِّرْلَهُ فِيْهِ،

'হে আল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। হেদায়াত প্রাপ্তদের মাঝে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে আপনি প্রতিনিধি হৌন। হে জগৎ সমূহের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা করুন। তার কবর প্রশস্ত করে দিন এবং তার জন্য কবরকে আলোকিত করুন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৯)*। এছাড়া নিম্নোক্ত দো'আটিও পড়া যায়-

اللهمَّ غْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আবুদাঊদ হা/৩২০২)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮)ঃ আল্লাহ তা'আলা রামাযান মাসে কোন ধরনের জাহান্নামীকে মুক্তি দেন? এটা কি তাকদীর অনুসারে হয়ে থাকে? এ মাসে সকল মুমিনের কবর আযাব ক্ষমা করে দেওয়া হয় কি? কবর আযাব ক্ষমা করা হলে তাকি কেবল রামাযানের ৩০ দিনের জন্য, না ক্বিয়ামত পর্যন্ত?

সুলায়মান
বোয়ালকান্দি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর ঃ ছিয়াম পালন ও তওবা করার কারণে জাহান্নাম মুখী ব্যক্তিকে আল্লাহ মুক্তি দান করেন। এটা অবশ্যই তাকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। প্রকৃত মুমিন সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে কবরে কোন মাসেই আযাব দেয়া হবে না। এ মাসে কবরের আযাব মাফ করে দেওয়া হয় এ কথা সঠিক নয়। এ মাসে মারা গেলে কবরে আযাব হবে না এ কথাটিও সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯)ঃ অপবিত্র অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো যাবে কি?

-কাহকোশা
মিরকাদিম, মুনসীগঞ্জ।

উত্তর ঃ অপবিত্র অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো যাবে। এ অবস্থায় দুধ খাওয়ানো যায় না এরূপ ধারণা করা কুসংস্কার। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'সুবহা-নাল্লাহ নিশ্চয়ই মুমিন অপবিত্র হয় না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০)ঃ আমি প্রায় তিন বছর ধরে এক জায়গায় চাকুরীরত। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে কিছু দিনের জন্য বাড়িতে যেতে হয়। আমি কি বাড়িতে গিয়ে কছর ছালাত আদায় করতে পারি?

-মীযানুর রহমান
মিরকাদিম, মুনসিগঞ্জ।

উত্তর ঃ বাড়িতে এসে কছর করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে কছর করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৬)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১)ঃ ঘেরা গোসল খানায় বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করা যায় কি? এ সময় ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করতে হবে কি?

-শাহীন
মিরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর ঃ নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা যায়। মূসা (আঃ) এবং আইয়ূব (আঃ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করতেন *(বুখারী হা/২৭৮, ২৭৯)*। তবে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় গোসল করা উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জা করার ব্যাপারে মানুষের চেয়ে আল্লাহই অধিকতর হকদার' *(বুখারী, তরজমাতুল বাব 'গোসল' অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২)ঃ আমার পিছনে একজন বসে আছে। তার পিছনে একজন ছালাত আদায় করছে আমি আমার পিছনের লোককে সুতরা ধরে উঠে চলে যেতে পারি কি?

-মশিউযযামান
মিরকাদিম, মুনসিগঞ্জ।

উত্তর ঃ পারেন। কারণ যে কোন বস্তু সুতরা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন কিছু সামনে রেখে ছালাত আদায় করবে, যা লোকদের থেকে তাকে আড়াল করবে...' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩)ঃ আমাদের এলাকায় প্রতিদিন ফজরের আযান শেষে প্রতিটি বাড়ির দরজায় গিয়ে ছালাতের জন্য ডাকা হয় যে, আসেন আর ৫ মিনিট পর জামা'আত শুরু হবে। জাম'আত শুরুর ৫ মিনিট পূর্বেও মসজিদ থেকে ডাকা হয়। এটা কি ঠিক?

- শহীদুল ইসলাম
মিরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তর ঃ আযান শেষে বাড়ি বাড়ি ডাকতে যাওয়ার কোন বিধান নেই। এমনকি ছালাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বেও বলা যাবে না। আযানের পরে এভাবে ডাকা বিদ'আত। ইবনে ওমর (রাঃ) একথা বলেন' *(ইরওয়া ১/২৫৫)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪)ঃ কোন কারণ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা করা যাবে কি? কারণগুলো বিস্তারিত জানাবেন।

-ফাহমিদা
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর ঃ দারিদ্র্যমুক্ত সংসারের আশায় পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা কর না। আমরা তাদের ও তোমাদের রুযী দিয়ে থাকি' *(ইসরা ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দ্বিতীয় বড় পাপ হ'ল তোমার সাথে খাবে, সেই ভয়ে সন্তান হত্যা করা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯)*। তবে স্ত্রী অসুস্থ হ'লে এবং গর্ভধারণে অসুখ বেড়ে যাবার আশংকা থাকলে, অস্থায়ীভাবে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে *(আলবানী, আদাবুয যেফাফ, পৃঃ ১৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫)ঃ শাক্বীক্ব ইবনু সালামা (রাঃ) প্রায়ই নিম্নের দো'আটি করতেন। 'হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত করে থাকেন তাহ'লে তা মুছে ফেলুন এবং পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যদি আমাকে সৎকর্মশীলদের তালিকাভুক্ত করে থাকেন তাহলে তা বাকী রাখুন। আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে থাকেন ও যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। প্রকৃত লিখন আপনার কাছেই রয়েছে। এ হাদীছটি কি ছহীহ? এ দো'আ সিজদায় ও তাশাহহুদের বৈঠকে পড়া যাবে কি? হাদীছটি ছহীহ হ'লে হরকত সহ 'তাহরীকে' প্রকাশের অনুরোধ করছি।

আমীনুল হক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর ঃ শাক্বীক্ব ইবনু সালামা একজন তাবেঈ। তাঁর থেকে এরূপ দো'আ সাব্যস্ত হয়েছে এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ ও ওমর (রা) হ'তেও বর্ণিত হয়েছে। সূরা রা'দের ৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এবং বিভিন্ন আক্বীদা সংক্রান্ত গ্রন্থে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে সাব্যস্ত হয়নি। তবে এ দো'আ তাশাহ্হুদের মধ্যে বলা যাবে *(বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা য'ঈফা হা ৫৪৪৮)*। দো'আটি নিম্নরূপঃ

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أَهْلِ الشَّقَاءِ فَامْحُنِي، وَأَثْبِتْنِي فِي أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِيْ فِي السُّعَدَاءِ فَأَثْبِتْنِي فِي السُّعَدَاءِ، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ-

(তাফসীর ত্বাবারী হা/২০৪৮২, ২০৪৮৪; তাফসীর কুরতুবী ৯/৩৩০ প্রভৃতি)। উল্লেখ্য বিভিন্ন গ্রন্থের ভাষায় কিছুটা তারতম্য রয়েছে। তবে ভাবার্থ এক।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬)ঃ কালেমা মোট কয়টি ও কী কী? ৪ কালেমা না জানলে মানুষ মুসলমান থাকে না, একথা কি সঠিক?

-হাসান
স্থলচর, টাঙ্গাইল।

উত্তর ঃ কালেমা হিসাবে আমরা যেসব নাম অবগত সেগুলো পরবর্তী আলেমদের দেয়া। আল্লাহ্র সাক্ষ্য যুক্ত বাক্য হ'ল কালেমা ত্বাইয়েবা যেমন- لاإله إلاالله *(ইবরাহীম ২৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাক্ষ্য যুক্ত বাক্য হ'ল কালেমা শাহাদাত যেমন-

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله-

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪)। চার কালেমা মুখস্থ না থাকলে মানুষ মুসলমান থাকে না একথা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭)ঃ অনেক সময় সম্পদশালী লোকেরা গরীব দুস্থদের ঘৃণা করে। এ আচরণের পরিণতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহবূবুর রহমান
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর ঃ গরীব-দুস্থ বলে ঘৃণা করা অহংকারের পরিচয়। আল্লাহ অহংকারীকে পসন্দ করে না *(লোক্বমান ১৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৭)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮)ঃ অনেক সময় কোন ছেলে কোন মেয়েকে পসন্দ করে কিন্তু পিতা-মাতা রাযী থাকেন না। এ সময় করণীয় কী?

- আহমাদ
নরসিংদী।

উত্তর ঃ শরী'আতের বিধান বজায় রেখে কোন ছেলে কোন মেয়েকে পসন্দ করলে পিতা-মাতার তাতে রাযী হওয়াই ভাল। মেয়ে পসন্দ করার বিষয়টি ব্যক্তির অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের পসন্দ মত বিবাহ কর *(নিসা ৩)*। নবী করীম (ছাঃ) বিবাহের পূর্বে কনে দেখে নেয়ার জন্য বলেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১০৬)*। তবে পিতা-মাতা রাযী না হ'লে বিবাহ করা যাবে না।

***প্রশ্ন (১৯/৪১৯)ঃ* আযান চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে আযানের উত্তর দেয়া উত্তম হবে না সুন্নাত পড়া উত্তম হবে?**

- আব্দুল জব্বার
ভাগদীয়া, ঢাকা।

উত্তর ঃ আযানের উত্তর দেয়া ও আযান শেষের দো'আ পড়া উত্তম হবে। কারণ এ ইবাদত চলন্ত অবস্থায় রয়েছে যার উত্তর দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদেশ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০)ঃ যে মসজিদে কবর রয়েছে সেখানে ছালাত হবে কি?

-আব্দুল আহাদ
সোবহানবাগ, ঢাকা।

উত্তর ঃ কবরের উপরে বা কবরকে সামনে রেখে ছালাত হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১)ঃ শুনেছি, হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) যে গুহায় লুকিয়েছিলেন তার মুখে মাকড়সার জাল বুনানো ও কবুতরের ডিম পাড়া সংক্রান্ত হাদীছটি নাকি জাল। কিন্তু আমাদের এলাকার জনৈক হাজী হজ্জ করতে গিয়ে একটি সিডি নিয়ে এসেছেন। যাতে ঐসব বিষয়গুলে রয়েছে। যা তিনি মানুষকে দেখাচ্ছেন। ফলে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছি। সঠিক বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

রাশেদুল আলম
মাধববাটী, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর ঃ ঘটনাগুলো জাল ও বানোয়াট *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১১২৮, ১১২৯, ১১৮৯; যঈফুল জামে' হা/৬৩৭৫)*। সিডি মানুষের তৈরী। তাতে ভুল থাকতে পারে।

প্রশ্ন (২২/৪২২)ঃ আমরা জানি মীলাদ পড়া বিদ'আত। কিন্তু মীলাদের ফিরনী-পায়েশ ইত্যাদি কেউ বাড়ীতে দিয়ে গেলে তা খাওয়া যাবে কি?

-মুহসিন
ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তরঃ মীলাদ যেহেতু বিদ'আত, সেহেতু মীলাদের উদ্দেশ্যে তৈরী খাবার হচ্ছে বিদ'আতী খাবার। এজন্য তা খাওয়া যাবে না। কারণ এতে অন্যায়ের সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য কর না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩)ঃ আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর ৬ বৎসর বয়সী আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন এবং ৯ বৎসর বয়সী আয়েশার সাথে বাসর যাপন করেন। কিন্তু অনেকে এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে সঠিক বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আদীবা
কৃষ্ণপুর, পাবনা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বিষয়ে চরিতকারগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অতএব এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণের কোন অবকাশ নেই *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬০-৬১; ১৩৬)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪)ঃ ছালাতে পবিত্র কুরআনের যেকোন সূরার ৩ আয়াতের কম তেলাওয়াত করলে ছালাত হবে কি?

-আতীকুর রহমান
নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর ঃ মুছল্লীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য একটি সূরা বা কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করা সুন্নাত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূরা ফাতেহা পাঠের পর প্রত্যেক রাক'আতে সূরা বাক্বারার একটি আয়াত তেলাওয়াত করতেন *(দারাকুৎনী হা/১২৬৪, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫)ঃ ৬ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে আমার স্ত্রী আমার কথামত কখনো চলেনি। মেনে চলেনি শারঈ কোন বিধিবিধান। ইতিমধ্যে সে আমার কথা অমান্য করে পিত্রালয়ে চলে যায় এবং ফিরে না আসায় আমি তিন মাস অতিবাহিত হ'লে কাযীর মাধ্যমে একত্রে তিন তালাক প্রদান করি। ফলে সে আমার বিরুদ্ধে যৌতুক গ্রহণের মিথ্যা মামলা দায়ের করে আমাকে জেল খাটায়। এখন আমি যদি আর ঐ স্ত্রীকে ফেরৎ না নেই তাহ'লে গোনাহগার হব কি?

-আবূ মূসা
ব্রহ্মান্তর, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে স্ত্রীর এক তালাকে বায়েন হবে এবং তাকে ফেরৎ না নিলে স্বামী গোনাহগার হবে না।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬)ঃ ঈদগাহের চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম
মেঘারাম, মোগলহাট, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ঈদের মাঠ খোলা রাখাই ভাল। তবে সংরক্ষণ করার জন্য চতুর্দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা যেতে পারে। ইমাম দাঁড়ানোর জন্য মেহরাব বা মিম্বর, মুছল্লীদের ছায়ার জন্য প্যাণ্ডেল, ছাদ বা অনুরূপ কিছুই তৈরী করা যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে নববীর মাত্র ৫০০ গজ পূর্বে 'বাত্বহান' সমতলভূমিতে উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, মির'আত ৫/২২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭)ঃ সূদ গ্রহণের কোন নির্ধারিত শাস্তি আছে কি?

-মুয়াযযাম
সিঙ্গাপুর।

উত্তরঃ সূদকে আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। সুতরাং সূদ গ্রহণ করা ও সূদের সাথে সংশ্রব রাখা কবীরা গোনাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূদের (পাপের) সত্তরটি স্তর রয়েছে। যার নিম্নতম স্তর হ'ল মায়ের সাথে যিনা করার (সমতুল্য) পাপ' *(ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪; মিশকাত হা/২৮২৬)*। তিনি আরো বলেন, 'জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তির এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) সূদ গ্রহণ করা, ছত্রিশবার যেনা করার চেয়ে অনেক বেশী পাপ' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ)*। আল্লাহ্র নবী স্বপ্নে দেখেন যে, একটি রক্তের নদীতে জনৈক ব্যক্তি সাতার কেটে তীরে উঠতে চাচ্ছে, কিন্তু তীরে দাঁড়ানো লোকটি তাকে পাথর মারছে। ফলে সে তীরে উঠতে পারল না। পরে জিবরীল ও মীকাঈল রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, লোকটি সূদখোর *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮)ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের উদ্দেশ্যে কেউ ইয়াতীম-অনাথ, অসুন্দর কোন মেয়েকে বিবাহ করলে সে কেমন ছওয়াবের অধিকারী হবে?

-যহূরুল ইসলাম
গোয়ালকান্দা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ব্যক্তি অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হবে। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রেযামন্দি হাছিলের লক্ষ্যে কোন কাজ করলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ভালবাসল, আল্লাহ্র জন্যই রাগান্বিত হ'ল, আল্লাহ্র জন্য দান করল এবং আল্লাহ্র জন্যই দান করা থেকে বিরত রইল, সে ব্যক্তি স্বীয় ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩০)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিছার স্ত্রী যয়নাবকে বিবাহ করেন। এটা কি সঠিক?

-মুখলেছুর রহমান
বাঁশদহা, রথখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ একথা সঠিক। পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মুমিনদের দ্বিধা-সংকোচ দূরীভূত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাব বিনতু জাহাশকে বিবাহ করেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৬৪২)*। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'যাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের মধ্যে কোন দ্বিধা না থাকে' *(আহযাব ৩৭)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০)ঃ কারো উপরে জিন আছর করলে কবিরাজের নিকট থেকে তদবীর করা যাবে কি? এরূপ করা না গেলে কিভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে?

-আব্দুল হাদী
যুগীখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কারো উপরে জিন আছর করলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আয়াত ও দো'আ পাঠের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা যায়। বিছানায় শয়নকালে নিয়মিত 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তার হেফাযত করেন এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*। এতদ্ব্যতীত সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করলে প্রত্যেক বস্তুর (বিপদাপদের) মোকাবিলায় যথেষ্ট হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬৩)*।

উল্লেখ্য, কোন কবিরাজ যদি কুরআনের কোন আয়াত বা সূরা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করে এবং তাতে যদি উপকার হয়, তাহ'লে তা গ্রহণ করা জায়েয *(বুখারী, বুলূগুল মারাম, হা/৯০২)*। তবে কোন অবস্থায়ই শিরকী কালাম পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে না বা তাবীয লটকানো যাবে না, কেননা এটা শিরক *(আহমাদ ৪/১৫৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*। সুতরাং কোন ভূয়া কবিরাজের নিকটে গিয়ে তাবীয, মাদুলী, গাছড়া-সূতা ইত্যাদির আশ্রয় না নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ মতে বৈধ চিকিৎসা গ্রহণ করাই শরী'আত সম্মত।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১)ঃ ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স শরী'আত সম্মত কি? ইসলামী জীবন বীমা করা যাবে কি?

- আমীর হামযা
পাঁচদোনা, নরসিংদী ও
আব্দুল্লাহ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর ঃ ইন্স্যুরেন্স শরী'আত সম্মত নয়। কারণ (১) ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে সূদ বিদ্যমান। এতে জমা টাকার বিনিময়ে অধিক টাকা দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। (২) ইন্স্যুরেন্স জুয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এতে হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লাভবান হয়, অথবা জমাকারী লাভবান হয়। তবে কোম্পানী লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। (৩) ইন্স্যুরেন্সের ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে আপনি নিরাপত্তা বাবত টাকা পাবেন। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে আবার নাও পারে। আবার দুর্ঘটনা কখন ঘটবে ও কি পরিমাণে ঘটবে,

তা সবই অজ্ঞাত। ফলে এর মধ্যে ধোঁকাবাজী সুস্পষ্ট। আর ধোঁকাবাজীর ব্যবসা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫১৩ প্রভৃতি)*। (৪) নিরাপত্তা দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তাই ভরসা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র উপরে। অথচ এখানে ভরসা করা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর উপর। যা সম্পূর্ণরূপে ছহীহ আক্বীদা বিরোধী। ইসলামী বিধান হ'ল, ব্যক্তির যেকোন দুর্ঘটনায় কিংবা তার অপারগ অবস্থায় সমাজ ও সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। নিকটাত্মীয়দেরকে নিঃস্বার্থভাবে এজন্য সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২)ঃ মাসিক আত-তাহরীকে নবী-রাসূলগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাযার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত হাদীছটিকে ছহীহ বলা হয়েছে। কিন্তু ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 'হাদীসের নামে জালিয়াতি : প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা' বইয়ের ২২৯ পৃষ্ঠায় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কোনটি সঠিক?

শাহাদাত
রুয়েট, রাজশাহী।

উত্তর ঃ আত-তাহরীক-এর বক্তব্য সঠিক। কারণ হাদীছটি অকাট্যভাবে ছহীহ *(বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩)ঃ দাবা খেলাকে মাসিক আত-তাহরীকে হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 'হাদীসের নামে জালিয়াতি : প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা' বইয়ে এবং ড. ইউসুফ আল-কারযাভী রচিত 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান' উল্লেখ আছে যে, এ বিষয়ে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীস নেই। এ সম্পর্কে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল্লাহ
রুয়েট, রাজশাহী।

উত্তর ঃ অবশ্যই দাবা খেলা হারাম। হাদীছে এসেছে, 'যে লুডু (النَّرد) খেলল, সে যেন শুকরের গোশ্ত ও তার রক্তে তার হাত ডুবাল' *(মুসলিম ২২৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৬৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে লুডু খেলল, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল' *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০৬৩)*। আর দাবা হচ্ছে লুডু খেলার চেয়েও নিকৃষ্ট।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪)ঃ মাসিক আত-তাহরীক ১১তম বর্ষ অক্টোবর'০৭ সংখ্যার ৩০/৩০নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে ইমাম ডানে সালাম ফিরালে মাসবূক অবশিষ্ট ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াবে। কিন্তু ১৩তম বর্ষ এপ্রিল'১০ সংখ্যার ১৪/২৫৪নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে দুই সালামের পর মাসবূক দাঁড়াবে। কোনটি সঠিক?

জাহাঙ্গীর আলম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর ঃ দুই সালামের পর দাঁড়াবেন। এটিই সঠিক।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫)ঃ মাসবূক ব্যক্তির সুতরা কী? কত দূরত্ব পর্যন্ত সুতরা হিসাবে গণ্য করা যায়? মাসবূকের জন্য কী কী জিনিস দ্বারা সুতরা করা যেতে পারে?

আশরাফুল ইসলাম
একডালা উচ্চ বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর ঃ সুতরা অর্থ আড়াল করার বস্তু। মুছল্লীর দাঁড়ানো অবস্থার পায়ের অগ্রভাগ থেকে সম্মুখ ভাগের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সুতরা। এতটুকু দূরত্বের বাহির দিয়ে যাতায়াত করতে কোন বাধা নেই। যদিও সুতরা ব্যবহার না করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরে প্রবেশ করে সম্মুখ দেওয়াল থেকে কাছাকাছি তিন হাত দূরত্বে থেকে ছালাত আদায় করেন *(বুখারী হা/৫০৬ 'ছালাত' অধ্যায়; নাসাঈ হা/৭৫০; আহমাদ হা/৫৮৫১, ২৩৩৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬)ঃ মৃতব্যক্তির স্ত্রী, মা, বোন দাফনের পরে কবরস্থানে যেতে পারে কী? মহিলাদের কবর যিয়ারতের শারঈ নিয়ম কী? ধূমপায়ী ও ছালাত পড়ে না এমন ব্যক্তি কবর খনন করলে ঐ কবরে কোন মুছল্লী ব্যক্তিকে দাফনে কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?

মাওলানা শফীকুল ইসলাম
বালানগর ফাযিল মাদরাসা, বাগমরার, রাজশাহী।

উত্তর ঃ যেতে পারে। কারণ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয, যদি না তারা সেখানে গিয়ে সরবে কান্নাকাটি করেন। আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাক্র-এর কবর যিয়ারত করেছেন। তাকে বলা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি। তিনি বললেন, অতঃপর তিনি কবর যিয়ারত করার নির্দেশ প্রদান করেছেন *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশাকে কবর যিয়ারত করার দো'আ শিখিয়ে দিয়েছেন *(মুসলিম হা/৯৭৪; নাসাঈ হা/২০৩৭; মিশকাত হা/১৭৬৭)*।

ধূমপায়ী ও ছালাত আদায় করে না এরূপ ব্যক্তি কবর খনন করতে পারবে না, কথাটি ঠিক নয়। এরূপ ব্যক্তি দ্বারা কবর খনন করা হলে সে কবরে মুছল্লী ব্যক্তিকে কবর দেয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, কবর খনন করা একটি ছওয়াবের কাজ। এ কাজ নেককার মুমিন ব্যক্তি দ্বারা করানো নিঃসন্দেহে উত্তম।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭)ঃ পিতা হারাম-হালালের বিধান না মেনে ব্যবসা করলে তার বাড়িতে সন্তান হিসাবে আমার থাকা-খাওয়া বৈধ হবে কি?

ইমরান
কক্সবাজার পলিটেকনিক, কক্সবাজার।

উত্তর ঃ যদি সন্তানের সামর্থ্য থাকে তাহলে পিতার হারাম উপার্জন ভক্ষণ করা এবং হারাম উপার্জনের দ্বারা তৈরি করা বাড়িতে বসবাস করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম। সামর্থ্য না থাকলে পিতাকে হারাম পথ ছেড়ে সৎ পথে উপার্জন করতে নছীহত করতে হবে ও সেপথে পিতাকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮)ঃ কুরআনের আয়াতকে আমরা বাক্য না বলে আয়াত বলি কেন? কুরআনের আয়াত বাংলায় উচ্চারণ করে পড়লে কি প্রতি অক্ষরে ১০টি ছওয়াব পাওয়া যাবে? আত-তাহরীক ও অন্য কোন হাদীছগ্রন্থ পাঠ করলে কেমন ছওয়াব পাওয়া যাবে? কোন অমুসলিম আরবী শিখে কুরআন তেলাওয়াত করলে সে কি প্রতি অক্ষরে ১০টি করে নেকী পাবে?

সুলতান মাহমূদ

বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর ঃ ১ম কারণ হ'ল, আল্লাহ বাক্য না বলে আয়াত বলেছেন। ২য় কারণ হ'ল, কুরআন মানুষের কালাম নয়। এটি আল্লাহ্র কালাম। যিনি অদৃশ্য। কিন্তু তাঁর কালাম হ'ল তাঁর সত্তার বাহ্যিক নিদর্শন। তাই তাকে আয়াত বা নিদর্শন বলা হয়। বাংলায় উচ্চারিত কুরআন সঠিক তাজবীদ সহকারে পড়লে পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে। তবে সেজন্য একজন ভাল শিক্ষকের সাহায্য নিতে হবে। ছহীহ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক ইসলামী বই, পত্রিকা বা হাদীছ গ্রন্থ পাঠ করলে নেক আমল হিসাবে অবশ্যই ছওয়াব পাওয়া যাবে। কোন অমুসলিম কুরআন তেলাওয়াত করলে এতে তার কোন ছওয়াব হবে না। কেননা ছওয়াবের জন্য ঈমান শর্ত।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯)ঃ জুম'আর ছালাতে রুকূ না পেয়ে শুধু তাশাহ্হুদ পেলে কিভাবে ছালাত শেষ করতে হবে।

কামরুল ইসলাম

সাহেব নগর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর ঃ জুম'আর ছালাতে কেবল তাশাহ্হুদ পেলে সালাম শেষে দাঁড়িয়ে যোহরের চার রাক'আত ফরয ছালাত আদায় করবেন। কারণ তিনি রাক'আত পাননি *(ইবনু মাজাহ হা/১১২৩; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫২৪)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০)ঃ রামাযান মাসে কিংবা অন্য মাসে ছিয়াম অবস্থায় অথবা তাহাজ্জুদ ছালাতে একাকী হাত তুলে প্রার্থনা করলে বিদ'আত হবে কি?

সুলায়মান

বোয়ালকান্দি, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর ঃ একাকী ছালাত বাদে সরাসরি নয়, বরং তাসবীহ পাঠ শেষে দো'আ করবে। তাহাজ্জুদের সময় বা অন্য সময়ে ছিয়ামরত অবস্থায় একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে। তবে দো'আ শেষে মুখে মাসাহ্ করবে না। কেননা মুখে মাসাহ করার হাদীছ যঈফ।

দানশীল মুমিন ভাইদের প্রতি

প্রিয় দ্বীনি ভাই-বোনেরা! সর্বাধিক নেকী অর্জনের পবিত্র মাস আসন্ন রামাযান উপলক্ষে আমরা আপনাদেরকে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণ পত্রিকা মাসিক **আত-তাহরীক**-এর কথা। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জিভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন উক্ত সংগঠন সকল প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সারা দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রেখেছে। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, এ সংগঠনের শনৈঃশনৈঃ উন্নতি ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইয়াতীম বিভাগ পুনরায় চালু হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার শতাধিক ইয়াতীম প্রতিপালিত হচ্ছে। তাছাড়া রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ মারকায সংলগ্ন পৃথক স্থানে চালু হয়েছে মহিলা মাদরাসা (আবাসিক-অনাবাসিক)।

অতএব মাহে রামাযান উপলক্ষে আপনাদের যাকাত, ওশর, ফিৎরা ও অন্যান্য দানের একটি বৃহৎ অংশ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে নিম্নোক্ত হিসাব নম্বরে অথবা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অফিস, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে হাতে হাতে প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। ওয়াসসালাম।

হিসাব নম্বর

১। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২,
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

২। মাসিক আত-তাহরীক, এস.এন.ডি-১১৫,
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।